সাপ্তাহিক ছুটি ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

একটি অন্তর্গূঢ় গবেষণা

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

নেই কোনো ইলাহ এক আল্লাহ্ ছাড়া
মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল

No Lord is there except Allah
Muhammad (SM) is Allah's Rasul

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক ছুটি
ও
ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি
একটি অন্তর্গূঢ় গবেষণা

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক ছুটি
ও
ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ঃ
একটি অন্তর্গূঢ় গবেষণা

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ ঃ
জমাদিউল আউয়াল ১৪১৮
আশ্বিন ১৪০৪
সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

প্রচ্ছদ ঃ
আরিফুর রহমান

প্রকাশক ঃ
ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী
৪৫/জে (৫ম তলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফ কোয়ার্টার্স, নীলক্ষেত, ঢাকা

স্বত্ব ঃ লেখক

মূল্য ঃ ৫০/- টাকা মাত্র

মুদ্রণ ঃ চৌকস, ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা-১০০০

Weekly Holiday And Islamic Outlook : An Indepth Research by Dr. Hasanuzzaman Choudhury. Published by Dr. Hasanuzzaman Choudhury. 45/J (4th Floor), Dhaka University Staff Quarters, Nilkhet, Dhaka. Jamadiul Awwaal : 1418, Ashwin : 1404, September : 1997. Copyright : Author.
Price : Taka 50/- only.

www.pathagar.com

উৎসর্গ

রাহমাতাল্লিল আলামীন,
আহম্মদে মুস্তাফা, মুহাম্মদে মুস্তাফা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ),
যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছ থেকে
দুনিয়া পেলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন, পেলো আল হাদীস ;
যাঁর উম্মত হতে পেরেছি আমরা মুসলমানরা
আল্লাহ্র অশেষ রহমতে ;
আর আল্লাহ্র যে বান্দাহ্, বন্ধু ও রাসূল
এই দুনিয়াতে 'উম্মী' নবী হয়েও
কিয়ামত অবধি প্রতিষ্ঠিত হলেন
মানবিক সমাজে সকল শিক্ষকের শিক্ষকরূপে।

www.pathagar.com

বিষয়সূচি ঃ

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়
'সাবাত', সাপ্তাহিক ছুটি এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়
'সৃষ্টিকর্তার 'বিশ্রাম'?, সাপ্তাহিক ছুটি এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ২১

তৃতীয় অধ্যায়
শুক্রবার, সাপ্তাহিক ছুটি এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ৩৫

চতুর্থ অধ্যায়
হাদীস, শুক্রবারের ছুটি এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ৪৫

পঞ্চম অধ্যায়
শুক্রবারের সংস্কৃতি, সাপ্তাহিক ছুটি এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ৫৯

ষষ্ঠ অধ্যায়
সংবিধান, অন্যান্য যুক্তি, সাপ্তাহিক ছুটি এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ৭০

www.pathagar.com

ভূমিকা

(১) সাপ্তাহিক ছুটি দিবস নিয়ে আমাদের দেশে বিতর্ক তোলা হয়েছে। অজ্ঞতা, জিদ, ভ্রান্তি, ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা ও শত্রুতা এর পিছনে ক্রিয়াশীল বুঝে, না বুঝে ; প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে।

(২) তৌহিদী জনগণ এবং আলীম-উলামাবৃন্দ এর বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন। তারা শুক্রবারের পক্ষে রয়েছেন। তথাপি যথাযোগ্যভাবে ইসলামের, ব্যাপক অর্থে কুরআন-হাদীসের ব্যাপারে নিবিড়, নিরলস, পরিশ্রমী বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, গভীর ও অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ, অন্তর্গূঢ় সত্য উদ্‌ঘাটন, দূরপ্রসারী তাৎপর্য অনুধাবন, ইয়াওমুল জুমুআ'হ ও সালাতুল জুমুআ'হ-র অল কমপ্রীহেনসিভ ও অল এনকম্পাসিং কালচার সম্যকভাবে উপলব্ধিকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমস্যা থাকায় শুক্রবারের পক্ষে থেকেও, সরকারী কূট মতলবের বিরুদ্ধাচরণ করেও ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে– একথা বলার পরও প্রকৃত পরিস্থিতি অনুধাবন করা আর অন্তর্গূঢ় সত্য সামনে টেনে আনা সম্ভব হচ্ছে না। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব (কম্পারেটিভ রিলিজিয়ন) সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞানের অনুপস্থিতিও এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে।

(৩) যা দরকার তা কেবল রাস্তার শ্লোগান নয়, ভাবাবেগ প্রকাশ নয়, নয় কেবল সভা-সমিতি। এগুলো নিশ্চয়ই করতে হবে। তবে গোড়াতে সবচাইতে বেশি প্রয়োজন ইসলাম তথা আল কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সম্ভবপর গভীরতম অনুধাবন, চর্চা ও বাস্তবায়ন প্রয়াস। সৎ, পরিশ্রমী ও নিরলস গবেষণা এক্ষেত্রে সর্বাধিক এবং প্রাথমিক জরুরী দাবী ও কর্তব্য।

(৪) আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ এবং রাসূল (সাঃ)-এর একজন উম্মত হিসেবে, একজন অতি সাধারণ নাফরমান মানুষ হিসেবে, একজন গুনাহগার ও আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত মুসলমান হিসেবে উপরোক্ত সত্য অনুধাবন, ঘাট্‌তি অবগত হওয়া, প্রয়োজন উপলব্ধি করা এবং দায়িত্ব বুঝতে পারার বিবেচনাসমূহ বর্তমান লেখক-গবেষককে ' সাপ্তাহিক ছুটি এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি' বিষয়ে অন্তর্গূঢ় গবেষণা কর্মে মেহনত লাগাতে অনুপ্রাণিত করেছে স্বীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন থাকা সত্ত্বেও। এজন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

(৫) ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই গবেষণা কর্মটি একই কেন্দ্রীয় সত্যকে তুলে ধরেছে নানা দিক থেকে। তা হচ্ছে সাপ্তাহিক ছুটি দিবস প্রশ্নে শনিবার ও রবিবারের অগ্রহণযোগ্যতা এবং একমাত্র শুক্রবারের গ্রহণযোগ্যতা। ইসলাম তথা আল কুরআন ও হাদীস-সুন্নাহ এই গবেষণার ভিত্তি। এখানে বিশ্বাস ও বিজ্ঞান যেমন

www.pathagar.com

এসেছে, তেমনি পাশাপাশি মানবিক যুক্তিসমূহের মধ্যে এসেছে সাংবিধানিক ও আর্থনীতিক বিবেচনা ; দেশাভ্যন্তরের পরিবেশ ও বহির্দেশীয় পরিস্থিতি ; ইতিহাস-সংস্কৃতি-রুচি-সভ্যতাগত উপাদানরাজি ; আন্তর্জাতিক সময় মান ও সে ব্যাপারে বহুমাত্রিক তুলনা ; ইতঃমধ্যেই গৃহীত সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া ও কুফল ইত্যাদি। তত্ত্ব, তথ্য ও যুক্তি পরম্পরা দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে বর্তমান গবেষণা কর্মের সমগ্র পরিসর, আদল ও অন্তঃসার।

(৬) বর্তমান গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে 'সাবাত' বিষয়ে তুলনামূলক ও গভীর বিশ্লেষণ দিয়ে ইহুদী-খ্রীস্টান 'সাবাত'-এর স্বরূপ, মুসলমানদের মধ্যে এর অগ্রহণযোগ্যতা এবং আল কুরআন ও সুন্নাহর নীতি-নির্দেশ-শিক্ষা তুলে ধরে প্রমাণ করা হয়েছে কুফরী ও শিরকযুক্ত শনি-রবিবারের ছুটির অগ্রহণযোগ্যতাকে। সেই সঙ্গে একমাত্র বিকল্প যে শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটি, তাও প্রমাণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'সৃষ্টিকর্তার বিশ্রাম' (?!) বিষয়ে সুগভীর তত্ত্ব-তথ্য উদ্‌ঘাটন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে কাফির-মুশরিকদের, আহ্‌লি কিতাব, ইহুদী-খ্রীস্টানদের শঠতা-ভ্রান্তি, বেঈমানী-মুনাফিকী তুলে ধরে আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ)-এর বাছাই তথা ইয়াওমুল জুমুআ'হ বা শুক্রবারের গ্রহণযোগ্যতা তুলে ধরা হয়েছে প্রামাণ্য উপস্থাপনায়। তৃতীয় অধ্যায়ে ইয়াওমুল জুমুআ'হ বা শুক্রবারের মাহাত্ম্য ও মর্তবা কুরআনের ও সুন্নাহর ভিত্তিতে উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে রাসূল (সাঃ)-এর হাদীসের ব্যাপক উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে শুক্রবারের সঙ্গে ইসলামী দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির যোগ আবিষ্কার করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইয়াওমুল জুমুআ'হ-র ও সালাতুল জুমুআ'হ-র কালচার বা সংস্কৃতির স্বরূপ এবং আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ) কর্তৃক এর বিকল্পহীন বাছাইয়ের সত্য স্পষ্ট করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংবিধান, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশীয় ও বৈদেশিক পরিস্থিতি-প্রেক্ষাপট, সরকারী সিদ্ধান্তের ধরন ও প্রতিক্রিয়া এবং আন্তর্জাতিক সময় মানের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা শনিবার ও রবিবারের অগ্রহণযোগ্যতা ও একমাত্র শুক্রবারের গ্রহণযোগ্যতাই পরিস্ফুট করা হয়েছে।

এই গবেষণা কর্মের ছ'টি অধ্যায়ের অন্তর্নিহিত যৌক্তিক যোগসূত্র ও পরম্পরা এবং এ থেকে বেরিয়ে আসা মৌল সত্য এই যে, বাংলাদেশে বা যে কোনো মুসলমান জনতার দেশে, সংখ্যাগরিষ্ঠ তৌহিদী জনতার নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্রে শনিবার-রবিবারের বা কেবল রবিবারের সাপ্তাহিক ছুটি গ্রহণ করা মানে নির্জলা ইসলাম বিরোধিতা, কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধিতা, ও রাসূল (সাঃ) বিরোধিতা। কুফরী-শিরকী শক্তি, মুশরিকী-মুনাফিকী শক্তি তথা ইসলাম বিরোধী শক্তিই শনিবার, শনি-রবিবার বা কেবল রবিবারের পক্ষ নিতে পারে। হিযবুশ শয়তান এদের অনিবার্য ঠিকানা। অপরপক্ষে তৌহিদী জনতা, আল কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সমর্থক তথা ইসলামের পক্ষ কেবল শুক্রবারেই করতে পারে সাপ্তাহিক ছুটি দিবস। সেই সঙ্গে প্রয়োজনে বৃহস্পতিবার অর্ধ দিবসেও বাধা নেই। হিযবুল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র দলের দাবী হচ্ছে একমাত্র শুক্রবার। উপলব্ধির সীমা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত, ঈমান থেকে আমল পর্যন্ত, দাবী উত্থাপন থেকে কার্যকর করা পর্যন্ত, জবানের জিহাদ থেকে লড়াই-এর জিহাদ পর্যন্ত ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ও

www.pathagar.com

পর্যায়ে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর বাছাই তথা শুক্রবার ও জুমুআ'হ-র কালচারকে এবং শুক্রবারের ছুটি দিবসকে প্রতিষ্ঠা করাই আজকের দিনে ইসলামের সকল অনুসারী বা উম্মতী মুহাম্মদীর একান্ত করণীয়।

(৭) দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার উপসম্পাদকীয়তে ১২টি কিস্তিতে এই গবেষণা কর্ম সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯ অগাস্ট ১৯৯৭ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত। এর পর সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় এটি প্রকাশিত হয়েছে ২২ অগাস্ট ১৯৯৭ থেকে ১০ অক্টোবর ১৯৯৭ পর্যন্ত। এরপর দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয়েছে ৩ নভেম্বর ১৯৯৭ থেকে ১৩ নভেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত। এছাড়া আরো সাময়িকীতে এর পুনঃপ্রকাশ ঘটেছে (যেমন "শিক্ষা সেমিনার স্মারকগ্রন্থ ১৯৯৭", সিলেট সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ) ও ঘটছে। পাঠকদের প্রতিক্রিয়া, আলীম-উলামা, গবেষকদের আগ্রহ এবং সাধারণভাবে মুসলমান ভাইদের আন্তরিক উৎসাহের কারণে এবং নিজের দায়িত্ববোধের অহর্নিশ তাগাদায় গবেষণা কর্মটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। অন্ততঃ একটি প্রতিষ্ঠান ও কয়েকজন দ্বীনী ভাই এক্ষেত্রে বাস্তব সহায়তা দিয়েছেন। কিন্তু তারা আন্তরিকতার সঙ্গেই তাদের নাম উহ্য রাখার অনুরোধ করেছেন। আল্লাহ্ এদের আন্তরিকতাকে কবুল করুন, এই দু'আ করছি। অনেকের চেষ্টায় ও সহযোগিতায় গ্রন্থটি বের হচ্ছে। আল হামদুলিল্লাহ। আমি ও আমরা আল্লাহ্র কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করছি এবং তাঁর রহমত কামনা করছি। আল্লাহ্ দ্বীন ইসলামকে বাংলাদেশে ও সমগ্র দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা দিন। আল্লাহ্ আমাকে ও আমাদেরকে মাফ করুন। আল্লাহ্ আমাকে ও আমাদেরকে কবুল করুন। আল্লাহ্ আমার ও আমাদের উপর রাযী ও সন্তুষ্ট থাকুন। আমীন। আল্লাহ্ হাফিজ।

১১ জমাদিউল আউয়াল ১৪১৮ হিজরী
৩১ ভাদ্র ১৪০৪ বাংলা
১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ ঈসায়ী

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী
প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

'সাবাত', সাপ্তাহিক ছুটি এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম
বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হিব্রু (Hebrew) 'সাবাত' শব্দটির রয়েছে শতকরা একশ' ভাগ ধর্মীয় ব্যঞ্জনা, তাৎপর্য ও আনুষ্ঠানিকতা। ইহুদীদের ধর্ম থেকে এর প্রচলন হয়। Sabbath শব্দটি দ্বারা বিশ্রাম ও ধর্মোপাসনা দিবস বুঝায়। আরবীতে এটিকে 'আস্-সাব্‌তি' বা 'সাব্‌তু', ল্যাটিন ভাষায় 'Sabbatum', গ্রীক ভাষায় 'Sabbaton', ফরাসী ভাষায় 'সাবোদি', ইতালীয় ভাষায় 'সাবাতো', স্প্যানিশ ভাষায় 'সাবাডো' এবং হিব্রু ভাষায় 'Shabbath' বলা হয়। উদ্ভবের পর গোড়ার দিকে পৃথিবীকে 'Judio-Christianity'-এর প্রভাব চলাকালে ইহুদী ও খ্রীস্টান উভয় ধর্ম সম্প্রদায় 'শনিবার'কে সপ্তাহের শেষ দিন হিসেবে ধরে নিয়ে 'পবিত্র' 'সাবাত' পালন করতো বিশ্রাম ও উপাসনার মাধ্যমে। পরবর্তীতে সেইন্ট পলের ও অন্যদের প্রভাবে খ্রীস্টধর্ম ভিন্ন অবস্থান নিলে খ্রীস্টানরা রবিবারকে সপ্তাহের শেষ দিন ধরে বিশ্রাম ও উপাসনার দিন হিসেবে গ্রহণ করে। তবুও খ্রীস্টানদের একাংশ শনিবারকে এখনও সাবাত দিবস বলে মনে করে। কেননা সেইন্ট পলের প্রভাবে জুডিও-ক্রীশ্চিয়ানিটি থেকে সরে আসতে চাইলেও বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের লেখকবৃন্দ ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রতি অত্যন্ত অনুগত থাকায় 'এ্যাপোক্রাইফা' (Apocrypha) নামক সুসমাচারসমূহ ইচ্ছামতো বদলালেও ওল্ড টেস্টামেন্ট বাইবেলে গৃহীত হয়েছে অনেকখানি। এভাবে ইহুদীরা শনিবার এবং খ্রীস্টানরা শনিবার এবং মূলত রবিবারকে সাপ্তাহিক বিশ্রাম দিবস করে নেয়, বাইবেলের একই সূত্রে আবদ্ধ যার যার ধর্মীয় প্রেরণা ও বিবেচনা থেকে। বর্তমান ইহুদী-খ্রীস্টান পাশ্চাত্য বিশ্বে এবং তাদের সাংস্কৃতিক-রাজনীতিক প্রভাবাধীন অঞ্চলে সপ্তাহের ছুটির দিন, বিশ্রাম দিবস হিসেবে তাই শনিবার ও রবিবার অথবা কেবল রবিবার গৃহীত হয়ে থাকে। ইসরাঈলে শনিবার থাকে সাবাত।

David B. Guralnik সম্পাদিত Webster's New World Dictionary, Calcatta, Bombay, New Delhi, New York, London : Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd, Second College Edition, ১৯৭০-এর ১২৫০ পৃষ্ঠায় সাবাত-এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে নিম্নরূপ ঃ

"1. The seventh day of the week (Saturday), set aside by the fourth Commandment for rest and worship and observed as such by Jews and some Christian sects, 2. Sunday as the usual Christian day of rest and worship."

www.pathagar.com

Webster -এর সুবিশাল অভিধানে ১২৫০ পৃষ্ঠায় Sabbath School বলতে সাবাত দিবসে ধর্মে দীক্ষা দানের ক্লাসকে বুঝানো হয়েছে।
এই অভিধানের ১২৬৬ পৃষ্ঠায় Saturday বা শনিবার বলতে সপ্তাহের শেষ দিন বুঝানো হয়েছে। এই ব্যাখ্যা ইহুদী ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
অভিধানটির ১৪২৭ পৃষ্ঠায় Sunday বা রবিবারের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ "it is observed by most Christian denominations as a day of worship (Lord's day) or as the Sabbath."
এই অভিধানের ১৪২৭ পৃষ্ঠায় Sunday School বলতে বুঝানো হয়েছে ঃ "a school, usually affiliated with some Church or Synagogue, giving religious instruction on Sunday."
অভিধানের ৬৭০ পৃষ্ঠায় Holiday বলতে বুঝানো হয়েছে ঃ "a day conscreted to religious observances or to a religious festival."
এ থেকে দেখা যাচ্ছে, সাবাত হল ইহুদী ও খ্রীস্টানদের কাছে বিশ্রাম ও উপাসনার পবিত্র দিবস। এটি শনিবার এবং শনিবার ও রবিবার পালিত হয়। ইহুদীদের মধ্যে শনিবার, যেমন, ইসরাঈলে, এবং পাশ্চাত্যের খ্রীস্টান সমাজে দেশে ও তাদের প্রভাবাধীন অঞ্চলে এটি রবিবার পালিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে জুডিও-ক্রীশ্চিয়ান ধর্মীয় দর্শনের প্রভাবে ও একান্তই ঐ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শেষাবধি শনিবার ও রবিবার ইহুদী-খ্রীস্ট জগতে সাপ্তাহিক ছুটি পালিত হয় আজকের দিনে।
শনি ও রবি—এই দুই দিবসকে যথাক্রমে ইহুদী ও খ্রীস্টানরা এবং উভয়ে একযোগে উভয় দিবসকে তাদের ধর্মীয় চেতনালব্ধ অবস্থান থেকেই বিশ্রাম, উপাসনা ও সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলে গণ্য করেছে। এভাবেই এসেছে Holyday তথা Holiday-এর ধারণা। এর সঙ্গে ইহুদী ধর্ম ও খ্রীস্টান ধর্ম এবং সিনাগগ (ইহুদীদের উপাসনালয়) আর চার্চ (খ্রীস্টানদের উপাসনালয়) ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
ইহুদী ধর্মে দিনের শুরু ও শেষ সূর্যাস্ত গেলে। তাই সাবাত শুরু হয় শুক্রবার দিবাগত সন্ধ্যা থেকে এবং চলে শনিবার পুরো দিন। সাবাত দিবসে কেবল বিশ্রাম নয়, পারিবারিক ও সামাজিক সম্মিলনের মাধ্যমে ইহুদীরা তাদের এই ধর্মীয় দিন পালন করে। শুক্রবার সূর্যাস্তের সময় ইহুদী বাড়ির কর্ত্রী মাজুস বা অগ্নি উপাসকদের ন্যায় "Sabbath Lights" জ্বেলে দেয়। এ সময় পরিবারের জন্যে ও তার ধর্মের জন্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ চেয়ে প্রার্থণা জানায় সে। পরিবারের পুরুষরা এ সময় কেউ ঘরে থাকে, আবার কেউ সিনাগগেও চলে যায়। সাবাত দিবসে ডাইনিং টেবিলে পরিচ্ছন্ন ক্লথ বিছানো হয়। প্লেটে থাকে দুটি রুটি (bread) এবং সঙ্গে থাকে একপাত্র মদ (wine)। সাপার বা ডিনারের আগে গৃহস্বামী ধর্মপরায়ণ গৃহিণীর প্রশস্তি করে। এরপর ধর্ম পুস্তক থেকে সৃষ্টি আর সাবাত বিষয়ক অংশটুকু পাঠ করে। অতঃপর মদের পাত্র নিয়ে ঈশ্বরের নামে এটিকে cheer করে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এরপর রুটি ও মদ ভাগ করে নিয়ে সে এ দু'টিরও প্রশংসা করে এবং খাওয়ার পর্ব সমাধা করে। ওদিকে সিনাগগে Sabbath Service-এর জন্যে শুক্রবার দিবাগত সন্ধ্যা ও শনিবার সকালে ইহুদীরা মিলিত হয়। সেখানে তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে। Shema পাঠ, ধর্মীয় পুস্তকের সামনে মাথা নত করা, রাব্বির পাঠের পর তা পড়া ইত্যাদি কৃত্য সমাধা করে। ইহুদীদের বিশ্বাসের মৌল দিকের মধ্যে রয়েছে কেবল নিজেদেরকেই 'Chosen

www.pathagar.com

people of God' হিসেবে দেখা, কেবল তারাই জান্নাত পাবে বলে বিশ্বাস করা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অস্বীকৃতি এবং তাকে ইহুদী ভাবা, হযরত ইয়াকুব (আঃ) তথা জ্যাকবকে পিতা ভাবা, হযরত মূসা (আঃ) তথা মোজেজকে একমাত্র ত্রাণকর্তা ও শেষ নবী ভাবা, হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)কে নবী হিসেবে অস্বীকার করা, হযরত ঈসা (আঃ) কে জারজ ভাবা, হযরত উযাইর (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র ভাবা ইত্যাদি।

এদিকে খ্রীস্টানরা রবিবার বিশ্রাম নেয়, ছুটি ভোগ করে, ধর্ম-উপাসনা করে, চার্চে যায়। রবিবার খ্রীস্টধর্মে নবাগত বা খ্রীস্ট পরিবারের তরুণ সদস্যদের Baptization বা দীক্ষাদান করানো হয়, মাথার উপর পানি ঢেলে বা ছিটিয়ে। এরপর বিশপ বা ফাদার খ্রীস্টানুসারীদের হাতে ও কপালে তেল লেপে খ্রীস্টভক্ত Holy Spirit-কে গ্রহণ করেন মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে।

Eucharist Function-ও অনুষ্ঠিত হয় এ সময়। Holy Communion সম্পন্ন হয়। এতে রুটি (bread) ও মদ (wine) সরবরাহ করা হয় খ্রীস্টের নামে। মনে করা হয় যে, রুটি হচ্ছে জীজাস্ বা যীশু খ্রীস্টের body বা flesh (শরীর) এবং মদ হচ্ছে যীশু খ্রীস্টের blood (রক্ত)।

খ্রীস্ট ধর্মযাজকরা সবসময় এবং সাধারণ খ্রীস্টানরা অন্যান্য সময়ের সাথে বিশেষ করে রবিবার বুকে ও কাঁধে ডান হাত দিয়ে ইঙ্গিতে ক্রুশ বা cross আঁকে, কেউবা ক্রুশের ব্রোচ ঝুলিয়ে দেয় গলায়। যীশুর crucifixion-এর স্মরণে এটি করা হয়। মনে করা হয় যে, ক্রুশে জীবন দিয়ে যীশু atonement তথা প্রায়শ্চিত্ত বা পাপ মোচন করে গেছেন খ্রীস্টভক্তদের। গডের সঙ্গে মানুষের আর মানুষের সঙ্গে গডের সমঝোতা স্থাপনার্থে মানবজাতির আদি পাপের (original sin) এবং জাগতিক পাপের (temporal sin) দায়িত্ব এভাবে যীশু নিজের কাঁধে নিয়ে নেন। ক্রুশ তাই খ্রীস্টান ধর্মের symbol বা প্রতীক এবং রবিবারে এর ব্যবহার সর্বাধিক।

খ্রীস্টানরা রবিবার চার্চে গিয়ে সমবেতভাবে তাদের ভাষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেটি করে তা হচ্ছে Trinity বা ত্রিত্ববাদের ঘোষণা দান। Trinity বা ত্রিত্ববাদ হচ্ছে তিন গডের অস্তিত্ব ঘোষণা। গডের তিন সত্ত্বার অস্তিত্ব এবং একের মধ্যে তিনের সমাহারের স্বীকৃতি দান। কিংবা গডের তিন রূপ পরিগ্রহ করার কল্পবাহিনীর আকীদা ও আমলগত স্বীকৃতি—যা শির্ক ও কুফরীর নিকৃষ্টতম বহির্প্রকাশ। এগুলো হচ্ছে—God the Father, God the Son এবং God the Holy Ghost. ত্রিত্ববাদ শেষাবধি যীশুকেই আল্লাহ্ বলে স্বীকৃতি দেয় (নাউযুবিল্লাহ)। খ্রীস্টানরা বিশ্বাস করে Incarnation-এর মাধ্যমে গড যীশুর শরীর পরিগ্রহ করেছেন। খ্রীস্টানদের কাছে রবিবার অত্যন্ত পবিত্র দিন ধর্মীয় বিবেচনায়। কেননা তারা মনে করে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু ও কবরস্থ হবার পর যীশু তিন দিনের মাথায় resurrection বা পুনরুত্থানের মাধ্যমে জগতে পুনরাবির্ভূত হয়েছিলেন।

ইহুদীদের ধর্মপুস্তক Pentateuch বা পঞ্চ পুস্তক হচ্ছে পাঁচ অংশের। এগুলি হচ্ছে ঃ Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuterronomy. জেনেসিস, এক্সোডাজসহ বিভিন্ন স্থলে ইহুদীদের সাবাত তথা শনিবারের বিশ্রাম ও উপাসনা দিবসের কথা বলা হয়েছে। বাইবেলের সংশোধিত মানসম্পন্ন সংস্করণেও

www.pathagar.com

সাবাতের সংবাদ বিধৃত (দ্রষ্টব্য ঃ RSV—Revised Standard Version of the Bible, Published by W.M. Collins & Sons for the British and Foreign Bible Society, 1952)। New Testament-এও সাবাতের উল্লেখ রয়েছে বিভিন্ন গসপেলে—ম্যাথিউ, মার্ক, লুক, জন-এ (দ্রষ্টব্য ঃ New Testament, New York : American Bible Society, 1966)। নিউ টেস্টামেন্টে ইহুদী সাবাতের ব্যাপারে বক্তব্য ভিন্ন মাত্রা পেলেও ওল্ড টেস্টামেন্ট (Old Testament) সহযোগে যে বাইবেল এবং খ্রীস্টতত্ত্ব, তাতে 'সাবাত' প্রসঙ্গ অনস্বীকার্য। আজও 'সাবাত' কেবল তাই ইহুদীদেরই নয়, খ্রীস্টানদেরও সাপ্তাহিক বিশ্রাম ও উপাসনা দিবসের অন্তঃসলিলা প্রেরণা।

Exodus xxx.14 অনুযায়ী সাবাতের বিধান অগ্রাহ্য করলে ইহুদী ধর্ম মতে শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড।

সাবাতের প্রসঙ্গ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনেও উল্লেখ করেছেন। বনি ইসরাঈলের লোকেরা অর্থাৎ ইহুদীরা সাবাত দিবসের নিষেধাজ্ঞা মানতো না মাছ ধরার ব্যাপারে এবং ধর্মীয় উপাসনার প্রশ্নে। তারা নানারূপ চাতুরির আশ্রয় নিতো। তারা শিরক্ করতো, নানা পাপাচারে লিপ্ত হতো। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে আল্লাহ যে একত্ববাদের ধর্ম দিয়েছিলেন, তারা তা অস্বীকার করতো। হযরত মূসা (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ন্যায় এক আল্লাহ্র তৌহিদীভিত্তিক ধর্ম প্রচার করেছিলেন, একথা তারা (ইহুদীরা) বিশ্বাস করতো না। বনি ইসরাঈল গোত্রের লোকদের পাপাচার ও শিরকের কারণে আল্লাহ্ তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে অনেকগুলি নিয়ামত থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেন, যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অনুসারীদের জন্যে হারাম না হয়ে হালাল ছিল। সাবাতের বিষয়টিও হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদের জন্যে প্রযোজ্য ছিল না। এটি ছিল আহ্লি কিতাব বণি ইসরাঈলী ইহুদীদেরকে পথে আনার জন্যে পরীক্ষা। তাদের হৃদয়ের নিষ্ঠুরতার প্রেক্ষিতে এটি জারি করা হয়েছিল। ইহুদীরা এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে লাঞ্ছিত হয়, অনেকে ধ্বংস হয় (দ্রষ্টব্য ঃ আল কুরআন, সূরা বাকারা ২ ঃ৬৫, ৬৬, ৭৪, ১০৮ আয়াত। সূরা আন্ নিসা ৪ঃ৪৭, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫ আয়াত। সূরা আল আরাফ্ ৭ঃ১৬৩-১৬৪ আয়াত। সূরা আল নাহ্ল ১৬ঃ১২৩, ১২৪)।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনের সূরা আন্ নিসায় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, সাবাত তথা নিষেধাজ্ঞাসমূহসহ বিশ্রাম ও উপাসনা দিবস আহ্লি কিতাবদেরই সংস্কৃতি। এটি মুসলমানদের কোনো বিষয় নয়।

সূরা আন্ নিসায় বলা হয়েছে ঃ

(৪ঃ১৫৩ আয়াত) "ইয়াস্য়ালুকা আহ্লুল কিতাবি আন্ তুনায্যিলা আলাইহিম কিতাবাম্ মিনাস্ সামায়ি ফাক্বাদ্ সায়ালু মূসা আক্বারা মিন্ যালিকা ফাক্বালূ আরিনাল্লাহা জ্বাহরাতান্ ফা আখাযাত্ হুমুস্সোয়াই'ক্বাতু বিজুল্মিহিম সুম্মাতাখাযুল্ ই'জ্বলা মিম বা'দি মাজ্বায়াত্হুমুল বাইয়্যিনাতু ফায়া'ফাওনাআন্ যালিকা অআতাইনা মূসা সুলত্বোয়ানাম মুবীন।"

www.pathagar.com

(৪ঃ১৫৪ আয়াত) "অরাফা'না ফাওক্বাহুমুত্তুরা বিমীইসাক্বিহিম অক্বুল্না লাহুমুদখুলুল বাবা সুজ্জাদাঁও অক্বুলনা লাহুম লাতা'দূ ফিস্সাব্তি অআখায্না মিনহুম মীসাক্বান্ গালীজোয়া।"

(৪ঃ১৫৫) "ফাবিমা নাক্ব দ্বিহিম মীসাক্বাহুম্ অকুফরিহিম বিআইয়াতিল্লাহি অক্বাতলিহিমুল্ আম্বিয়ায়া বিগাইরি হাক্বকিঁও অক্বাওলিহিম্ কুলুবুনা গুলফুন বাল্ ত্বোয়াবাআ'ল্লাহু আলাইহা বিকুফরিহিম ফালা ইয়ু'মিনুনা ইল্লা ক্বালীল।"

অর্থ ঃ

(৪ঃ১৫৩) আপনার নিকট আহ্লি কিতাবরা আবেদন জানায় যে, আপনি তাদের উপর আসমান থেকে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে নিয়ে আসুন। বস্তুত এরা মূসার কাছে এর চেয়েও বড় জিনিস চেয়েছে। বলেছে, একেবারে সামনা সামনিভাবে আমাদের আল্লাহকে দেখিয়ে দাও। অতএব তাদের উপর বজ্রপাত হয়েছে তাদের পাপের দরুন; অতপর তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ-নিদর্শন প্রকাশিত হবার পরেও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল; তাও আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম।

(৪ঃ১৫৪) আর তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেবার উদ্দেশ্যে আমি তাদের উপর তূর পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, অবনত মস্তকে দরজায় ঢোক। আরো বলেছিলাম, সাবাতে (শনিবারে) সীমালংঘন করো না। এভাবে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

(৪ঃ১৫৫) অতএব, তারা যে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছিল তাদেরই অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্যে এবং অন্যায়ভাবে রাসূলগণকে হত্যা করার কারণে এবং তাদের উক্তির দরুন যে, 'আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন'। অবশ্য তা নয়, বরং কুফরীর কারণে স্বয়ং আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন। ফলে এদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই ঈমান এনেছে।

আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু সূরা আল নাহ্ল-এ আরো পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে, সাব্ত মুসলমানদের জন্যে নয়; বরং অবিশ্বাসী মতভেদকারী, কুফরীতে ডুবে থাকা আহ্লি কিতাবের জন্যে। এরা হচ্ছে ইহুদী ও খ্রীস্টান।

(১৬ঃ১২৩ আয়াত) "সুম্মা আওহাইনা ইলাইকা আনিত্তাবি' মিল্লাতা ইব্রাহীমা হানীফা; অমাকানা মিনাল্ মুশরিকীন"।

(১৬ঃ১২৪ আয়াত) "ইন্নামা জুই'লাস্ সাব্তু আ'লাল্লাযী নাখ্তালাফু ফীহ্ অইন্না রাব্বাকা লা ইয়াহ্কুম বাইনাহুম ইয়াওমাল ক্বিয়ামাতি ফীমাকানু ফীহি ইয়াখতালিফূন"।

অর্থ ঃ

(১৬ঃ১২৩) অতপর আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করছি যে, ইব্রাহীমের দ্বীন অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং শিরক্কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

(১৬ঃ১২৪) সাব্ত (শনিবার) পালন যে নির্ধারণ করা হয়েছিল তা তাদেরই জন্যে যারা এতে মতবিরোধ করেছিল। আপনার পালনকর্তা ক্বিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মত বিরোধ করত।

এখানে উল্লেখ্য যে, সাবাত সম্পর্কে উদ্ধৃত সূরা আন্ নিসা এবং সূরা আল নাহ্ল এর আয়াতগুলির প্রধানত অর্থ ও বিশেষত ব্যাখ্যা বিষয়ে যথাক্রমে অনুবাদক ও প্রখ্যাত তাফসীরবিদগণ, যেমন, আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী (The Holy Qur'an), মুহাম্মদ

www.pathagar.com

মারমাডিউক পিকথাল (The Meaning of the Glorious Qur'an), মুফতী মুহাম্মদ শাফী (তাফসীর মাআরিফুল ক্বোরআন), আশরাফ আলী থানভী (তাফসীর-ই-আশরাফী), সাইয়িদ কুতুব শহীদ (তাফসীর ফী জিলালিল ক্বোরআন), মওলানা মওদুদী (তাফহীমুল কুরআন), মোহাম্মদ আব্দুল হাকীম ও মোহাম্মদ আলী হাসান (আল কুরআনুল হাকীম), শাহ সূফী হযরত মাওলানা আবদুদ দাইয়্যান চিশতি (কুরআন শরীফ), আহমদ আলী (Al-Quran), রিচার্ড বেল (A Commentary on the Qur'an, 1st Volume), ফজলুর রহমান মুন্সী (পবিত্র কুরআন শরীফ), মুহাম্মদ আসাদ (The Message of Qur'an)—এরা সবাই একমত পোষণ করেছেন।

বস্তুত ইহুদীদের ক্ষেত্রে শনিবার এবং খ্রীস্টানদের ক্ষেত্রে কখনোও শনিবার এবং মূলত রবিবার সাবাত পালন তথা সাপ্তাহিক ছুটি, বিশ্রাম ও ধর্ম উপাসনা অনুষ্ঠান সংঘটিত হওয়া ইতিহাসের সাক্ষ্য। সাবাতের সঙ্গে একনিষ্ঠ মুসলিম হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এবং তাঁর অনুসারীদের এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত মুসলমানদের কোনোই সম্পর্ক নেই। সাবাত দিবস বিতর্কও আহ্‌লি কিতাব—ইহুদী ও খ্রীস্টানদের মধ্যেই সীমিত, অতীতে এবং আজও। মুসলমানদের জন্যে ইসলাম ধর্ম সাপ্তাহিক ছুটি দিবস ও বিশ্রাম দিবসের বাধ্যবাধকতা রাখেনি। মুসলমানদের জন্যে অনস্বীকার্যভাবে রয়েছে সম্মিলিত সালাতের দিবস ইয়াওমুল জুমুআ'হ বা শুক্রবার। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী কর্তৃক সূরা নাহ্‌লের ১২৪ নাম্বার আয়াতে বর্ণিত সাবাত প্রসঙ্গে প্রদত্ত ২১৫৯ নাম্বার টীকা প্রণিধানযোগ্য। এটি নিম্নরূপ ঃ

"If Abraham's Way was the right way, the Jews were ready with the taunt, 'Why don't you then observe the Sabbath?' The answer is twofold, (1) the Sabbath has nothing to do with Abraham. It was instituted with the Law of Moses because of Israel's hardness of heart (ii 74); for they constantly disputed with their prophet Moses (ii. 108), and there were constantly among them afterwards men who broke the Sabbath (ii 65, and 79). (2) Which was the true Sabbath day? The Jews observe Saturday. The Christians, who include the Old Testament in their inspired Scripture, observe Sunday, and a sect among them (The Seventh Day Adventists) disagree, and observe Saturday. So there is disagreement among the People of the Book. Let them dispute among themselves. Their dispute will not be settled till the Day of Judgment. Meanwhile, Muslims are emancipated from such stringent restrictions. For them there is certainly the Day of United Prayer on Friday, but it is in no sense like the Jewish or the Scotch Sabbath" (A. Yusuf Ali, The Holy Qur'an, Translation and Commentary, Brentwood, Maryland: Published by Amana Corp. Compliments of Al Rajhi Company, 1983 Edition, p. 689).

অর্থ ঃ

www.pathagar.com

যদি আব্রাহামের পথ সঠিক হয়, তাহলে ইহুদীরা বিদ্রূপসহ প্রস্তুত থাকতো, "তোমরা কেন সাবাত পালন কর না?" এর উত্তর দু'টি। (১) আব্রাহামের সঙ্গে সাবাতের কোনো সম্পর্ক ছিল না। মোজেজের বিধানের সঙ্গে এটি ভিত্তি পেয়েছিল বনি ইসরাঈলের হৃদয়ের কঠোরতার কারণে (দুই-৭৪); কেননা তারা তাদের নবী মোজেজের সঙ্গে নিয়ত বিতর্কে লিপ্ত ছিল (দুই-১০৮), এবং তাদের মধ্যে এমন লোকেরা ছিল যারা সর্বদাই সাবাতের বিধান লংঘন করতো (দুই-৬৫, এবং নোট ৭৯)। (২) কোন্‌টি ছিল সত্যিকারের সাবাত দিবস? ইহুদীরা শনিবার পালন করে। খ্রীস্টানদের মধ্যে যারা ওল্ড টেস্টামেন্টকে তাদের প্রাণিত পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করে, তারা রবিবার পালন করে এবং তাদের একটি সম্প্রদায় (সেভেনথ্ ডে এ্যাডভেনটিস্টগণ) ভিন্নমত পোষণ করে এবং তারা শনিবার সাবাত পালন করে। সুতরাং আহ্‌লি কিতাবদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করুক। শেষ বিচারকাল অবধি এই বিবাদ মিটবে না। ইতোমধ্যে মুসলমানগণ এ ধরনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাদের জন্যে অবশ্যই শুক্রবারের সম্মিলিত জামায়াতবদ্ধ সালাতের ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু এটি কোনোভাবেই ইহুদী অথবা স্কচ সাবাতের মতো নয়।

হাকীম-হাসানের অনুসরণে শাহ সূফী হযরত মাওলানা আবদুদ দাইয়্যান চিশতী সূরা নাহ্‌লের ১২৪ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"মহান আল্লাহ পাক অত্র আয়াতে বলে দিচ্ছেন যে, সপ্তবাসরীয় বিশ্রাম দিবস সম্বন্ধে ইয়াহুদীরা সর্বপ্রথম মত বিরোধ সৃষ্টি করেছে। তারা প্রলোভনের বশে উহার বিধি নিষেধের ব্যতিক্রম করে তজ্জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করতেও বাধ্য হয়েছিল। বিশেষতঃ ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানরা পূর্বেই এই বিশ্রাম দিন সম্বন্ধে বিভিন্ন মত অবলম্বন করেছে এবং কেউ শনিবার ও কেউ রবিবারকে বিশ্রাম দিবস রূপে মনোনীত করে নিয়েছে। ফলতঃ বিশ্রাম দিবসের এই পরিবর্তন ও মতভেদের জন্য কে দায়ী, পুনরুত্থান-দিবসে আমিই (আল্লাহ্) তার সুমীমাংসা করে দেব।

"প্রকাশ থাকে যে, ইয়াহুদীরা হযরত রাসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রতি অভিযোগ করে বলত যে, আপনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ধর্মের অনুসরণ করছেন বলে দাবি করেন, অথচ তাঁরই প্রবর্তিত সপ্তবাসরীয় বিশ্রাম-দিবস শনিবারের পরিবর্তে শুক্রবার করতে দ্বিধাবোধ করছেন না। হযরত রাসূলে পাক (সাঃ) হতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন; আল্লাহ্ পাকের রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, আমি পার্থিব জীবনে সকল নবীর পশ্চাদবর্তী হলেও পরলোকে সকলের অগ্রগামী। তাঁরা পূর্বে প্রত্যাদেশ ও গ্রন্থ লাভ করেছেন এবং আমি পরে তা প্রাপ্ত হয়েছি। কিন্তু আল্লাহ্ পাক যে বিশ্রাম-দিবস নির্দেশ করেছিলেন, অবিশ্বাসীরা তাতে মতভেদ সৃষ্টি করায় আল্লাহ্ পাক তা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং তার ফলে শান্তি ও বিশ্রাম লাভে পরলোকের ন্যায় ইহলোকেও আমি অগ্রবর্তী হয়েছি। ইয়াহুদীরা আমাদের একদিন এবং খ্রীস্টানরা আমাদের দুইদিন পশ্চাদবর্তী হয়ে পড়েছে (মা'লম)" (চিশতী, বাংলা ক্বোরআন শরীফ, রুবামা ঃ ১৪ খণ্ড, ঢাকা ও গাইবান্ধা ঃ কথাকলি, জানুয়ারী ১৯৯৪, পৃঃ ২০৪১)।

আগেই বলা হয়েছে, মোহাম্মদ আবদুল হাকীম ও মোহাম্মদ আলী হাসানও তাদের তাফসীরে (আল কুরআনুল হাকীম, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকাঃ ওসমানিয়া বুক ডিপো, পৃঃ ৮৮৯-৯০) একই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

উপরের আলোচনা থেকে এটি খুবই স্পষ্ট যে, সাবাত কোনোক্রমেই মুসলমানদের অনুষ্ঠান নয়। ইসলামে শনিবার বা রবিবার সাবাত পালনের কোনো বিধান নেই। ইহুদী ধর্ম ও খ্রীস্টান ধর্মে সাবাতের সর্বাধিক গুরুত্ব রয়েছে। জেনেসিস, এক্সোডাজসহ পেন্টাটেকে এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্টসহ বাইবেলে সাবাতের বিধানের উল্লেখ রয়েছে। শনিবার ও রবিবার তাই ইহুদী ও খ্রীস্টানরা সাপ্তাহিক ছুটি, বিশ্রাম দিবস ও উপাসনা দিবস হিসেবে পালন করে। এটি তাদের ধর্মীয় বিধান এবং তৎপ্রেরণাজাত। অপরপক্ষে ইসলাম আমাদেরকে সাবাতের রেস্ট্রিকশন দেয়নি। শনিবার বা রবিবার আমাদের জন্যে বিশেষ কোনো দিন নয়। ইসলামে এর ধর্মীয় আলাদা কোনো তাৎপর্য নেই। আল কুরআনে সাবাতকে আহ্‌লি কিতাবদের বিতর্কিত সাপ্তাহিক বিশ্রাম, ছুটি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান দিবস হিসেবে জানানো হয়েছে এবং বলে দেয়া হয়েছে পরিষ্কারভাবে যে মিল্লাত-ই-ইব্রাহীম এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত তথা মুসলমানদের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বরং মুসলমানরা এ থেকে পৃথক থাকবে।

অপরপক্ষে আল কুরআনের সূরা জুমুআ'হ-য় (৬২ নাম্বার সূরা) ইয়াওমুল জুমুআ'হ বা শুক্রবারকে মুসলমানদের সাপ্তাহিক বিশেষ পবিত্র ধর্মীয় দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এদিনে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সালাতুল জুমুআ'হ-এর জন্যে নিদা বা আযানের সঙ্গে সঙ্গে সকল সামাজিক কাজকর্ম ত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ওগুলি সে সময় থেকে নিষিদ্ধ। বলা হয়েছে দুনিয়ার স্বার্থ ও ফিকিরের বিপরীতে উত্তম ও বহুগুণে বেশি রিযক্ আছে আল্লাহ্‌র কাছে। মুমিনদেরকে বলা হয়েছে এ বিষয়টি বুঝতে।

আল কুরআনে শুক্রবারের সম্মিলিত জামায়াত ও মসজিদভিত্তিক ফরয্-ই-আইন সালাতুল জুমুআ'হকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এর মাধ্যমে। নবী করীম (সাঃ) জুমুআ'হ-র দিবসকে মুসলমানদের পবিত্রতম দিন, ঈদের দিন, তাদের স্বাতন্ত্র্যসূচক সম্মিলনের দিবস বলে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। তিনি আরো জানিয়েছেন যে, মুসলমানদের জন্যে আল্লাহ্‌রই বাছাইকৃত দিন শুক্রবার এবং আল্লাহ্‌ই এ দিনের মর্তবার সংবাদ তাঁকে (রাসূল সাঃ) অবগত করেছেন। আর তাঁকে তৌফিক দিয়েছেন উম্মতি মুহাম্মদীর জন্যে এ দিনকে বিশেষ দিন হিসেবে গ্রহণ করতে। তদুপরি, উপরের আলোচনা থেকে এটিও স্পষ্ট যে, ইহুদী ও খ্রীস্টানদের অংশবাদী ধর্মবিশ্বাস (উভয়ের ইউকেরিস্ট অনুষ্ঠান, রাসূলে পাক (সাঃ) কে অস্বীকার করা, একমাত্র Chosen People হওয়া, খ্রীস্টানদের ত্রিত্ববাদ, ইহুদীদের উযাইর আঃ তথা ইজরাকে আল্লাহ্‌র পুত্র এবং খ্রীস্টানদের ঈসা (আঃ) তথা জীজাস্‌কে আল্লাহর পুত্র এবং গড বলে বিশ্বাস করা প্রভৃতি) এবং তাদের কর্তৃক পালিত সাবাত ও এর অনুষ্ঠানাদি, আর তাদের সাপ্তাহিক ছুটির দিন শনিবার বা রবিবার অথবা এ উভয় দিনে সম্পাদিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও আচারের সঙ্গে মুসলমানদের, ইসলামের পার্থক্য—আকীদা, বিশ্বাস, চেতনা, আমল, অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ইত্যাদি সকল দিকে একেবারেই মৌলিক। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ মুসলমান, শতকরা ০.৬ ভাগ খ্রীস্টান এবং শূন্য ভাগ ইহুদী জনসংখ্যাবিশিষ্ট দেশে কেন, কোন্ যুক্তিতে মুসলমানরা নিজেদের ঈমান বিসর্জন দিয়ে, আল্লাহর নির্দেশকে পরিত্যাজ্য করে, কুরআনকে ছেড়ে দিয়ে, নবী করীম (সাঃ)-এর বিধান অগ্রাহ্য করে ইসলামকে

www.pathagar.com

বিনষ্ট করার কাজে মদদ দেবে? কেন তারা ইহুদী ও খ্রীস্টান অংশীবাদীদের ধর্মীয় সাবাত দিবসকে—শনি ও রবিবারকে—নিজেদের জন্যে সাপ্তাহিক ছুটির দিবস করবে? দেখা যাচ্ছে, এ দেশে শতকরা ৯ ভাগ যে হিন্দু জনসংখ্যা তাদের ধর্মীয় বিধানে শনিবার বা রবিবার ছুটি গ্রহণ করতে বাধা নেই। কিন্তু আমাদের মুসলমানদের তো তা আছে। সুতরাং ইহুদীবিহীন, নগণ্যসংখ্যক খ্রীস্টান এবং অতি ক্ষুদ্র হিন্দু জনসংখ্যার বাস্তবতায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত এই মুসলিম দেশে কেন শনিবার বা রবিবার অথবা এ উভয় দিবস সাপ্তাহিক ছুটির বিধান সরকারিভাবে চালু করার প্রশ্ন উঠবে? সারা দুনিয়ায় দেশে দেশে স্ব স্ব ধর্ম-সংস্কৃতি-নির্ভর সাপ্তাহিক ছুটির সর্বসম্মত বিধান থাকা অবস্থায় কেন শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ মুসলমান জনগণ নিজ বাসভূমে, নিজ ধর্মের বিধান ও কালচার তথা পবিত্রতম শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পর, তা আবার বাতিল হয়ে যাবার আশংকায় ভুগবে? গণতন্ত্রে, রাষ্ট্রে, রাজনীতিতে, সংসদে, জাতীয় জীবনে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা মূল্যবান হয়, তাহলে এক্ষেত্রে পৃথক ফল হবে কেন? যদি রাষ্ট্রীয় সংবিধান খুব পবিত্র হয়ে থাকে, তাহলে এর প্রস্তাবনার উপরে সংযোজিত 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম', প্রস্তাবনার দ্বিতীয় প্যারায় "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস"-এর ঘোষণা; এবং ৮(১)(ক) ধারায় "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যকলাপের ভিত্তি"; সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে 'রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি'তে ৮ (১) ধারায় "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস"—এগুলিকে কেন মর্যাদা দেয়া হবে না? সংবিধানের প্রথম ভাগে ২ (ক) ধারায় "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম" (দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৪, পৃঃ ৩, ৫, ৯)—একথা স্বীকৃত হবার পরও কেন বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে তাদের ধর্মীয় পবিত্রতম দিবস শুক্রবারকে বাদ দিয়ে শূন্য সংখ্যক ইহুদী এবং মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি নাসারা বা খ্রীস্টানদের ধর্মীয় সাবাত বা বিশ্রাম ও উপাসনা দিবসদ্বয়কে রাষ্ট্রীয় ছুটি দিবস করার চিন্তা সামনে আসবে? কীভাবে শনিবার ইতোমধ্যে ছুটিতে ঢুকে গেল? কেন নিজেদের ঈমান-আকীদা ছেড়ে সাবাতের শনিবারকে ছুটি দিয়ে কার্যতঃ ইহুদী প্রীতির বহির্প্রকাশ ঘটানো হল? কীভাবে শুক্রবারকে বাদ দিয়ে শনি এবং রবিবারকে ছুটির দিন ঘোষণার পাঁয়তারা চলছে? আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ এবং এমনকি শাসকগোষ্ঠীও কি জানে না যে, ইহুদীরা তাদের ধর্মগ্রন্থ 'পেন্টাটেক' (তাও বিকৃত)-এর পর আর কোনো ধর্মগ্রন্থ নাযিল হওয়া, নবীর আগমনের কথা স্বীকার করে না? খ্রীস্টানরাও তাদের বিকৃত বাইবেলের পর আর কোনো প্রত্যাদেশের কথা যে স্বীকার করে না, তাও কি তারা জানে না? ইহুদী ও খ্রীস্টানরা রাসূল (সাঃ)-কে অস্বীকার করে। কুরআন তাদের কাছে বাতিল বিবেচিত।

এমতাবস্থায় আমরা মুসলমানরা কীভাবে নিজস্ব ধর্মকে পরিত্যাগ করে, কুরআন ছেড়ে, সিরাতুল মুস্তাকীম বিসর্জন দিয়ে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের অন্ধ অনুকরণ করছি? এদেশের মুসলমানরা কি আল্লাহ্‌র ঘোষণা ও নির্দেশ, আল কুরআনের শিক্ষা ও ইঙ্গিত, আল্লাহ্‌ কর্তৃক বাছাইকৃত এবং নবী করীম (সাঃ)-এর প্রেফারেন্স ও পথ নির্দেশনাকে দূরে ঠেলে দিয়ে বিধর্মী অংশীবাদী কুফ্‌রী কালচারের কাছে আত্মসমর্পণ করবে? অবশ্যই না। তাই

www.pathagar.com

শনিবার, রবিবার নয়, বরং শুক্রবারের ও সালাতুল জুমুআ'হ-র কালচারকে প্রতিষ্ঠা করাই হবে আজ বাংলাদেশের তৌহিদী জনতার প্রাথমিক কর্তব্য।
আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর নির্দেশ, আল কুরআনের শিক্ষা এবং রাসূল (সাঃ)-এর আদর্শ পূর্ণভাবে অনুধাবন ও তা যথাযথ বাস্তবায়নের তৌফিক দিন।

আল্লাহ্ হাফিজ।

রচনাকাল ঃ ২১-২৫ সফর ১৪১৮, ১৪-১৮ আষাঢ় ১৪০৪, ২৮ জুন-২ জুলাই ১৯৯৭

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৃষ্টিকর্তার 'বিশ্রাম'?, সাপ্তাহিক ছুটি এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইহুদীদের Pentateuch (গ্রীক শব্দ) বা পঞ্চ পুস্তকের প্রথম আদি পুস্তক (Genesis) যা আবার খ্রীস্টানদের বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Testament)-এ ঠাঁই পেয়েছে, তাতে দেখা যায় ইহুদী ও খ্রীস্টান ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসসমূহের মধ্যে একটি এই যে, সৃষ্টিকর্তা (যিহোভা, ইলোহিম, গড, ঈশ্বর, প্রভু, সদা প্রভু, সদা ঈশ্বর) এই মহাবিশ্ব ও পৃথিবী, আকাশ ও জমিন সপ্তাহের ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত হয়ে 'সাবাত'-এ গেলেন অর্থাৎ বিশ্রাম নিলেন বা ছুটিতে গেলেন। 'সাবাত' বা সৃষ্টিকর্তার এই আদি বিশ্রাম (Hebrew word 'shabbath' from which the Jewish day for rest is derived and hence the Christian expression in English 'sabbath') আদিতে ইহুদীদের পবিত্র বিশ্রাম দিবস বা সাপ্তাহিক ছুটির দিন এবং অতঃপর জুডিও-ক্রীশ্চিয়ানিটির কালে এবং পরে বাইবেলে ওল্ড টেস্টামেন্টের স্বীকৃতির মাধ্যমে এটি খ্রীস্টান ধর্মেরও 'সাবাত' বা বিশ্রাম এবং এর মাধ্যমে সাপ্তাহিক ছুটির প্রেরণায় রূপান্তরিত হয়। এর সঙ্গে খ্রীস্টান ধর্মে যুক্ত হয় যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মৃত্যুর তিন দিনের মাথায় রবিবারে কবর থেকে জীবিত উঠে আসার কাহিনী এবং সেটি সঞ্জাত রবিবারের 'পবিত্রতা'। এভাবে 'সাবাত' ইহুদী ও খ্রীস্টান ঐতিহ্যে দৃঢ় ভিত্তি পায়।

লক্ষণীয় যে, আল কুরআনে দেখা যাচ্ছে, বনি ইসরাঈলের আহলি কিতাবদের (ইহুদী ও খ্রীস্টান) শিরক্, ভ্রষ্টাচার, নবীদেরকে হত্যা, 'বাছুর পূজা', নানাভাবে আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করে গুমরাহীর পথে যাওয়া এবং তাদের হৃদয়ের নিষ্ঠুরতার পরিপ্রেক্ষিতে বারংবার ক্ষমা প্রদর্শনের পরও শুদ্ধ না হওয়ায় কিছু কিছু 'হালাল'কে আল্লাহ্ কর্তৃক তাদের জন্যে 'হারাম' ঘোষণা দান, ইহুদীদেরকে তাদের পাপের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ামত থেকে বঞ্চিতকরণ এবং তাদেরকে সংযত থেকে ধর্ম উপাসনায় কাটানোর নিমিত্তে 'সাবাত' বা শনিবারের কর্ম অবসরের বিধান চালু হয়েছিল। এটি ছিল আহ্লি কিতাবদের জন্যে প্রযোজ্য। এর মধ্যে পড়ে ইহুদী ও খ্রীস্টানরা। কেননা এরা কুফরীতে ডুবে ছিল, আল্লাহ্কে সাক্ষাতে দেখে বিশ্বাস করবে বলে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল, তাদের জন্যে নতুন আসমানী কিতাব আনার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল (দ্রষ্টব্য ঃ আল কুরআন, সূরা বাকারা—২ঃ৬৫, ৬৬, ৭৪, ১০৮ আয়াত। সূরা আন্ নিসা—৪ঃ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫ আয়াত। সূরা আল আরাফ—৭ঃ১৬৩, ১৬৪ আয়াত। সূরা নাহ্ল—১৬ঃ১২৩, ১২৪ আয়াত)।

www.pathagar.com

আল কুরআনে এটি পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সাবাত বা বিশ্রাম ও বিশেষ ধর্মোপাসনার এই বিধান হযরত ইব্রাহীম (আঃ), তাঁর 'মিল্লাতি-ইব্রাহীমী' বা মুসলিম মিল্লাত এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত মুসলমানদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। সূরা আন্ নিসার ১৫৩ নাম্বার আয়াতে প্রদত্ত 'ইয়াস আলুকা' অর্থাৎ তোমাকে প্রশ্ন করে/তোমাকে জিজ্ঞেস করে, 'আহ্লুল্ কিতাবি' অর্থাৎ কিতাবধারীরা—এই তথ্য দ্বারা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন জানিয়েছেন যে, সাবাতের ব্যাপারে কাদেরকে এ্যাড্রেস করা হয়েছে এবং কাদের উপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এরা হচ্ছে আহলি কিতাব—ইহুদী ও খ্রীস্টান। এরপর ১৫৪ নাম্বার আয়াতে 'লাতা'অদূ' অর্থাৎ তোমরা সীমা লংঘন করো না, 'আস্ সাব্তি' অর্থাৎ সাবাতের বা শনিবারের, 'ওয়া আখায্না' অর্থাৎ আর গ্রহণ করেছিলাম, 'মীসাক্বান' অর্থাৎ অঙ্গীকার।

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, সাবাতের বিষয়টি আহলি কিতাব ইহুদী ও খ্রীস্টানদের জন্যে প্রযোজ্য।

এবার আসা যাক আল্লাহ্ কর্তৃক মহাবিশ্ব—আকাশ ও জমিন সৃষ্টির পর 'সাবাত' বা বিশ্রাম নেওয়ার কল্পকাহিনীতে। আল কুরআনে 'ছিত্তাতি ইয়াওম'-এর মাধ্যমে মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টির ছ'টি কালপর্বের শুদ্ধতম তত্ত্ব ও তথ্য রয়েছে। কিন্তু সেখানে কোথাও এমন অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক, ভ্রান্ত ও অগ্রহণযোগ্য তথ্য নেই যে, আল্লাহ্ সপ্তাহের কোন্ কোন্ দিন মহাবিশ্ব ও পৃথিবীর কি কি সৃষ্টি করলেন এবং ছয়দিনে সবকিছু সৃষ্টি করে সপ্তম দিন 'সাবাত'-এ গেলেন অর্থাৎ ক্লান্তি ও পরিশ্রান্তির পরিপ্রেক্ষিতে 'বিশ্রাম' (Rest) নিলেন।

অথচ ইহুদীদের পেন্টাটেকের (তাওরাত-এর অকল্পনীয় বিকৃত রূপ) প্রথম পুস্তক বা জেনেসিস-এ আমরা 'সাবাত'-এর যে উল্লেখ পাচ্ছি, তাতে বুঝা যাচ্ছে, সৃষ্টিকর্তা মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টি করে সপ্তম দিন 'সাবাত' বা বিশ্রামে গিয়ে সাবাতের সূচনা ঘটালেন। এখন সেটি ধর্মীয় সত্য হিসেবে গোড়াতে ইহুদীদের এবং এর পরপর জুডিও-ক্রীশ্চিয়ানিটির প্রভাবে আর বাইবেলের (ইঞ্জিলের অকল্পনীয় বিকৃত রূপ) ওল্ড টেস্টামেন্টের অন্তর্ভুক্ত জেনেসিসের মাধ্যমে খ্রীস্টান ধর্মেও হুবহু ঢুকে গেল। লক্ষণীয়, সাবাত ইহুদী-খ্রীস্টান আহ্লি কিতাবদের উপর আল্লাহ্র প্রদত্ত বিধান থেকে বিকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং আল্লাহ্র উপর প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করার কাহিনী রূপে চেপে বসলো এবং যেহেতু আল্লাহ্ নিজেই সৃষ্টির কাজ করে ক্লান্ত হয়ে 'সাবাত'-এ গেলেন, সেহেতু এই নমুনা সামনে রেখে ইহুদী-খ্রীস্টানরা 'সাবাত'-এ যায়। আহ্লি কিতাবদের উপর দেওয়া 'সাবাত'-এর প্রমাণিত বিধান এখন আল্লাহ্র জন্যেও আদি বাধ্যবাধকতার কারণে ইহুদী-খ্রীস্টান ধর্ম ও সংস্কৃতির মৌল অঙ্গে পরিণত হয়ে বহুদিন যাবৎ সাপ্তাহিক ছুটি পর্ব ও ধর্মোপাসনার অবসরে পরিণত হয়েছে।

RSV বা Revised Standard Version of The Bible (Published, W.M. Collins and Sons, The British and Foreign Bible Society, 1952)-এ প্রদত্ত জেনেসিসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম তিনটি স্তবকে রয়েছে ঃ

"Thus the heavens and the earth were finished and all the host (sic) of them. And on the seventh day God finished his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. So God blessed the seventh day and

www.pathagar.com

hallowed it, because on it God rested from all his work which he had done in creation;
These are the generations of the heavens and the earth when they were created."

বাইবেলের অন্য একটি সংস্করণ থেকে একই বিষয় তুলে ধরছি। বাইবেল বলছে ঃ

"And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made" (the Bible, Genesis, 2:2).

বাইবেলের বাংলা সংস্করণে (পুরাতন নিয়ম, আদি পুস্তক ২-৩) বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে ঃ

"এইরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল। পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃত কার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন। সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন। আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা সেই দিনে ঈশ্বর সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন"।

ঈশ্বরের 'বিশ্রাম' নেবার এই বর্ণনা অনেক বিকৃতি ও কল্পকাহিনী অনুপ্রবেশের পরও কিন্তু 'তাওরাত'-এর তথা পেন্টাটেকের খ্রীস্টপূর্ব দশম অথবা নবম শতকের যিহোভিস্ট সংস্করণ (Yahvist Tradition, Version বা Text) যা পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলির মুখ নিঃসৃত বা টেক্সষ্ট অনুসারী, তাতে নেই। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের সেকেরডোটাল সংস্করণে (Sacerdotal Tradition, Version বা Text) এটি অর্থাৎ ঈশ্বরের 'বিশ্রাম' নেবার বর্ণনা হিসেবে প্রীস্টস্ বা পুরোহিতগণ ঢুকিয়ে দেন (Maurice Bucaille, The Bible The Qur'an And Science, New Delhi: Islamic Book Service, First Edition : 1989. Translated from the French by Alasteur D. Pannell and The Author, pp. 10-15 and 27).

অথচ 'তাওরাত' যে আল্লাহ্ প্রদত্ত গ্রন্থ এবং তা যে হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল, একথা কুরআন শরীফে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত ঃ সূরা বাকারা—২ঃ৫৩ আয়াত, সূরা আল ইমরান—৩ঃ৬৫ আয়াত, সূরা আন্ নিসা—৪ঃ১৬৩ আয়াত, সূরা আল আরাফ—৭ঃ১৪৪-১৪৫ আয়াত,সূরা আম্বিয়া—২১ঃ৪৮ আয়াত, সূরা আস্ সিজদাহ্—৩২ঃ২৩, সূরা আস্ সাফ্ফাত—৩৭ঃ১১৭ আয়াত। এ ছাড়া 'তাওরাত'-প্রাপ্ত হযরত মূসা (আঃ) যে আল্লাহ্র নবী ছিলেন, তিনি যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ন্যায় মুসলমান ছিলেন এবং আল্লাহ্র বাণী প্রচার ও এর পক্ষে সারা জীবন কাজ করে গেছেন, তা আল কুরআনের এত বেশি সংখ্যক সূরায় ততোধিক সংখ্যক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে বিষয়ে বলতে গেলে একটি আলাদা ও পূর্ণাঙ্গ গবেষণা পত্র লিখতে হবে। হযরত মূসা (আঃ)কে 'কালিমুল্লাহ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

তাহলে কীভাবে সেই 'তাওরাত'-এ এই হাস্যকর বিকৃতি ঢুকলো যে, আল্লাহ্ মহাবিশ্ব ও দুনিয়া সৃষ্টি করে, সামাওয়াত ও আরদ্ব সৃজনের পর সপ্তম দিন ক্লান্ত হয়ে 'সাবাত' তথা 'বিশ্রাম'-এ গেলেন? একটু আগেই জানানো হয়েছে, তাওরাতের নামে কল্পকাহিনীপূর্ণ পেন্টাটেক বা পঞ্চপুস্তকের যিহোভিস্ট পাঠেও এটি ছিল না। এটি অনুপ্রবেশ করেছে সেকেরডোটাল পাঠে এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের মাধ্যমে বাইবেলে এসেছে 'জেনেসিস'-এর

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসেবে। মোট কথা, নাযিলকৃত গ্রন্থে জাগতিক হাত সাফাই তথা মানবসৃষ্ট বিকৃতিই এর কারণ। বস্তুত 'তাওরাত' এবং 'ইঞ্জিল' গ্রন্থদ্বয় এমনভাবে, এত ভয়াবহভাবে বিভিন্ন সময়কার পুরোহিত, লেখক, অজ্ঞাতনামা অনুসারী লেখক, সম্পাদকমণ্ডলী, উদ্বুদ্ধ উদ্ধারকারী কর্তৃক 'সংযোজন-বিয়োজন', 'কাট-ছাট', 'পুনরুৎপাদন', 'অনুকরণ', 'ত্রুটিমুক্তকরণ', 'বৈধ চরিত্র বাছাই', 'উৎপাদিত ফসল', 'টাটকা সুসমাচার', 'অথরাইজড ভার্সন', 'শতাব্দীতে উৎপাদিত সর্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ', 'কিং জেমস ভার্সন' বা KJV ইত্যাদি প্রহসনের মাধ্যমে আজকের পৃথিবীতে এসেছে যে, এগুলির ভিতর 'নাযিলকৃত' বিষয়াদি খুঁজে পাওয়া খুবই দুরূহ। পদে পদে ভেজাল। এরপর আবার একে অপরকে দোষারোপও করেছেন 'কাল্ট'-এর মধ্যে ফেলে। খ্রীস্টানদের 'ডিনোমিনেশন' আজকে সহস্রাধিক হয়েছে। 'যিহোভাজ উইটনেসেস', 'সেভেন্থ ডে এ্যাডভেনটিস্ট'সহ বহু সংখ্যক খ্রীস্টান সম্প্রদায়কে অর্থডক্স-রা দোষ দিয়েছেন বিকৃতির। অথচ বিকৃতিগুলিই সবাই মিলে প্রচার করেছেন মোজেজ ও জীজাস্-এর নামে এবং আল্লাহ্র বাণী বলে। এক হিসেবে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে ৪৩টি পুস্তক এবং নিউ টেস্টামেন্টে ১১টি পুস্তক। ওল্ড টেস্টামেন্টে 'তাওরাত'-এর নামে পরবর্তী লেখকদের লিখিত এবং বারংবার অদল-বদলের মাধ্যমে পুনরুৎপাদিত পেন্টাটেক বা পঞ্চপুস্তকের ভিতর জেনেসিস-এ আল্লাহ্র 'সাবাত' বা বিশ্রামের কল্পকাহিনী স্থান পেয়েছে অতি গুরুত্ব সহকারে। ওল্ড টেস্টামেন্টে আরো রয়েছে হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর নাযিলকৃত 'যবুর' (সূরা আন্ নিসা—৪ঃ১৬৩ এবং সূরা বণি ইসরাইল—১৭ঃ৫৫)-এর ভয়াবহ বিকৃতরূপ 'গীত সংহিতা' ("The Book of Poetry and Wisdom")। এ ছাড়া আরো দাবীকৃত নবীদের ১৮টি সহিফা বা ক্ষুদে পুস্তক। এদিকে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে রয়েছে পল, জ্যাকব, যোহন, পিতর, যিহুদার পত্রাবলীসহ ম্যাথিউ, মার্ক, লুক, যোহন লিখিত 'সুসমাচার'। এভাবে পুরনো ও নতুন মিলে মোট ৫৪টি বই। এদিকে আরেক হিসাবে দেখা যায়, রোমান ক্যাথলিকরা ৭৩টি পুস্তক এবং প্রটেস্টান্টরা ৬৬টি পুস্তক বের করেছেন। এগুলির মধ্যে যতই স্ববিরোধিতা, কল্পকাহিনী, খাপছাড়া কথাবার্তা, সন-তারিখ ও বংশ তালিকার হের-ফের, পত্রাবলীর তথ্য পার্থক্য থাকুক না কেন, সবগুলিই নাকি "Common cord" বা 'সার্বিক রশি' দ্বারা পবিত্র 'সুসমাচার বাইবেল'-কেই প্রকাশ করছে এবং এভাবেই 'মানবিক তবু নাযিলকৃত' ধর্মগ্রন্থ ইহুদী ও খ্রীস্ট ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এভাবেই পেন্টাটেকের কল্পকাহিনী, সেইন্ট পলের ১৩টি পত্রের বই, ওল্ড টেস্টামেন্ট, চার হাজার পরস্পর বিরোধী পাণ্ডুলিপি থেকে চার্চের ফাদারগণ কর্তৃক বাছাইকৃত ম্যাথিউ, মার্ক, লুক, যোহন লিখিত মাত্র চারটি 'সুসমাচার' ইহুদী ও খ্রীস্ট ধর্মে 'সাবাত'কে সৃষ্টির পর আল্লাহ্ কর্তৃক ক্লান্তির পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তম দিনে 'বিশ্রাম' গ্রহণের তত্ত্বে রূপান্তরিত করেছে। ইহুদী-খ্রীস্টীয় ধর্ম পুস্তকগুলির বিকৃতি ও সমস্যা সম্পর্কে জানা যাবে ঐ পুস্তকগুলি পাঠ করলে। এ ছাড়া বাইবেলের অনুসারীরাও এগুলি সবকিছু লুকিয়ে রাখতে পারেননি। তারাও বহু অসঙ্গতি, বিকৃতি, জাল, তথ্য ভ্রান্তি তুলে ধরে সমালোচনা করেছেন। দ্রষ্টব্য ঃ Moody Press কর্তৃক প্রকাশিত ডঃ ডব্লিউ গ্রাহাম স্ক্রুগী, "Is the Bible Really the word of God?" এবং "How Lost are the Heathen", খ্রীস্টীয় পণ্ডিত জেরুজালেমের এ্যাংলিকান বিশপ কেনেথ ক্র্যাগ লিখিত

www.pathagar.com

"Call of the Minaret", "New World Translation of the Christian Greek Scriptures", "The Gospels" Translated into Modern English by J.B. Phillips, Collins "RSV—Revised Standard Version of the Bible", ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট বিশেষজ্ঞ পরিষদ কর্তৃক প্যারিস থেকে ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত "The Ecumenical Translation of the Old Testament" প্রভৃতি। তথ্য নির্ভর সমালোচনামূলক মূল্যায়নের জন্যে আরো দেখুন—সাউথ আফ্রিকার আহমদ দীদাতের বই "Is the Bible God's Word?"

গবেষকগণ বিশেষত ইহুদী-খ্রীস্টান গবেষকগণই প্রশ্ন তুলেছেন, প্রমাণ করেছেন এবং সমালোচনা করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত রূপে আর নেই। এগুলির নামে এবং বিভিন্ন নামে চালু থাকা ইহুদী-খ্রীস্টান ধর্ম পুস্তকগুলি মানুষ কর্তৃক, বিভিন্ন লেখক কর্তৃক নানা সময়ে, নানা পরিস্থিতিতে কাহিনীর শ্রুতিলিপি, নতুন করে লিখিত, সংযোজিত, বিয়োজিত, সংশোধিত, সংক্ষিপ্ত, বর্ধিত, সম্পাদিত। মূসা (আঃ) বা মোজেজ লিখিত এবং দাউদ (আঃ) বা ডেভিড লিখিত এবং ঈসা (আঃ) বা জীজাস্ কর্তৃক নির্দেশিত বলেও অস্পষ্টভাবে যা চালানো হতো বহুকাল যাবৎ ইহুদী-খ্রীস্টান জগতে তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জিলের নামে তাও অন্য লোকের দ্বারা অংশ অংশ করে লিখিত বলে আজকের দিনে প্রমাণ হয়ে গেছে। এভাবেই যিহোভিস্ট, ইলোহিস্ট, ডিউটোরনমি এবং সেকেরডোটাল--এই চারটি ধারার তাওরাত রচিত হয়েছে 'পেন্টাটেক'-এর আবরণে। ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্টদ্বয় এভাবে কল্প সাহিত্য গড়েছে অসংখ্য হাতের স্পর্শে। এভাবেই আল্লাহ্ একবার 'যিহোভা', একবার 'ইলোহিম', একবার 'গড' হয়েছেন।

কালস্ট্যাডট ১৬ শতকে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, দ্বিতীয় বিবরণী (৩৪, ৫-১২)তে মোজেজের মৃত্যুর যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তিনি কীভাবে সেটি নিজে রচনা করে গেলেন? ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে ধর্মযাজক রিচার্ড সাইমন তাঁর "Critical History of the Old Testament"-এ ওল্ড টেস্টামেন্টের বিকৃতি ও ভ্রান্তি তুলে ধরে প্রমাণ করেছেন, এটি অন্যদের রচনা। অর্থাৎ নাযিলকৃত 'তাওরাত' বিকৃত হয়ে গেছে। ১৭৫৩ সালে পঞ্চদশ লুই-এর চিকিৎসক জিন অস্ট্রুক "Conjecture on the original writings which it appears Moses used to compose the Book of Genesis" শিরোনামে আলোচনায় নানা অসঙ্গতি ও বিকৃতি দেখিয়ে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে পরবর্তী অনুপ্রবেশ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে গেছেন। ১৭৮০-৮৩ সালে এ্যাইহার্ন নামক আরেকজন লেখকও জেনেসিস-এর লেখক যে ভিন্ন ভিন্ন, তা প্রমাণ করে গেছেন। এ. লর্ডস নামে আরেক জন লেখক ১৯৪১ সালে গবেষণা করে দেখিয়েছেন, তাওরাতের যিহোভিস্ট টেক্সস্ট-এর প্রাথমিক লেখক কমপক্ষে তিনজন, ইলোহিস্ট টেক্সস্ট-এর লেখক চারজন, ডিউটোরনমি টেক্সস্ট-এর লেখক ছয়জন এবং সেকেরডোটাল টেক্সস্ট-এর লেখক নয়জন। এ ছাড়া ১৯৬২ সালে জেরুজালেমের বাইবেল স্কুলের প্রধান ফাদার ডি ভক্স বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের পেন্টাটেকের লেখক হিসেবে আরো আট জনকে চিহ্নিত করেছেন। মাইকেল হার্টও তাঁর "The 100" (Indian Edition, Madras : Meera Publication , 1991) গ্রন্থে স্বীকার করেছেন ওল্ড টেস্টামেন্ট এবং নিউ টেস্টামেন্টের তথ্যগত সমস্যার কথা। ম্যাথিউ, লুকসহ অন্যদের লিখিত গসপেলগুলির পরস্পর বিরোধিতার কথা স্বীকার করেছেন

www.pathagar.com

তিনি। হার্ট আরো বলেছেন, নিউ টেস্টামেন্টের জীজাস্ ছিলেন একজন 'devout Jew' এবং তাঁর সঙ্গে ওল্ড টেস্টামেন্টের হিব্রু নবীদের (অর্থাৎ মোজেজ ও ডেভিডের) খুবই সাযুজ্য ছিল এবং তিনি তাদের দ্বারা 'deeply influenced' হয়েছিলেন (পৃঃ ৪৭-৪৮)। মাইকেল হার্ট আরো মন্তব্য করেছেন যে, Christian theology, however, was shaped principally by the work of St. Paul, Jesus presented a spiritual message; Paul added to that the worship of Christ." (পৃঃ৪৭)।

ইহুদী ও খ্রীস্টানদের এহেন অবস্থা, তাদের ধর্মগ্রন্থসমূহের চরম বিকৃতিসহ উপরের আলোচনা থেকে কিছু মৌল সত্য বেরিয়ে এলো। তা হচ্ছে, সংক্ষেপে, হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত দাউদ (আঃ)-এর মতোই নবী, তাঁদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং তিনিও তাঁদের মতো spiritual message বা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বাণী প্রচার করে গেছেন। কিন্তু মোজেজকে শেষ নবী বানানো, জীজাস্কে আল্লাহ্ বানানো এবং মোজেজের অথবা জীজাসের পর আর কোনো নবী নেই—যথাক্রমে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের এই প্রচারণা স্পষ্টতম ভ্রান্তি। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী। কেননা, কুরআনে পরিষ্কার জানানো হয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলে উম্মী নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কথা লিপিবদ্ধ আছে (সূরা আল আরাফ—৭ঃ১৫৭ আয়াত)। আবার, মূসা (আঃ) মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কথা জানিয়ে গেছেন (সূরা আহক্বাফ—৪৬ঃ১০ আয়াত)। ঈসা(আঃ)ও মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন (সূরা আস্ সফ—৬১ঃ৬) আয়াত)।

এছাড়া এই দুনিয়ায় প্রেরিত সকল নবী-রাসূলই এক আল্লাহ্র বান্দাহ্ ও প্রেরিত পুরুষ হিসেবে তৌহিদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। উল্লেখ্য যে, আদম (আঃ), ইদরিস (আঃ), নূহ (আঃ), হুদ (আঃ), সালিহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), ইসমাইল (আঃ), ইসহাক (আঃ), লুত (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), ইউসুফ (আঃ), শুয়ায়িব (আঃ), আইয়ুব (আঃ), মূসা (আঃ), হারুন (আঃ), দাউদ (আঃ), সুলায়মান (আঃ), ইলিয়াস (আঃ), ইল ইয়াসীন (আঃ), আল-ইয়াসা'আ (আঃ), উযাইর (আঃ), ইউনুস (আঃ), যাকারিয়া (আঃ), ইয়াহিয়া (আঃ), ঈসা (আঃ), মুহাম্মদ (সাঃ)—এঁরা সবাই একই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্র তরফ থেকে তৌহিদী দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্যে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। এঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান। কুরআনে বহু স্থানে বহুভাবে এই কেন্দ্রীয় সত্য স্বীকৃত হয়েছে।

অথচ তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জিলকে বিকৃত করে সত্যিকারভাবে এক আল্লাহ্র নাযিলকৃত বাণী ও শিক্ষা থেকে দূরে থাকায় ইহুদীরা উযাইর (আঃ) বা ইযরাকে আল্লাহর পুত্র (সূরা আত্ তাওবা— ৯ঃ৩০-৩২ আয়াত) এবং খ্রীস্টানরা ঈসা (আঃ) বা জীজাস্/যশোয়া/মেসিয়াহ/মসীহ/ইব্ন মারইয়াম-কে আল্লাহ্র পুত্র (সূরা আত্ তাওবা—৯ঃ৩০-৩২ আয়াত) বানিয়েছে। ইহুদী ও খ্রীস্টানরা নিজেদেরকেও আল্লাহ্র পুত্র বলে দাবি করে (সূরা আল মায়িদাহ—৫ঃ১৮) আয়াত।

আল্লাহ্ বলেছেন, যারা মাসিহ ইব্ন মারইয়ামকে আল্লাহ্ বলে তারা কাফির (সূরা আল মায়িদাহ—৫ঃ১৭ আয়াত)। আল কুরআনে আল্লাহ্ আরো বলেছেন, পূর্বে যারা কাফির ছিল, ওরা তাদের মত কথা বলে (সূরা আত্ তাওবা—৯ঃ৩০-৩২ আয়াত)। এভাবে

www.pathagar.com

ইহুদী ও খ্রীস্টানরা শিরক্-ই-আকবর জলি বা সবচেয়ে বড় ও ঘৃণ্য প্রকাশ্য শিরক্ করছে। অথচ আল্লাহ্ আল কুরআনে বলেছেন, মারইয়াম পুত্র ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্র রাসূল। সুতরাং বিশ্বাসীরা যেন না বলে যে আল্লাহ্ তিন (সংখ্যায়) (সূরা আন নিসা—৪ঃ১৭১-১৭২ আয়াত)। সূরা ইখলাস (১১২ নাম্বার সূরা)-এ আল্লাহ্ বলেছেন ঃ (১) 'বল, তিনিই আল্লাহ্ যিনি এক (অদ্বৈত), (২) তিনি অমুখাপেক্ষী (অভাবমুক্ত), (৩) তিনি জনক নন, জাতকও নন, (৪) এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।'

আল কুরআনে আল্লাহ্ আরো জানিয়েছেন যে, ইব্রাহীম (আঃ), ইসমাইল (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ)—এঁরা কেউ ইহুদী বা খ্রীস্টান ছিলেন না (সূরা বাকারা—২ঃ১৪০-১৪১ আয়াত। সূরা আল ইমরান—৩ঃ৬৭ আয়াত)। ঈসা (আঃ)ও ইহুদী বা খ্রীস্টান ছিলেন না (সূরা আন্ নিসা—৪ঃ১৭১-১৭২ আয়াত। সূরা মারইয়াম—১৯ঃ১৬-৪০ আয়াত। সূরা আল যুখরুফ—৪৩ঃ৫৭-৬৭ আয়াত। সূরা আল হাদীদ—৫৭ঃ২৭ আয়াত)। এরা সবাই, আগেও বলেছি এবং এখনও দেখা গেল একনিষ্ঠ মুসলমান অর্থাৎ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে আত্মসমর্পণকারী ছিলেন। আল কুরআনে আল্লাহ্ আরো বলেছেন যে, ইহুদী ও খ্রীস্টানদের পরস্পর বিরোধী দাবী সম্পর্কে তিনি শেষ বিচারের দিনে ফয়সালা করে দেবেন (সূরা বাকারা—২ঃ১১১-১১৩ আয়াত)। আল্লাহ্ আরো বলেছেন যে, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ বিশ্বাসী, ইহুদী, সাবিয়ী, খ্রীস্টান, মাজুস (অগ্নি উপাসক) ও অংশীবাদীদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। আল্লাহ্ সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন" (সূরা আল হাজ্জ—২২ঃ১৭ আয়াত)।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ইহুদী ও খ্রীস্টানরা কুফরীতে ডুবে গেছে, অংশীবাদী হয়েছে, শিরক্ করেছে। তারা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলি—তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিলকে চরমভাবে বিকৃত করে কল্পিত কাহিনী লিখেছে। তারা ইযরা ও জীজাস্কে বিকৃতভাবে আল্লাহ্র পুত্র, নিজেদেরকে আল্লাহ্র পুত্র, নিজেদেরকে আল্লাহ্র 'একমাত্র পছন্দের দল' (Only chosen people), ত্রিত্ববাদের ঘোষণা, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে অস্বীকার করা ইত্যাদির মাধ্যমে শিরক্ ও গুমরাহীর পথে গেছে। এ জন্যে আল্লাহ্ আল কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন যে, এরা পূর্বেকার কাফিরদের অনুসরণ করছে। এমতাবস্থায় 'তাওরাত'-এ প্রদত্ত 'সাবাত'-এর ব্যাখ্যায় এরা বিকৃতি সাধন করবে পেন্টাটেকে আল্লাহ্র 'বিশ্রাম' কাহিনী ফেঁদে এবং খ্রীস্টানরা ওল্ড টেস্টামেন্টের ভিতর দিয়ে তা গ্রহণ করবে তাদের বাইবেলে, এতো স্বাভাবিক। ইহুদী ও খ্রীস্টানরা বিকৃতির শিকার হয়ে এভাবে 'সাবাত' সম্পর্কিত কুরআনের বক্তব্যকে অস্বীকার করবে, চরম শিরক্ করে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যাচারপূর্বক সৃষ্টির পরিশ্রমজনিত ক্লান্তিতে সপ্তম দিবসে আল্লাহ্ 'সাবাত' (বিশ্রাম)-এ গেলেন বা বিশ্রাম নিলেন, এহেন উদ্ভট কাহিনী ছড়াবে, এটিই তাদের নিয়ত ও বিকৃতির অনিবার্য পরিণতি।

কিন্তু এই চরম ভ্রান্তিই শেষ নয়। প্রশ্ন আরো আছে, সত্য আরো বাকি আছে জানার। আল্লাহ্ আসমান ও জমীন, মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টি করে, কাজ করে, শ্রম দিয়ে ক্লান্ত হয়ে যান এবং 'বিশ্রাম' নেন—একথা বলা মানে তো ঈমান চলে যাওয়া। কেননা, এ কথার মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্র চেতনা ও সত্ত্বাকে না বুঝে মানবিক মাত্রায় আনা হচ্ছে। এভাবে শিরক্ হচ্ছে চূড়ান্ত আকারে। এই বক্তব্য দ্বারা আল্লাহ্কে সসীম, সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন, তাঁরও ক্লান্তি আছে, তাঁরও 'বিশ্রাম' নিতে হয়, তিনি সৃষ্ট জীবের সংকীর্ণ

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্যের অধীন, তিনি মানুষ বা অন্য জীবের ন্যায় শ্রমজনিত ক্লান্তি দূরীকরণার্থে 'বিশ্রাম' নেন ইত্যাদি মিথ্যাচার করা হচ্ছে। অথচ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এসব যাবতীয় সীমাবদ্ধতা এবং মিথ্যাচারের ঊর্ধ্বে। আল কুরআনে প্রদত্ত আসমাউল হুসনা অনুযায়ী আল্লাহ্র প্রাসঙ্গিক নামসমূহ যেমন, ইলাহ, রব, মালিক, মুহাইমিন, আযীয, জব্বার, খালিক, হাকীম, হায়্যু, কাইয়্যুম, আউয়াল, আখির, জাহির, বাতিন, বসীর, খাবীর, কবীর, কাদীর, কাদির, কাহির, আলীম, কারীম, আযীম, লাতীফ, ওয়াকীল, হাফীয, ওয়াহিদ, সামাদ, নূর, মতিন, ওয়াসিউ, মুসি'উন, ওহ্হাব, ফাত্তাহ, মুকতাদীর, মুতা'য়াল, গণী, মাওলা, ওয়াল, আলী, আলা, আবকা, কভী, হক, মুসতায়ান, বদীউস সামাওয়াত ওয়াল আরদ্ব, আহকামুল হাকীমীন, রাফী'উদ দারাজাত, নুহয়ীল মাওতা, খায়রুল ওয়ারিসীন, যুততাওল, ফা'য়্যালুল লিমা ইউ'রিদ, আল্লামুল গুয়ুব, আলীমুল গায়িব ওয়াশ শাহাদা, আলীমুল গায়িবিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব, ফাতিরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব, শাদীদুল মিহাল, যুল ফাযলিল আযীম, যুল আরশ, যুল কুওয়্যা, যুল জালালি ওয়াল ইকরাম— এসব অনির্বচনীয় গুণাবলীসম্পন্ন নামকেই আল্লাহ্র জন্যে 'বিশ্রাম' তত্ত্ব আরোপের মাধ্যমে অস্বীকার করা হচ্ছে। আল্লাহ্র অনুপম আরেকটি নাম আল ওয়াজিদু অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র কর্ম সম্পাদনকারী— এটিকেই অস্বীকার করা হয় যদি তাঁকে কল্পনা ও মিথ্যাচারের মাধ্যমে 'সাবাত' বা 'বিশ্রাম' গ্রহণের সীমায় আনা হয়।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে বহু স্থানে জানিয়েছেন যে, মহাবিশ্ব ও পৃথিবী তো বটেই, অন্য জানা-অজানা এবং সব সময়কার সবকিছু সৃষ্টির ব্যাপারে তিনি ইচ্ছা করা বা 'কুন' নির্দেশ দেওয়া মাত্রই তা হয়ে যায়। এরপর সকল কিছুই সুন্নাতে ইলাহী বা সুন্নাতুল্লাহ্ (শূন্যতা থেকে অস্তিত্বশীল হয়ে, নেতির থেকে ইতির দিকে গতি-গড়ন, গঠন, বিকাশ, বৃদ্ধি, গভীরতম পরিমাপ, প্রাসঙ্গিকতা, তাৎপর্যসহ কল্যাণ হাসিল) অনুযায়ী বিকশিত হয় সময়হীন প্যাটার্ন থেকে, শূন্য সময়ে, সময় সূচনায়, সময় বহমানতায়, কল্পনাতীত সূক্ষ্ম ইয়াওম, মধ্যম ইয়াওম বা বড় ইয়াওমে। 'কুন'-এর বিষয়ে কুরআনের সূরা ইয়াসীন— ৩৬ঃ৮২ আয়াত, সূরা বাকারা—২ঃ১১৭ আয়াত, সুরা আল ইমরান— ৩ঃ৪৭ আয়াত, সুরা আল আনআ'ম— ৬ঃ৭৩ আয়াত, সূরা আল নাহল্— ১৬ঃ৪০ আয়াত, সূরা মারইয়াম— ১৯ঃ৩৫ আয়াত, সূরা আল মুমিন— ৪০ঃ৬৮ আয়াত— এগুলিতে বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া সূরা আল ক্বামার—৫৪ঃ৪৯-৫০ আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন কেবল মানুষকে বুঝানোর জন্যেই যে, "আমার আদেশ তো এক কথায়, চোখের পলকের মতো"।

আধুনিক পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা যেমন এ্যাসট্রোনোমার, থিওরীটিক্যাল ফিজিসিস্ট, এ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট, স্পেস সাইন্টিস্ট, পার্টিকাল ফিজিসিস্ট, কসমোলজিস্ট, কোয়ান্টাম কসমোলজিস্ট, মলিকিউল্যার বায়োলজিস্ট, এক্সো বায়োলজিস্ট, হাই এনার্জি নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টসহ সবাই এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন (বিশেষ করে Robert Wilson এবং Arno Pengias-এর Micro wave background radiation আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে) যে, কল্পনাতীত দ্রুততার মধ্য দিয়ে সময়হীন অবস্থায় শূন্যতা থেকে, শূন্যতার মাঝে (Pagels-এর 'creatio ex nihilio'), সময়ের সূচনা ঘটিয়ে (Hawking, Ferguson on Hawking,

www.pathagar.com

Igor Novikov-এর 'beginning of time') অকল্পনীয় এক মহাসত্তা (Steven Weinberg-এর 'Pure Energy') তাঁর শক্তি প্রয়োগ করে 'বিগ ব্যাং', আলট্রা হট, ইনফিনিটলী ডেন্স 'Primeaval atom'-এর 'এক্সপ্লোজন' এবং এর পরপর 'এক্সপানশন', 'ইনফ্লেশন', 'সুয়েলিং বেলুন'-এর প্রক্রিয়ায় এই সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব (Expanding Universe), সামাওয়াত ও আরদ্ব এবং অজানা সীমাহীন সৃষ্টিকর্ম সমাধা করেছেন। দ্রষ্টব্য ঃ Steven Weinberg, "the first 3 minutes", Heinz R. Pagels, "The Cosmic Code", Stephen W. Hawking, "A Brief History of Time", Kitty Ferguson, "Quest for a Theory of Everything", Igor Novikov, "Black Hole" And The Universe", John Gribbin, "The Expanding Universe", Roger Hall, "The Stars", William J. Kaufmann, "Galaxy and Quasars", Ian Ridpath, "Stars and Planets", John Gribbin, "Cosmic Coincidences", Ian Ridpath, "Messages from the Stars", Carl Sagan, "Cosmos", Freeman Dyson, "Infinite in All Direction", J. Pourrelle, ed', "The Endless Frontier", John Gribbin, "In Search of the Big Bang", Paul Davies, "Super Force", Paul Davies, "Cosmic Blueprint", Abdus Salam, "Ideals and reality", G. Philips, "Restless Universe"-Nigel Henbest and Heather Couper, A. Webster, "The Cosmic Background Radiation", George Gammow, "The Evolution of the Universe", Gammow, "The Creation of the Universe", John Clover Monsma, ed., "The Evidence of God in Expanding Universe" ইত্যাদি।

আল্লাহ্ কর্তৃক মহাবিশ্ব ও পৃথিবী, আসমান ও জমিন একেবারেই শূন্যতার মাঝ থেকে কল্পনাতীত দ্রুত নির্দেশনার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টির ব্যাপারটি অতল রহস্যময় এবং তা মানবিক জ্ঞানের অতীত। তবুও বিজ্ঞান যতটুকু বুঝতে পেরেছে তাতে করে দেখা যায়, এই সৃষ্টির ক্ষেত্রে শূন্য সময়ে (Time zero) 'ছিত্তাতি ইয়াওম' (সূরা আল আরাফ—৭ঃ৫৪ আয়াত, সূরা ইউনুস—১০ঃ৩ আয়াত, সূরা হুদ—১১ঃ৭ আয়াত, সূরা আস সাজদাহ—৩২ঃ৪ আয়াত,সূরা আল হাদীদ—৫৭ঃ৪ আয়াত)-এর প্রথম ইয়াওম (Yaum) বা 1st epoch (যেটি Beginning of Time এবং যার আখ্যা হচ্ছে Planck Time), সেটি ছিল 10^{-43} second। অর্থাৎ এক সেকেন্ড সময়ের দশ কোটি, কোটি, কোটি, কোটি, কোটি, কোটি ভাগের এক ভাগ। অন্য কথায় এটি হচ্ছে, ১ সেকেন্ডকে ১-এর পর ৪৩টি শূন্য যোগ করলে যে অকল্পনীয় দানব সংখ্যা দাঁড়ায় তা দিয়ে ভাগ করলে যে সময় পাওয়া যাবে, সেটির সমান। এটি মহাবিশ্ব সৃষ্টির চার কাল পর্বের হেড্রনিক ইরা এবং ছয় কাল পর্বের প্ল্যাঙ্ক টাইমের মধ্যে পড়ে। (National Geographic, Vol. 161, No. 2, February 1982 এবং Cambridge Atlas of Astronomy দ্রষ্টব্য)। Steven Weinberg-এর "The first 3 minutes" (London : Flamingo, An Imprint of Harper Collins Publishers, 1993, p. 103)-এর 'First Frame'-এর সূচনা আল কুরআনের

www.pathagar.com

'কুন' ধারণাটির নিতান্তই সসীম মাত্রায় কেবল একটি মানবিক ব্যাখ্যাযোগ্য সত্যতা প্রতিষ্ঠা করে। প্রকৃত পরিস্থিতি অর্থাৎ 'কুন'-এর স্বরূপ শুধু আল্লাহ্ জাল্লাহ শানুহু-ই জানেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কল্পনাতীত দ্রুততায় সম্পূর্ণ শূন্যতা (Nothingness) থেকে শক্তি প্রয়োগ করে সময়ের সূচনায় আজকের সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্ব (Expanding Universe বা আরো বড় করে বললে cosmos) সৃষ্টি করেছেন। এটি করতে গিয়ে যে আল্লাহ্ পরিশ্রান্ত হননি এবং সাবাতের নামে বিশ্রাম (rest) নেননি সপ্তম দিবসে ইহুদী-খ্রীস্টানদের কাল্পনিক কাহিনী, বিকৃত বিশ্বাস ও সাপ্তাহিক ছুটির ব্যাখ্যানুযায়ী, তা বলাই বাহুল্য।

আজকের দুনিয়ার কোনো কোনো বিজ্ঞানী 'আল্লাহ্' শব্দ না বললেও তাদের দ্বারা আখ্যায়িত Pure Energy, Transcendental Authority বা Interference, Infinite Energy বা Power, Cosmic Intelligence, Super Consciousness, The Greatest Programmer ইত্যাদি ধারণার ধারক অসীম শক্তিধর সত্তাকে স্থূল সসীম মানবিক জীবনের আওতায় এনে তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে, এমন হাস্যকর কাহিনী চিন্তার মধ্যে আনতেও তারা লজ্জা পাবেন।

যা হোক, বিজ্ঞান ছাড়িয়ে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে আল কুরআনের মাধ্যমে বারংবার জানিয়েছেন যে, এই মহাবিশ্ব ও পৃথিবী, সাত আসমান ও জমিন সৃষ্টি তাঁর জন্যে খুবই সহজ, কেবল 'কুন'-এর বিষয়। এ ছাড়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া, নিদ্রা, ক্লান্তি—এগুলি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি 'বিশ্রাম' তথা সাবাতের ঊর্ধ্বে।

সূরা বাকারা—২ঃ২৫৫ আয়াতে (আয়াতুল কুরসী) আল্লাহ্ বলছেন ঃ

"আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যূম, লা তা'খুযুহু সিনাতুঁউ অলা নাউম; লাহূ মা ফিস্সামাওয়াতি অমা ফিল আরদ্; মান্যাল্লাযী ইয়াশ্ফাউ' ইনদাহূ ইল্লা বিইয্নিহ, ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম অমা খালাফাহুম অলা ইয়ুহীতূনা বিশাইয়িম্ মিন ই'লমিহী ইল্লা বিমা শায়া অসিআ' কুরসি ইয়ুহুস সামাওয়াতি অল আরদ্বোয়া অলা ইয়ায়ূদুহূ হিফজুহুমা অহুয়্যাল আ'লিয়্যুল আ'জীম।"

অর্থ ঃ

আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তাঁকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। সামাওয়াত এবং আরদ্বে (আকাশ তথা মহাবিশ্ব ও পৃথিবীতে) যা কিছু সবকিছু তাঁরই। এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তিনি সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে সবই জানেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতিরেকে তাঁর জ্ঞানের কিছুই কেউ আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর ক্ষমতা সামাওয়াত ও আরদ্ (মহাবিশ্ব ও পৃথিবী) জুড়ে। আর এর সংরক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না। তিনি সর্বোচ্চ, মহামহিম।

সূরা বাকারার—২ঃ২৫৫ নাম্বার আয়াত (আয়াতুল কুরসী)-এর উপরোক্ত অনুবাদের পর এখানে বিশ্বখ্যাত তিনটি মানসম্পন্ন কুরআন-অনুবাদ থেকে এই আয়াতের সংশ্লিষ্ট দু'টি ক্ষুদ্রে অংশের ইংরেজি রূপ তুলে ধরছি।

আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী এই আয়াতের প্রাসঙ্গিক অংশদ্বয়ের অনুবাদ দিয়েছেন এভাবে ঃ

(১) No Slumber can seize Him Nor Sleep.

(২) He feeleth No Fatigue in guarding And preserving Them.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এবং বিশ্রামেরও প্রয়োজন নেই। তিনি 'সাবাত'-এর আবশ্যকতার উর্ধ্বে। তাহলে কীভাবে ইহুদী ও খ্রীস্টানরা বলছে যে, আদিতে মহাবিশ্ব তথা আকাশমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এর মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে আল্লাহ্ 'বিশ্রাম' (rest) নিলেন, নিজে 'সাবাত' পালন করে এর উদ্বোধন করলেন? এখান থেকে নাকি ইহুদী-খ্রীস্টান ধর্মানুসারীরা 'সাবাত' পালনের প্রেরণা পেয়েছে এবং শনিবার ও রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন চালু করেছে!! এই ভয়াবহ মিথ্যাচার তারা কীভাবে করছে? স্পষ্টত তাওরাত, যবুর ও ইঞ্জিলকে বিকৃতির মাধ্যমে নষ্ট করে পেন্টাটেক, তালমুদ আর বুক অফ পোয়েট্রি তথা ওল্ড টেস্টামেন্ট বানিয়ে এবং ইঞ্জিলকে নিউ টেস্টামেন্ট বানিয়ে নশ্বর মানুষের মর্জিমাফিক লেখানো এবং হাজারো অদল-বদলের মাধ্যমে তারা নিজেরা কুফরীতে ডুবে গেছে।

এখন প্রশ্ন হল, আমরা বাংলাদেশী মুসলমানরা এবং বিশ্বের দেশে দেশে মুসলমানরা কি সরকারীভাবে সাপ্তাহিক ছুটির দিন নির্ধারণের ক্ষেত্রে বা বহাল রাখার ব্যাপারে ইহুদী-খ্রীস্টানদের উল্লিখিত বিকৃতি দ্বারা, শিরক্ ও চরম ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়ে গুমরাহী, মুনাফিকী ও কুফরীর দিকে যাবো? নিকৃষ্টতম বিদা'আত ও কুফরীর জন্ম দেবো? আমরা কি বিশ্বাস করবো যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মহাবিশ্ব ও পৃথিবী সৃষ্টি করে সপ্তম দিনে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিয়েছেন? অথচ এই বিকৃতি ও মিথ্যাচার থেকেই 'সাবাত' তথা সাপ্তাহিক ছুটি শনিবার, রবিবারের শুরু। সুতরাং সাবাতভিত্তিক শনিবার, রবিবার ছুটির এই নষ্টামী গ্রহণের মাধ্যমে আমরা কি ঈমানহীনতার পথে পা বাড়াবো? আমরা কি তাওয়াক্কুল ও পরহিজগারীর পথ থেকে সরে দাঁড়াবো? আমরা কি মুমিন থাকবো না? আমরা কি নিজেদের মুসলমানত্ব সমূলে বিনষ্ট করবো? আমরা কি আল্লাহ্র বর্ণনা, বাণী, ঘোষণা, রায়কে অস্বীকার করবো? আমরা কি আল কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরে যাবো?

এ সকল প্রশ্নের জবাব অতি অবশ্যই এবং অবশ্যম্ভাবীভাবে 'না' বাচক হতে হবে। আর সেটি হলে সাপ্তাহিক ছুটির বিধান চালু থাকা আজকের সভ্যতায় আমরা শাখামৃগের মতো ইহুদী-খ্রীস্টানদের 'সাবাত' তত্ত্বানুযায়ী শনিবার, রবিবারকে ছুটি হিসেবে মেনে নিতে পারি না। এ দেশে আমরা বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাজত্বের হুকুমকে, আমাদের ধর্ম-সংস্কৃতি বিনষ্টকারী নাসারা কূটকৌশলকে বগলে বাইবেল নিয়ে ত্রিত্ববাদের প্রচারক খ্রীস্টান পাদ্রিদের 'সাবাত' এবং ক্রুশিফাইড জীজাসের 'রিজারেকশন'-এর কল্পকাহিনীর ধর্মীয় অভিব্যক্তিস্বরূপ রবিবারের ছুটিকে দীর্ঘকালের ভ্রান্তি বিলাস কাটিয়ে একবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার কারো অজ্ঞতা বা স্বেচ্ছাচারের কারণে মেনে নিতে পারি না। আর কুফর ও অংশীবাদে ডুবে যাওয়ার নিমিত্তে ইহুদীদের 'সাবাত' তথা শনিবারের ছুটি আমাদের জন্যে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের, মুসলমানদের ঈমান বিনাশের নিকৃষ্টতম হাতিয়ার এটি।

আমরা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও গযবের মধ্যে পড়তে চাই না। আমরা চাই না কুরআন কর্তৃক ঘোষিত ঘৃণ্যতম গুনাহ 'জুলম-ই-আজীম' তথা শিরক করতে। আমরা চাই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে আমাদের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। আমরা চাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, তাঁর রিজামন্দি। আমরা চাই কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে জীবন-যাপনের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ক্ষেত্রে— ব্যক্তি জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে,

www.pathagar.com

পরিবারে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের প্রতি স্তরে। আমরা চাই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দেখানো আদর্শে চলতে। আর এসব চাইলে, বাস্তবায়ন করতে হলে কুফরপূর্ণ 'সাবাত'-নির্ভর শনিবার-রবিবার নয়। শিরক্-এ নিমজ্জিত ইহুদী-খ্রীস্টান সাপ্তাহিক ছুটির দিনদ্বয় নয়। বরং মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যসূচক, ইসলামের আদর্শভিত্তিক ইয়াওমুল জুমুআ'হ বা শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটিই আমাদের জন্যে একমাত্র গ্রহণযোগ্য পন্থা। যিনি শনিবার, রবিবারের পক্ষে, তিনি বুঝে বা না বুঝে ইহুদী-খ্রীস্টান কুফরী এবং হিযবুশ শায়তান (সূরা মুজাদালা—৫৮ঃ১৯ আয়াত)-এর পক্ষে। আর যিনি শুক্রবারের পক্ষে, তিনি ইসলামের, সত্যের ও হিযবুল্লাহ্র (সূরা আল মায়িদাহ—৫ঃ৫৬ আয়াত এবং সূরা মুজাদালা— ৫৮ঃ২২ আয়াত) পক্ষে। এখানে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। পিস মিল বা ইন বিটুইন সমাধান নেই। দু'দিকে তাল দেওয়ার কোনো সুবিধাবাদী অবস্থান গ্রহণের সুযোগ নেই। হয় ওদিকে অর্থাৎ হিযবুশ শায়তানের দিকে; না হয় এদিকে অর্থাৎ হিযবুল্লাহ্র দিকে। আমরা মুসলমানরা অবশ্যই আল্লাহ্র পক্ষে, হিযবুল্লাহতেই আমাদের অবস্থান। তাই নেহায়েৎ প্রয়োজনে বৃহস্পতিবার অর্ধ দিবসের সাথে শুক্রবারই আমাদের ছুটি থাকবে এবং শনিবারকে বাতিল করতে হবে, আর রবিবার গ্রহণ করা যাবে না।

আল্লাহ্ হাফিজ।

রচনাকাল ঃ ২১-২৫ সফর ১৪১৮, ১৪-১৮ আষাঢ় ১৪০৪, ২৮ জুন-২ জুলাই ১৯৯৭

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

শুক্রবার, সাপ্তাহিক ছুটি এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সপ্তাহের সবদিনই আল্লাহ্‌র দিন এবং যে কোনো দিন যে কোনো কাজে বাধা নেই। আল্লাহ্‌কেও প্রতিদিন এবং প্রতি মুহূর্তেই ডাকা যায়, তাঁর উপাসনা করা চলে। ইসলাম মুসলমানদের জন্যে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয্ করে দিয়েছে। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে কালিমার পরই সালাতের অবস্থান। কালিমা, সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্জ— এই পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সালাত প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয্ হলেও, সেটি জামায়াতে পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং কারো কারো মতে ওয়াযিব। কিন্তু ইয়াওমুল জুমুআ'হ (Yaum al-Jumuah) বা শুক্রবারে জুমুআ'হ-র সালাত ফরয্-ই-আইন। এটি একাকী কিংবা বাসায় জামায়াত করেও পড়া যাবে না। এটি পড়তে হবে জাম-ই-মস্‌জিদে। নিতান্ত বাধ্য হলে খোলা মাঠে বা এমন কোনো স্থানে পড়া যাবে।

আল কুরআন এবং পিয়ারা নবী ও রাসূল 'রাহমাতাল্লিল আলামীন' হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নাহ ও হাদীস অনুযায়ী ইহুদী-খ্রীস্টানদের কুফর ও শিরক্-নির্ভর শনিবার বা রবিবার নয়, বরং আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর পছন্দের ইয়াওমুল জুমুআ'হ বা শুক্রবারই ইসলাম ও মুসলমানদের নির্ধারিত স্বাতন্ত্র্যসূচক সাপ্তাহিক দিবস। কেননা এ দিনে মধ্য বেলায় যুহরের সালাতের পরিবর্তে জুমুআ'হ-র সালাতকে ফরয্-ই-আইন করা হয়েছে মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সম্মিলন এবং সাপ্তাহিক ঈদ ও দরিদ্রদের হাজ্জ্ব হিসেবে। ইয়াওমুল জুমুআ'হ-র সালাত ইসলামের ধর্মীয় বিধানের অবশ্যমান্যতা ও কার্যকারিতার সুস্পষ্ট নমুনা; মুসলমানগণের আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট আত্মসমর্পণের স্বাক্ষরবাহী প্রতি সপ্তাহের নিয়মিত প্রকাশ্য demonstration বা মহড়া। এটি ইসলামের তৌহিদ, সৌন্দর্য, শৃংখলা, সামাজিকতা, সততা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সাংগঠনিক দৃঢ়তা ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-চেতনার প্রামাণ্য বিজয়ের অনুকূলে উইকলী রেফারেন্ডাম।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রণাধীন 'কসমস' (Cosmos)-এ, তাঁর সৃষ্ট মহাবিশ্বের —সামাওয়াত ও আর্‌দ্বের— জানা-অজানা পরিসরে, ঘটনা দিগন্ত (event horizon) এর ওপারে, স্পেস-টাইম কন্টিনিউয়াম-এর প্রক্রিয়ায় ও বাইরে সর্বত্র প্রতি মুহূর্তে ও মুহূর্তাতীত রহস্যের অতলান্তে তাঁর কুদরত, আযমত, জালালিয়াত, রাবুবিয়াত, অহ্‌দানিয়াত, জাব্বারিয়াত, রহমত, মালিকিয়াত, গুফরানিয়াত— এসবের কার্যকর স্ফূরণ হচ্ছে, প্রকাশ ঘটছে। মহাবিশ্বের ও পৃথিবীর দশ দিকে— আল

www.pathagar.com

মাশরিকু, আল মাগরিবু, আল সিমালু, আজ জুনুবু, আল ইয়ামিনু, আল ইয়াসারু, আল ফাউকুন, আত তাহ্তুন, কুদ্দামু বা আমামু এবং খালফু— সর্বত্র আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণের সাক্ষ্য রয়েছে, তাঁর প্রতি তাস্বিহর গুঞ্জরণ হচ্ছে। ইয়াওমুল জুমুআ'হ-তে পৃথিবীর দিকে দিকে, দেশে দেশে, সব অঞ্চলে, নগরে, জনপদে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত 'হিযবুল্লাহ্' (সূরা আল মায়িদাহ—৫ঃ৫৬ আয়াত, সূরা আল মুজ্বা-দালাহ— ৫৮ঃ১৯ আয়াত)-এর কোটি কোটি মানব সৈনিকরা 'হিযবুশ শায়তান' (সূরা আল মুজ্বা-দালাহ—৫৮ঃ১৯ আয়াত) কে অস্বীকার করে, এর মিথ্যা দম্ভ গুঁড়িয়ে দিয়ে মস্জিদ থেকে মুয়ায্যিন 'নিদা' বা আহ্বান জানানো মাত্রই অর্থাৎ আল্লাহু আকবর বলে আযান দেওয়া মাত্রই সব-কাজ কারবার পিছনে ফেলে তথায় ছুটে যায়। এটি তারা করে আল্ কুরআনে প্রদত্ত আল্লাহ্র এই হুকুমে ঃ

"ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানু ইযা নূদিয়া লিস্সালাতি মিঁ ইয়াওমিল জুমুআ'তি ফাস্আ'ও ইলা যিক্রিল্লাহি অযারুল বাই'....." (সূরা আল জুমুআ'হ—৬২ঃ৯ আয়াতাংশ)।

এ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে ঃ হে মুমিনগণ, জুমুআ'হ-র দিনে সালাতের জন্যে ডাকা হলে আল্লাহ্র যিক্র-এ যাও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর।

আল কুরআনে আল্লাহ্ আরো ঘোষণা দিয়েছেন ঃ

(১) "ওয়া আক্বিমিস্ সালাতা লিযিক্রী" (সূরা ত্বোয়াহা—২০ঃ১৪ আয়াতের শেষাংশ।

অর্থ ঃ আর আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর।

(২) "ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আক্বার" (সূরা আন্ ক্বাবুত—২৯ঃ৪৫ আয়াতের তৃতীয়াংশ)।

অর্থ ঃ আর আল্লাহ্র যিক্র সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস।

এছাড়া হাদীস শরীফে রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ

"আস্সালাতু মি'রাজুল মুমিনিন"।

অর্থ ঃ সালাত মুমিনদের জন্যে মিরাজস্বরূপ।

ইয়াওমুল জুমুআ'হ বা শুক্রবারে তাই সারা দুনিয়ার মুসলমানরা ফরয্-ই-আইন হিসেবে জুমুআ'হ-র জামায়াত ও সালাতকে গ্রহণ করে। তারা সকল জাগতিক কাজ ছেড়ে দিয়ে মস্জিদে মস্জিদে সমবেত হয়ে সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করে এবং রাসূল করীম (সাঃ)-এর হাদীস মান্য করে। তারা জুমুআ'হ-র খুতবা শুনে ও সালাত আদায়ের মাধ্যমে এ কাজ করে। যিক্র, সালাত ও মিরাজ এখানে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। মুসলমানদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও দু'আ থাকে আল্লাহ্র কাছে ঃ "ইহদিনাস্ সিরাত্বোয়াল মুস্তাক্বীম" (সূরা আল ফাতিহা— ১ঃ৫ আয়াত)।

আলোচনার এ পর্যায়ে সূরা আল-জুমুআ'হ-র একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ দিতে চাই। এটি আল কুরআনের ৬২ নাম্বার সূরা এবং ২৮ পারা 'ক্বাদ্ সামিয়াল্লাহু'-এর অন্তর্গত। এটি মদীনায় অবতীর্ণ হয়। এতে ২ রুকু এবং ১১ আয়াত আছে। এই সূরার নামকরণ হয়েছে ইয়াওমুল জুমুআ'হ-য় ফরয্-ই-আইন হিসেবে প্রদত্ত মুসলমানদের মহা সম্মিলনের জন্যে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত জুমুআ'হ-র সালাতের প্রদত্ত বিধানের সুগভীর বিবেচনাকে গুরুত্ব দিয়ে। এই সূরার প্রথম ৮ আয়াতে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের

www.pathagar.com

অশেষ মহিমা ও চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব বর্ণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে উম্মী আরবদের মধ্যে নাযিলকৃত কিতাব তথা কুরআন সহ একজন রাসূল অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব ঘটানো; তাঁর কর্তৃক মহা দয়ালু আল্লাহ্‌র বাণী উম্মীদের মধ্যে প্রচার, অন্যদের মধ্যে প্রচার এবং অনাগতদের জন্যে প্রচার; 'তাওরাত'কে বিকৃতিকারী গর্দভদের বর্ণনা; ইঞ্জিলকে অস্বীকারকারীদের প্রতি ইঙ্গিত; তাওরাত ও ইঞ্জিল বিকৃতকারী আহ্‌লি কিতাবদের প্রতি ইঙ্গিত; যারা বিভ্রান্ত হয়ে ইহুদী হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে বক্তব্য রয়েছে এ আয়াতগুলিতে। বিভ্রান্ত হয়ে ইহুদী হওয়া প্রসঙ্গটি থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বণি ইসরাঈলের একাংশ পরবর্তীতে বিকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ইহুদী হয়ে গেলেও হযরত মূসা (আঃ) ইহুদী ছিলেন না। তাঁর প্রচারিত ধর্ম ছিল তৌহিদ। তিনি অন্য নবীর মতো দ্বীন ইসলামকে, আল্লাহ্‌র একত্বের বাণীকে মুসলমান হিসেবেই বহন করেছেন। ইহুদী ধর্ম পরবর্তীকালে ইয়াকুব (আঃ)-এর চতুর্থ পুত্র ইয়াহুদার নামানুসারে বণি ইসরাঈলের বিভ্রান্ত একটি অংশের সমন্বয়ে চালু হয়। এরা বণি ইসরাঈলের তৌহিদী গোত্রকে ধ্বংস করে নিজেদের কুফরী চালু রাখে। ইহুদীরা নিজেদের দাবীকৃত আল্লাহ্‌র গ্রন্থপ্রাপ্ত একমাত্র দল, আল্লাহ্‌র বাছাই করা দল, ক্ষমা ও জান্নাতপ্রাপ্তদের একমাত্র দল, অন্য নবী, কিতাব এবং হযরত রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-কে অস্বীকার করা ইত্যাদি এবং এসবের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌ কর্তৃক তাদের মিথ্যাচারের মুখোস উন্মোচন, তাদেরকে মৃত্যু কামনা করার চ্যালেঞ্জ দান এবং শেষ বিচারের দিনে সত্য-মিথ্যার মীমাংসা করে দেওয়ার বিষয়াদি চুম্বকে চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে (দ্রষ্টব্য ঃ তাফসীরসমূহ Abdullah Yusuf Ali, Muhammad Asad, মুফতী মুহাম্মদ শাফী, মওলানা মওদুদী, হাকিম-হাসান)।

'সাবাত' এবং এর কাহিনী সম্পর্কিত ইহুদী-খ্রীস্টানদের মিথ্যাচার, বাড়াবাড়ি এবং আল্লাহ্‌র উপর 'বিশ্রাম'-এর সীমাবদ্ধতা আরোপ— শিরক্‌ ও কুফরে নিমজ্জিত এসব গলদের বিপরীতে ইয়াওমুল জুমুআ'হ-তে মুসলমানদের জন্যে সাপ্তাহিক সম্মিলন-সমাবেশ মাধ্যমে, জামায়াতবদ্ধ হয়ে ফরয্‌ হিসেবে সালাতুল জুমুআ'হ আদায়ের নির্দেশ দানের মাধ্যমে এই সূরার (অর্থাৎ সূরা জুমুআ'হ) ৯,১০,১১ আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্‌ কর্তৃক বাছাইকৃত সিরাতুল মুস্তাকীম তথা দ্বীন ইসলামের অনুসরণকারী হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতদের এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিনের ধর্মীয়, উম্মাগত, সাংস্কৃতিক-তামদ্দুনিক সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম ও কুফরের মধ্যে আকিদা ও আমলগত চূড়ান্ত বৈপরিত্যের অন্যতম প্রতীকী নির্দেশনা হচ্ছে ইয়াওমুল জুমুআ'হকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের জন্যে বিশেষ যৌথ সামাজিক সম্মিলনভিত্তিক ফরয্‌ সালাতুল জুমুআ'হ ও উপাসনার পবিত্রতম দিন হিসেবে গ্রহণ করা। মুসলমানদের সঙ্গে কাফিরদের, শিরক্‌কারী ইহুদী ও খ্রীস্টানদের পার্থক্যের পরিচায়ক হচ্ছে ইয়াওমুল জুমুআ'হ বা শুক্রবার। সাবাতভিত্তিক শনি ও রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি, বিশ্রাম, উপাসনা এবং আল্লাহ্‌র উপর 'বিশ্রাম' এর সীমাবদ্ধতা আরোপের মিথ্যাচার, চরম শিরকী অন্যায় ও অগ্রহণযোগ্যতাকে স্পষ্ট করে ইয়াওমুল জুমুআ'হকে দ্বীন ইসলামের অনুসারী মুসলমানদের জন্যে তাদের তৌহিদী ঈমানের পরিচয়বাহী করে দেওয়া হয়েছে। শিরক্‌-কুফরের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্যকারী তৌহিদী ঈমানের কোনো সমন্বয়, সমঝোতা

www.pathagar.com

চলতে পারে না। তাই সাবাতভিত্তিক বা জীজাসের রিজারেকশন কাহিনী-নির্ভর (হযরত ঈসা আঃ সম্পর্কিত যাবতীয় সত্য কাহিনী কুরআনে প্রমাণসহ দেওয়া হয়েছে) শনিবার-রবিবারের ছুটির সঙ্গে ইয়াওমুল জুমুআ'হ-র ধর্মীয়, তামদ্দুনিক ও জীবনবোধভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য নিছক সামাজিক স্বার্থসঞ্জাত কোনো সাময়িক ও তুচ্ছ লাভালাভের বিবেচনাযুক্ত পরিস্থিতিতে, বাণিজ্যিক মুনাফার দাবীকে স্বীকৃতি দিয়ে কোনো আপোসে যেতে পারে না।

আর দ্বীন ইসলামের, মুসলমানদের তামদ্দুনিক স্বাতন্ত্র্যের এই নিরাপোস অবস্থানের দিকে ইঙ্গিত করেই আল কুরআনের ৬২ নাম্বার সূরা আল জুমুআ'হ-র ৯ থেকে ১১ নাম্বার আয়াত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে।

আয়াত ঃ ৯— "ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ ইযা নূ-দিয়া লিস্‌সলাতি মিঁ ইয়াওমিল্ জুমুআ'তি ফাস্‌আ'ও ইলা যিক্‌রিল্লাহি অ যারুল বাই'; যালিকুম্ খাইরুল্লাহকুম ইন কুন্‌তুম্ তা'লামূ-ন"।

অর্থ ঃ হে সেই লোকেরা যারা ঈমান এনেছো (অর্থাৎ মুমিনগণ), জুমুআ'হ-র দিনে সালাতের জন্যে ডাকলে (আরবী 'নিদা', ফারসী 'আযান' ইংরেজি, Clarion call to prayer in congregation) তোমরা আল্লাহ্‌র যিক্‌র (স্মরণ)-এর দিকে ত্বরা কর এবং কেনা-বেচা (ব্যবসা-বাণিজ্য, কায়-কারবার, সামাজিক ব্যস্ততা, অন্যান্য কাজ ও স্বার্থ) বন্ধ কর (ত্যাগ কর)। এটি তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা বুঝ।

আয়াত ঃ ১০— "ফাইযা কুদ্বিয়াতিস্ সলা-তু ফান্‌তাশিরু ফিল্ আরদ্বি অব্‌তাগূ মিন্ ফাদ্বলিল্লাহি অয্‌কুরুল্লা-হা কাসী-রাল্ লাআ'ল্লাকুম্ তুফ্‌লিহূ-ন্"।

অর্থ ঃ অতঃপর সালাত শেষ হলে তোমরা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান কর এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

আয়াত ঃ ১১— "অ ইয়া রায়াও তিজ্বা-রাতান্ আও লাহওয়া-নিন্ ফাদ্বদূ ইলাইহা অতারাকূ-কা ক্বা-য়িমা; কুল্ মা-ই'ন্‌দাল্লাহি খাইরুম্ মিনাল্লাহ্‌ওয়ি ওয়মিনাত্তিজ্বা-রাহ; অল্লাহু খাইরুর রাযিক্বীন্"।

অর্থ ঃ তারা যখন কোনো ব্যবসায়ের সুযোগ (স্বার্থ সংযোগ) অথবা ক্রীড়াকৌতূক (জাগতিক প্রণোদনা ও আনন্দ) দেখে, তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায় (আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়ে)। বলুন, আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে তা তামাশা ও ব্যবসায়ের চেয়ে উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্‌ই সর্বোত্তম রিয্‌কদাতা (জীবিকাদাতা)।

উপরে উদ্ধৃত ৩টি আয়াতের ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, ৯ নাম্বার আয়াতে নিম্নরূপ সত্য প্রকাশিত হয়েছে।

(ক) সুনির্দিষ্টভাবে যারা ঈমান এনেছে অর্থাৎ বিশ্বাসী, মুমিন, মুসলমান— তাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে।

(খ) এই নিদা বা আযানকে হালকাভাবে না দেখে খুবই গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। লক্ষণীয়, আহ্‌লি কিতাবদের মধ্যে, ইহুদী ও খ্রীস্টানদের মধ্যে বিরাটাংশ যারা মুসলমানদের ধর্ম দ্বীন ইসলামকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্য কাফিরদের আল্লাহ্ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করছেন। আল্লাহ্ ঈমানদার হতে হলে তাঁকেই ভয় করতে বলেছেন। কেননা, "আর যখন তোমরা সালাতের জন্যে

www.pathagar.com

আহ্বান কর (আযান দাও), তখন তারা একে উপহাস করে ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ" (সূরা আল মায়িদাহ— আয়াত ৫ঃ৫৭-এর ব্যাখ্যা এবং ৫ঃ৫৮-এর উদ্ধৃতি)। এ থেকে মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ) ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, কাফির এবং ঈমান বিচ্যুত আহ্‌লি কিতাবের অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রীস্টানদের অধিকাংশ পার্থিব জীবনের বাহ্যিক বিষয়গুলি খুব বোঝে, কিন্তু পরিণাম ও পরকাল সম্পর্কে তারা উদাসীন (দ্রষ্টব্য ঃ শাফি, তাফসীর মাআরিফুল কুরআন— পবিত্র ক্বোরআনুল করীম, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, মওলানা মুহীউদ্দিন খান অনূদিত, খাদিমুল হারমাইনিশ-শারীফাইন সৌদি শাসক ফাহদ ইবনে আবদুল আজীজের পক্ষ থেকে প্রকাশিত, পৃঃ ৩৪০-৪১)।

এ থেকে দেখা যায়, প্রতিদিন 'সালাত' এর জন্যে মস্‌জিদ থেকে মুয়ায্‌যিন কর্তৃক প্রদত্ত 'নিদা' বা আযানকে ইয়াওমুল জুমুআ'হ-য় বা শুক্রবারে যুহরের পরিবর্তে জামায়াতবদ্ধভাবে আদায়ের জন্যে এবং বিশেষ করে ফরয্-ই-আইন জুমুআ'হ সালাতের জন্যে প্রদত্ত 'আযান' শোনামাত্রই সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে একে গ্রহণ করতে হবে।

(গ) 'আযান' শোনামাত্র জুমুআ'হ-র সালাত আদায় করার জন্যে আল্লাহ্‌র যিক্‌র-এর দিকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে। এখানে সালাত ছাড়াও যিক্‌র-এর মধ্যে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ান্ত স্বীকৃতি ও তাক্‌ওয়ার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া, দৃঢ়তর থাকা, সে মতে মসজিদে গমনসহ খুতবা শ্রবণ ও সালাতকে বুঝানো হয়েছে।

(ঘ) ইয়াওমুল জুমুআ'হ-তে আযানের সঙ্গে সঙ্গে কেনাবেচা, কায়-কারবার, সামাজিক ব্যস্ততা, অন্যান্য কাজ ও স্বার্থ সবকিছু বন্ধ করে, ত্যাগ করে সামাজিক সম্মিলনের ফরয্ সালাত এর জন্যে মসজিদে চলে আসতে বলা হয়েছে।

(ঙ) অতঃপর বলা হয়েছে উপরোল্লিখিত বিষয়াদির স্বীকৃতি ও প্রতিপালনই উত্তম, কল্যাণপ্রদ, যদি বিশ্বাসীগণ, মুসলমানগণ বুঝতে পারে।

১০ নাম্বার আয়াতে জানানো হয়েছে নিম্নরূপ সত্য। ইয়াওমুল জুমুআ'হ-র সালাত সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ইহুদী-নাসারা 'সাবাত'-এর ন্যায় চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা কিছু নেই মুসলমানদের উপর। এ সময় ইচ্ছা করলে দুনিয়াতে ছড়িয়ে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করা যাবে। তবে শর্ত যেটি তা হচ্ছে, সে সময়ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করতে হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন জীবন-জীবিকা; হায়াত, মউত, রিয্‌ক, দৌলত—সবকিছুর একক মালিক, নিয়ন্ত্রক ও দাতা বিধায় তাঁর যিক্‌রই তাঁর রহমত পাওয়ার এবং তাঁর দেওয়া নিয়ামত হাসিলের একমাত্র পূর্ব শর্ত। সাফল্যের নিয়ামক ও নির্ধারক আল্লাহ্— এই বিশ্বাসই হবে মৌলিক প্রেরণা ইয়াওমুল জুমুআ'হ-তে যেমন, জীবনের সকল দিনে প্রতিটি মুহূর্তে তেমন।

এরপর ১১ নাম্বার আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য, জাগতিক সুযোগ, লাভালাভ, প্রাপ্তি, বৈষয়িক প্রণোদনা, নিছক অস্থায়ী আনন্দ উপকরণের দিকে সব সময় এবং বিশেষ করে ইয়াওমুল জুমুআ'হ-তে না ঝুঁকে পড়াই বাঞ্ছনীয়। এতে আল্লাহ্‌র যিক্‌র থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘটে। রাসূল (সাঃ)-কে বলে দেওয়া হচ্ছে ঃ আপনি জানিয়ে দিন যে, সামাজিক স্বার্থ, বৈষয়িক প্রাপ্তি, সামান্য পার্থিব সুযোগ ও নিছক অস্থায়ী আনন্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সবকিছু আল্লাহ্‌র কাছেই আছে। আর আল্লাহ্‌ই ইচ্ছে করলে দিতে পারেন, কেননা তিনিই সর্বোত্তম রিয্‌ক প্রদানকারী।

www.pathagar.com

এবার বিভিন্ন তাফসীরবিদ সূরা জুমুআ'হ-র ৯, ১০, ১১ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা যা বলেছেন, সেগুলির প্রাসঙ্গিক সংক্ষিপ্ত রূপ নিম্নে তুলে ধরছি।

মাওলানা আশরাফ আলী থান্‌ভী (রহঃ)-এর ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ এরূপ ঃ

(১) জুমুআ'হ-র দিনে জুমুআ'হ-র সালাতের জন্যে আযান দেওয়া মাত্র (অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ) সালাতের দিকে প্রধাবনের প্রতিবন্ধক যাবতীয় কার্যাদি ক্রয়-বিক্রয়সহ পরিত্যাগ করতে হবে। যেহেতু ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ করাকে মানুষ নিজের স্বার্থ হানিকর মনে করে, কাজেই এ স্থলে সেটি ত্যাগ করার প্রতি গুরুত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের উল্লেখ করা হয়েছে নবম আয়াতে। এছাড়া ইবাদতের আরো বহু প্রতিবন্ধক রয়েছে, যা-ও এখানে বিবেচ্য।

(২) এখানে সালাত ও আল্লাহ্‌র যিক্‌র-এর উপযোগিতা-উপকারিতা যে চিরস্থায়ী আর ক্রয়-বিক্রয়ের স্বার্থ যে ক্ষণস্থায়ী, সেই বোধশক্তির দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে সালাত, খুতবা এবং সালাতের আনুষঙ্গিক কার্যাবলীও সালাত সমাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য।

(৩) সালাত শেষ হবার পরও আল্লাহ্‌কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতে হবে। পার্থিব কার্যাবলীর মধ্যে এত নিমগ্ন হওয়া যাবে না, যার ফলে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী এবং প্রয়োজনীয় বন্দিগী থেকে কেউ অসতর্ক হয়ে পড়ে।

(৪) কোনো কোনো মানুষের অবস্থা এমন যে, তারা কোনো তিজারাত বা নিমগ্ন হওয়ার মতো বস্তু দর্শন করলে, তার দিকে ধাবিত হবার জন্যে ছড়িয়ে পড়ে। রাসূল (সাঃ)-কে বলতে বলা হচ্ছে, সওয়াব এবং নৈকট্য লাভ যা কিছু আল্লাহ্‌তা'আলার দরবারে রয়েছে, তা এরূপ লিপ্ততা বা তিজারাত অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম। আর যদি তাতে জীবিকা বৃদ্ধির লোভ হয়ে থাকে, তবে মনে রেখো, আল্লাহ্‌তা'আলা উত্তম জীবিকা প্রদানকারী। তাঁর প্রয়োজনীয় বন্দিগীর মধ্যে লিপ্ত থাকলেও তিনি জীবিকা প্রদান করেন। তাহলে কেন তাঁর নির্দেশ লংঘন করা হবে? (তফসীরে আশরাফী, ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ষষ্ঠ ভলিউম, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮১, পৃঃ ৬০-৬১। থান্‌ভী আরো ব্যাখ্যা দিয়েছেন জুমুআ'হ-র সালাতের প্রথম আযানের সময় থেকেই ক্রয়-বিক্রয় হারাম। পৃঃ ৬২)।

মোহাম্মদ আবদুল হাকীম ও আলী হাসান-এর প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা এরূপ ঃ

(১) শুক্রবার মসজিদে যুহরের সালাতের বদলে মসজিদে জামায়াত ও খুত্‌বার সঙ্গে ফরয্-ই-আইন হিসেবে জুমুআ'হ-র সালাত আদায় করতে হবে। এদিন আযান শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকল কাজ পরিত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং চিন্তা করলে দেখা যাবে কল্যাণ এই বিধানের মধ্যেই রয়েছে।

(২) 'আল্লাহ্‌কে অধিকতর স্মরণ' করার মর্ম এই যে, কেউ যদি শুক্রবার জুমুআ'হ-র সালাতের পূর্বে ও পরে কোনোরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজকর্মে লিপ্ত না হয়ে এবং বৃথা আমোদ-প্রমোদে সময় নষ্ট না করে আল্লাহ্‌তায়ালার উপাসনা, আরাধনা, দান-খয়রাত ও সৎকার্যে সময় অতিবাহিত করে, তবে তা ঐ উপাসনাকারীর জন্যে অধিকতর কল্যাণপ্রসূ ও সুফলপ্রদ হবে। কেননা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ শ্রেষ্ঠতম এবং তিনিই জীবের একমাত্র জীবিকাদাতা। অতএব আল্লাহ্‌র স্মরণ ও আদেশ-উপদেশকে কখনও অবহেলা

www.pathagar.com

করা যাবে না। (আল কুরআনুল হাকীম, ২১ থেকে ৩০ পারা খণ্ড, ঢাকাঃ ওসমানিয়া বুক ডিপো, পৃঃ ১৭৪৭-৪৮)।

মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ) ব্যাখ্যা দিয়েছেন এরূপ ঃ

"এই দিনটি মুসলমানদের সমাবেশের দিন। এই দিনকে 'ইয়াওমুল জুমুআ'হ' বলা হয়।.....

"আল্লাহ্তাআলা প্রতি সপ্তাহে মানবজাতির সমাবেশ ও ঈদের জন্যে এই দিন রেখেছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতরা তা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ইহুদীরা 'ইয়াওমুস সাব্ত' তথা শনিবারকে নিজেদের সমাবেশের দিন নির্ধারিত করে নেয় এবং খ্রীস্টানরা রবিবারকে। আল্লাহ্তাআলা এই উম্মতকেই (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে) তওফীক দিয়েছেন যে, তারা শুক্রবারকে মনোনীত করেছে (ইবনে-কাসীর)। মূর্খতাযুগে শুক্রবারকে 'ইয়াওমে আরুবা' বলা হত। আরবে কা'ব ইবনে লুয়াই সর্বপ্রথম এর নাম 'ইয়াওমুল জুমুআ'হ রাখেন। এই দিনে কোরাইশদের সমাবেশ হত এবং কা'ব ইবনে লুয়াই ভাষণ দিতেন। এটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পাঁচশত ষাট বছর পূর্বের ঘটনা।

'কা'ব ইবনে লুয়াই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পূর্ব পুরুষদের অন্যতম। আল্লাহতাআলা মূর্খতাযুগেও তাঁকে প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা করেন এবং একত্ববাদে বিশ্বাস রাখার তওফীক দান করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সুসংবাদও মানুষকে শুনিয়েছিলেন। কোরাইশ গোত্র তাঁকে একজন মহান ব্যক্তি হিসেবে সম্মান করত। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুয়ত লাভের পাঁচশত ষাট বছর পূর্বে যেদিন তাঁর মৃত্যু হয়, সেদিন থেকেই কোরাইশরা তাদের বছর গণনা শুরু করে। শুরুতে কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন থেকে আরবদের বছর গণনা আরম্ভ করা হত। কা'ব ইবনে লুয়াই-এর মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্যুদিবস থেকেই বছর গণনা প্রচলিত হয়ে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মের বছর যখন হস্তিবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন এদিন থেকেই তারিখ গণনা আরম্ভ হয়। সারকথা এই যে, ইসলাম পূর্বকালেও কা'ব ইবনে লুয়াই-এর আমলে শুক্রবার দিনকে গুরুত্ব দান করা হত। তিনিই এই দিনের নাম জুমুআ'হ-র দিন রেখেছিলেন— মাযহারী (শাফী, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহীউদ্দিন খান, পৃঃ ১৩৭১)।

সূরা আল্ জুমুআ'হ-র ৯ থেকে ১১ নাম্বার আয়াতের যে ব্যাখ্যা আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী দিয়েছেন তার ছয়টি অংশ এখানে তুলে ধরছি।

(১) "Friday....is primarily the Day of Assembly, the weekly meeting of the Congregation, when we show our unity by sharing in common public worship, preceded by a khutba, in which the Imam (or Leader) reviews the week's spiritual life of the community and offers advice and exhortation on holy living. Notice the gradations of social contact for Muslims if they follow the wise ordinances of their Faith. (i) Each individual remembers God for himself or herself five or more times everyday, in the home or place of business, or local mosque, or open air, as the case may be. (2) On Friday in every week there is a local meeting in the central mosque of each local center,— it may be a village, or town, or ward of a big city. (3) At the two

www.pathagar.com

'Ids every year, there is a larger local area meeting in one centre, the Id-gah.(4) Once at least in a lifetime, where possible, a Muslim shares in the vast international assemblage of the world in the centre of Islam, at the Meccan Pilgrimage. A happy combination of decentralisation and centralisation, of individual liberty and collective meeting, and contact at various stages and grades. the mechanical part of this ordinance is easy to carry out. Are we carrying out the more difficult part?— the spirit of unity, brotherhood, mutual consultation, and collective understanding and action?" (The Holy Qur'an, Translation and commentary, Brentwood, Maryland, Washington; Al Rajhi's Company, Amana Corp., 1983, p : 1547).

(2) "The idea behind the Muslim weekly "Day of Assembly" is different from that behind the Jewish Sabbath (Saturday) or the Christian Sunday. The Jewish Sabbath is primarily a commemoration of God's ending his work and resting on the seventh day (Gen. ii. 2; Exod. XX. II) : we are taught that God needs no rest, nor does He feels fatigue (ii 255). The Jewish command forbids work on that day but says nothing about worship as prayer (Exod XX. 10); our ordinance lays chief stress on the remembrance of God. Jewish formalism went so far as to kill the spirit of the sabbath, and call forth the protest of Jesus. "the sabbath was made for man, and not man for the sabbath' (Mark. ii. 27). But the Christian Church, although it has changed the day from Saturday to Sunday, has inherited the Jewish spirit : witness the Scottish Sabbath; except in so far as it has been secularised. Our teaching says: 'When the time for Jumah Prayer comes, close your business and answer the summons loyally and earnestly, meet earnestly, pray, consult and learn by social contact; when meeting is over, scatter and go about your business" (Yusuf Ali, p: 1548).

(3) "The immediate and temporal worldly gain may be the ultimate and spiritual loss, and vice versa (Yusuf Ali, p. 1548).

(4) "Prosperity is not to be measured by wealth or worldly gains. There is a higher prosperity—the health of the mind and the spirit" (Yusuf Ali, p. 1548).

(5) "Do not be distracted by the craze for measurment or gain. If you lead a righteous and sober life, God will provide for you in all senses, better than any provision you can possibly think of" (Yusuf Ali, p. 1548).

www.pathagar.com

(6) "Meet solemnly for the Assembly (Friday) Prayer, and let not worldly interests deflect you therefrom" (Yusuf Ali, p. 1544).

বস্তুত ইয়াওমুল জুমুআ'হ বা শুক্রবারকে জুমুআ'হ-র সামাজিক সম্মিলিত সালাত এবং আল্লাহ্‌র উপাসনার উদ্দেশ্যে বিশেষ পবিত্র দিন হিসেবে আল কুরআনই নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইহুদীদের আল্লাহ্‌র 'বিশ্রাম' তত্ত্ব নামক ভুঁয়া তত্ত্বভিত্তিক 'শনিবারের সাবাত', জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটির শনিবারের 'সাবাত' এবং খ্রীস্টানদের জীজাসের রিজারেকশন এর কাহিনীর কারণে রবিবারের পবিত্রতা— এভাবে শিরক্, অংশীবাদ, কুফরীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের তৌহিদভিত্তিক স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়বাহী করে ইয়াওমুল জুমুআহ'কে পবিত্র দিন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সমাবেশ, সংহতি, জামায়াতভিত্তিক সালাত এবং খুতবার মাধ্যমে শিক্ষালাভসহ আল্লাহ্‌কে পাওয়ার একটি বিশেষ মর্তবাযুক্ত দিবস হচ্ছে জুমুআ'হ-র দিন বা শুক্রবার। আশরাফ আলী থান্‌ভী, হাকিম-হাসান, মুফতী শাফী, আল্লামা ইউসুফ আলী— সবার তাফসীরে একই বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। রিচার্ড বেল নামক অপর এক গবেষকও বিশ্লেষণ দেন যে, "Yaum Al-jumu'ah, the day of the assembly, that is, the Friday ..... looks more like an item in the differentiation of Moslems from Jews and Christians, when the Moslems became a 'middle people' (prepared by Richard Bell, edited by C. Edmund Bosworth and M. E. J. Richardson, A Commentary on the Qur'an, Vol. II— Surahs XXV-CXIV, Manchester : University of Manchester, 1991, p. 382).

কাজেই দেখা যাচ্ছে, বিশেষ করে ইয়াওমুল জুমুআ'হ-তে বা শুক্রবারে মুসলমানদেরকে অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিক তাগিদ সহকারে বেচা-কেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, জাগতিক স্বার্থ, বৈষয়িক প্রণোদনা, ক্ষুদে অস্থায়ী লাভালাভ, ইহলৌকিক সুযোগ-সুবিধার দিকে ধাবিত হতে না করা হয়েছে। দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে অবশ্যই পারে, কিন্তু দাবীটি হচ্ছে এগুলির ব্যাপারে আগ্রহ পরিত্যাগ করে তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন, বেশি বেশি করে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও সৎকর্ম, ত্বরা করে মসজিদের জামায়াতভিত্তিক জুমুআ'হ-র সালাতে গমন, খুতবা শ্রবণ ও সালাত আদায়, দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ, মুসলিম উম্মাহর ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য দৃঢ়তরকরণ— এগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে পছন্দ করেছেন— "ব্যবসা-বাণিজ্য ও কেনা-বেচা যাদেরকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও সালাত কায়েম ও যাকাত থেকে বিরত রাখে না, অন্তর ও দৃষ্টি বিবর্তিত হওয়ার দিনকে যারা ভয় পায়" (সূরা আন্ নূর— ২৪ঃ৩৭)। শুক্রবার যুহরের সালাতের স্থলে জুমুআ'হ-র সালাত হয়েছে ফরয্-ই আইন। এই সালাতের সবকিছু সমাধা করে এরপরও অধিক মাত্রায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আল কুরআনে। জুমুআ'হ-র সালাতের পর জীবিকার সন্ধানে ছুটে যাওয়াকে একেবারে অনিবার্য বিধান করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, এর নিষেধাজ্ঞা নেই। শনিবার ও রবিবারের ন্যায় ইহুদী-খ্রীস্টান সাবাতের ন্যায় কর্ম-নিষিদ্ধ ও শির্‌কী বিশ্বাসের ঘোষণা দান নয়, বরং তৌহিদী ঈমান ও পবিত্র দিন হিসেবে শুক্রবার মুসলমানের জন্যে উম্মাহর স্বাতন্ত্র্যসূচক দিবস।

www.pathagar.com

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সময় সাপ্তাহিকভাবে রাষ্ট্রীয় ছুটির বিধান ছিল না। যুগের দাবীর বিবেচনায়; রাষ্ট্রীয় বিবেচনা ও স্বীকৃতির কারণে; মানবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে যেহেতু সপ্তাহে ছুটির দিন চালু রাখতে হবে, সেহেতু ইয়াওমুল জুমুআ'হ বা শুক্রবারই হচ্ছে বাংলাদেশসহ যে কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে একমাত্র বৈধ ও ধর্মসম্মত ছুটির দিন। বাংলাদেশে সম্প্রতি শনিবার ছুটি ঘোষিত হয়েছে। সেটি চালু রাখা এবং রবিবার ছুটি ঘোষণা মানে ইসলাম ও মুসলমানদেরই বিরোধিতা করা। ইহুদী ও খ্রীস্টানদের শনি ও রবিবার ছুটির সঙ্গে শিরক্, মিথ্যাচার, অংশীবাদী কল্পকাহিনী জড়িয়ে আছে, এর সঙ্গেই রয়েছে শনিবারে আল্লাহ্র 'বিশ্রাম' গ্রহণের হাস্যকর তত্ত্ব। এই তত্ত্ব এবং ঈসা (আঃ)-এর ক্রুসিফাইড মৃত্যু এবং তিনদিনের মাথায় রবিবার কবর থেকে উঠে এসে রবিবারকে ট্রিনিটি বা ত্রিত্ববাদের ঘোষণায় সমৃদ্ধকরণ ও পবিত্রকরণ— এসব তত্ত্বে বিশ্বাস করলে কোনো মুসলমানের ঈমান থাকবে না। কেননা, কুরআনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এসবকে মিথ্যাচার ও শিরক্ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। উযাইর (আঃ) আল্লাহ্র পুত্র, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র পুত্র, মসিহ ইব্ন মারইয়ামই আল্লাহ্ এবং 'chosen people' কেবল ইহুদী বা খ্রীস্টানরা, নবী-রাসূল ও নাযিলকৃত গ্রন্থ কেবল তারাই পেয়েছে, জান্নাত তাদের একচেটিয়া মালিকানাধীন— এসব কুফরী এবং শনি-রবিবারের সিনাগগ-চার্চকেন্দ্রিক শিরক্ মুসলমানদের জন্যে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মুসলমানরা ঈমান হারাতে রাযী নয়। শিরক্ করবে না তারা জান থাকতে। মুসলমানরা মেনে চলবে আল্লাহ্র বাণী ও নির্দেশ, আল কুরআনের শিক্ষা এবং প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ ও preference. সুতরাং ইহুদী ইজরাঈলের শনিবার নয়, খ্রীস্টীয় জগতের শনি-রবিবার নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর শুক্রবার এবং কেবল শুক্রবারই থাকবে আমাদের সাপ্তাহিক ছুটি। শনিবার ছুটি বাতিল করতে হবে, কেননা এটি শিরক্ ও কুরআন পরিপন্থী। রবিবারও ছুটি দেওয়া যাবে না। যদি আরো অর্ধ দিবস ছুটির প্রয়োজন হয়, তাহলে বৃহস্পতিবার অর্ধ দিবস এবং শুক্রবার পূর্ণ দিবস ছুটি থাকতে হবে সরকারীভাবে। সাবাতী নিষেধাজ্ঞা মুসলমানদের জন্যে নেই। কিন্তু ইসলামী চেতনা ও মুসলিম উম্মাহর স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিদানকারী ইয়াওমুল জুমুআ'হ বা শুক্রবারই আমাদের জন্যে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ছুটির দিন। তাহারাত, আল্লাহ্র যিক্র, খুত্বা, সালাত, অধিকতর যিক্রুল্লাহ, সৎকর্ম, দান-খয়রাত, সমস্যা সমাধানে পারস্পরিক সহযোগিতা, শিক্ষা লাভ, চেতনা উন্নয়ন, রুচি সৃজন এবং মুসলিম তামদ্দুনিক ঐক্য ও সংহতিই জুমুআ'হ দিবসে মুসলমানদের জীবন প্রবাহ ঘিরে রাখবে, এটিই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দাবী। মুসলমানরা কি বিভ্রান্তির চোরাবালিতে পা দিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর পাক কালামকে অস্বীকার করবে? নিশ্চয়ই নয়।

আল্লাহ্ হাফিজ।

২৭-২৯ সফর ১৪১৮, ২০-২২ আষাঢ় ১৪০৪, ৪-৬ জুলাই ১৯৯৭

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

হাদীস, শুক্রবারের ছুটি এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম
বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সালাতুল জুমুআ'হ-এর অনন্য সাধারণ বেশিষ্ট্য

সালাতুল জুমুআ'হ ফরয্-ই-কিফায়াহ নয়, বরং আল কুরআন, আল হাদীস ও ইজমা-ই-উম্মত-এর দ্বারা ফরয্-ই-আইন হিসেবে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। জুমুআ'হ-এর সালাতের অসাধারণ বেশিষ্ট্য এই যে—

(১) এই সালাত সুনির্দিষ্টভাবে কেবল ইয়াওমুল জুমুআ'হ-তেই আদায় করতে হয়।

(২) অপর যে কোনো সালাত জামায়াত ব্যতীত আদায় করা যায়। কিন্তু জুমুআ'হ-এর সালাত মস্‌জিদে এবং বিশেষ অবস্থায় গণ সম্মিলন-এর স্থলেই হতে হবে। এই সালাত জামায়াত ছাড়া আদায় করা যাবে না।

(৩) এই সালাত ইয়াওমুল জুমুআ'হ-এর দিন দুপুরে যুহরের সালাতকে হটিয়ে দিয়ে তার পরিবর্তে আদায় করতে হয়।

(৪) এই সালাত ওয়াক্ত মুতাবিক আদায় করতে হয়। ওয়াক্ত চলে গেলে এর কাযা আদায় করা যায় না। যদিও যুহরের চার রাকায়াত ফরয্ এ ক্ষেত্রে পড়তে হয় নিতান্তই নিরূপায় হলে।

(৫) দুই ঈদের ওয়াজিব সালাত ছাড়া কেবল জুমুআ'হ-এর সালাতেই ইমামের খুতবা বাধ্যতামূলক এবং তা সালাতের অংশ।

সালাতুল জুমুআ'হ সহীহ ও ওয়াজিব হওয়ার জন্যে ইসলামী শরীয়া দু'ধরনের শর্ত দিয়েছে। কোনো কোনো শর্ত যা সালাতের ভিতরেই থাকবে, তাকে বলে 'শারায়েতে ওজুব'। আর কোনো কোনো শর্ত যা সালাতের সংগঠন, এর অনুষ্ঠান ও এর অনস্বীকার্য পরিবেশ সম্পর্কিত, তাকে বলে 'শারায়েতে সেহ্‌হাত।' জুমুআ'হ-র সালাতের শারায়েতে ওজুব হচ্ছে ঃ

(১) মুমিন পুরুষ হওয়া। নারীর জন্যে ওয়াজিব নয়।

(২) আযাদ হওয়া। গোলামের জন্যে ওয়াজিব নয়।

(৩) বালেগ ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। নাবালেগ ও মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তির জন্যে ওয়াজিব নয়।

(৪) মুকীম হওয়া। মুসাফির-এর জন্যে ওয়াজিব নয়।

(৫) সুস্থ হওয়া। গুরুতর অসুস্থ ও অক্ষমের জন্যে ওয়াজিব নয়।

জুমুআ'হ-এর সালাতের শারায়েতে সেহ্‌হাত হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

(১) মেসরে জামে হওয়া।
(২) ওয়াক্ত-ই-যুহর হওয়া।
(৩) খুত্‌বা হওয়া।
(৪) জামায়াত হওয়া।
(৫) ইয্‌নে আম তথা সর্ব সাধারণের জন্যে অনুমতি, অবারিত দ্বার ও সুযোগ থাকা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে ইয়াওমুল জুমুআ'হ-তে সালাতুল জুমুআ'হ আদায় করা কেবল ফরয্‌-ই-আইন নয়। তা প্রাথমিক কতকগুলি শর্ত দাবি করে, যা অন্য সালাতের ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট নয়, একান্ত আবশ্যক নয়। দ্বিতীয়ত, সালাতুল জুমুআ'হ বা জুমুআ'হ-র সালাত শারায়েতে ওজুব এবং সারায়েতে সেহ্‌হাত এর অন্তর্ভুক্ত করে পাঁচ+পাঁচ— এভাবে আরো দশটি শর্তযুক্ত হয়। সালাতুল জুমুআ'হ তাই আল কুরআন, হাদীস ও উম্মাহর ইজমাভিত্তিক এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সালাত। মস্‌জিদ, জামায়াত, ইয়াওম, ওয়াক্ত এবং অভ্যন্তরীণ ও সংযুক্ত শর্তনির্ভর এক বিশেষ ইসলামী সামাজিক সম্মিলন ও ইবাদাত হচ্ছে জুমুআ'হ-র সালাত।

জুমুআ'হ-র দিন-রাতের বিশেষ গুরুত্ব

আল কুরআনের সূরা বুরুজ—৮৫ ঃ ১, ২, ৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ
(১) অসসামা-য়ি যা-তিল বুরুজ। (২) ওয়াল ইয়াওমিল মাওউ'-দি। (৩) ওয়া শা-হিদিওঁ ওয়া মাশহু-দ।
অর্থ ঃ (১) বুরুজ্‌বিশিষ্ট আসমানের কসম (২) সেই প্রতিশ্রুত দিবসের (কিয়ামতের) কসম। (৩) শাহিদ (জুমুআ'হ দিবস) এবং মাশহুদ (আরাফাত দিবস)-এর কসম।

কুরআনের উপরোক্ত তিন আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোনো কোনো তাফসীরবিদ কিয়ামতকালে উপস্থিত মানবসমষ্টি ও উপস্থাপিত তাদের কৃতকর্ম; অত্যাচারী ও অত্যাচারিত; পরিদর্শক ও প্রদর্শিত, সাক্ষ্যদাতা ও যে বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া হয়— এসব দিকসহ আরো যা বলেছেন বিভিন্ন হাদীসের রেফারেন্সসহ, তাতে করে বুরুজ্‌বিশিষ্ট আসমান, কিয়ামত, জুমুআ'হ ও আরাফাত-এর কসম আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন করেছেন বলে ধারণা দেওয়া হয়েছে। মুফতি মুহাম্মদ শাফী (রহঃ) এর "তাফসীর মাআরিফুল কুরআন", আশরাফ আলী থান্‌ভীর 'তফসীর-ই আশরাফী" মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও মোহাম্মদ আলী হাসানের আল কুরআনুল হাকীম, মুহাম্মদ শরফুল ইসলামের 'তফসীরে ফাতহুল মাজীদ' এবং মাওলানা আবদুদ দাইয়্যান চিশতীর 'বাংলা ক্বোরআন শরীফ'— এই তাফসীরগুলিতে সুরা বুরুজের প্রথম তিন আয়াতের তর্জমা ও ব্যাখ্যাকালে আল্লাহ্‌ যে বিষয়গুলির কসম বা শপথ করেছেন বলে ধারণা দেওয়া হয় তার মধ্যে ইয়াওমুল জুমুআ'হ অন্যতম। সে কারণে সালাতুল জুমুআ'হ-ও হয়ে পড়ে অত্যন্ত বেশি তাৎপর্যবহ। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন, জুমুআ'হ-র রাত এবং দিনে দু'আ কবুল হয়। জুমুআ'হ-র রাত হচ্ছে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত এবং জুমুআ'হ-র দিন হচ্ছে শুক্রবারের দিন। এই দিবসে আল্লাহ্‌ ভীরু প্রকৃত মুমিনদের সালাত, যিক্‌র-এর মাঝ দিয়ে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের কাছে খালিস দিলে চাওয়া দু'আ তিনি কবুল করেন।

www.pathagar.com

মিশকাত, আহম্মদ, তিরমিযী— এই হাদীস গ্রন্থগুলিতে 'শাহিদ'-এর অর্থে জুমুআ'হ-র দিবসকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, 'ইয়াওমুল মাওউদ' অর্থ কিয়ামতের দিন, 'ইয়াওমুল মাশহুদ' অর্থ আরাফার দিন, 'শাহিদ' অর্থ জুমুআ'হ-র দিন। মনে করা হয়, সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ জুমুআ'হ-র দিনের ফযীলত ও গুরুত্বের জন্যেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ ধরনের কসম করেছেন।

আলীম-উলামাদের মতে বছরের দিবসসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিবস আরাফার দিবস এবং সপ্তাহের দিবসসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিবস জুমুআ'হ-র দিবস। অনেকে মনে করেন, সপ্তাহের বিবেচনায় জুমুআ'হ-র দিনটি যেরূপ শ্রেষ্ঠ, তেমনি অপরাপর রাত অপেক্ষা জুমুআ'হ-র রাতও শ্রেষ্ঠ। মাযহাবসমূহের ইমামগণ জুমুআ'হ-র দিবস ও রাতের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন কেউ প্রথমে আর কেউ বা আরাফার দিবস, মিরাজ রজনী এবং মহানবী (সাঃ)-এর জন্মের রাত এর বিবেচনায় পরবর্তী স্থানে।

কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর হাদীস থেকে দেখা যায়, স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট জুমুআ'হ-র দিন অন্য সকল দিন অপেক্ষা অধিক মর্যাদাপূর্ণ ও গুরুত্ববহ। এই দিবস সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ দিবসের ৬টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ

(১) যিকুরুল্লাহ, ইবাদাত ও সালাতের জন্যে মুসলমানদের বিশাল সমাবেশ ঘটে; শৃঙ্খলা, সংহতি ও উম্মাহর ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ হয়।

(২) আল্লাহ্ প্রথম নবী, মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে এ দিনে পয়দা করেন।

(৩) এ দিনে আল্লাহ্ হযরত আদম (আঃ)-কে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন।

(৪) এ দিনে হযরত আদম (আঃ) ইনতিকাল করেন।

(৫) এ দিনে এমন এক বিশেষ সময় বা মুহূর্ত আছে যখন বান্দাহ্ আল্লাহ্র কাছে যে হালাল ও পাক জিনিস চায়, তিনি অবশ্যই তা তাকে দান করেন।

(৬) এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। আল্লাহ্র নৈকট্য লাভকারী ফিরিশতাগণ, আসমান, যমীন, বায়ু, পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র এমন কিছু নেই যা জুমুআ'হ-র দিনের জন্যে ভীত ও কম্পিত হয় না। নবী করীম (সাঃ)-এর এই বক্তব্যের সূত্র হচ্ছে ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও তিরমিযী।

উপরোক্ত তিন সূত্র থেকেই দেখা যায়, মহানবী (সাঃ) বলছেন, নিশ্চয়ই সর্বোৎকৃষ্ট দিন জুমুআ'হ-র দিন। এটি আল্লাহ্র নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ দিবস এবং তা ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর অপেক্ষাও আল্লাহ্র নিকট শ্রেষ্ঠতর।

মহানবী (সাঃ) একবার জুমুআ'হ-র খুত্বা প্রদানকালে বলেন, মুসলমানগণ! আজ এমন এক দিন যেটিকে আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে ঈদের দিন বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ জন্যে তোমরা এ দিনে গুসল কর, যার খুশবু সংগ্রহ করা সম্ভব, সে তা ব্যবহার করবে। এ দিনে তোমরা অবশ্যই মিসওয়াক করে দাঁত-মুখ পরিষ্কার করবে (মুয়াত্তা, ইবনে মাজাহ)।

রাসূল করীম (সাঃ) জুমুআ'হ-র জন্যে বৃহস্পতিবার থেকেই প্রস্তুতি আরম্ভ করতেন। তিনি বলতেন, জুমুআ'হ-র রাত সর্বাপেক্ষা সাদা রাত এবং জুমুআ'হ-র দিন সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল (মিশকাত, বায়হাকী)।

www.pathagar.com

আরেকটি হাদীস রয়েছে হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেন, জুমুআ'হ-র দিন ও রাতে চব্বিশটি মুহূর্ত রয়েছে। এর প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্ ছয়শত মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা আমাদের উস্তাদের কাছ থেকে বেরিয়ে হাসানের কাছে গেলাম এবং সাবিত সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি আলোচনা করলাম। তিনি তখন বললেন, আমিও এ হাদীসটি শুনেছি। তিনি এর সঙ্গে সংযোগ করলেন এই বর্ণনাটিও, 'যাদের সবাই জাহান্নামের উপযোগী হয়ে গিয়েছিল' (আবু ইয়া'লা, বায়হাকী)।

হাদীসে আছে, যে ব্যক্তির জুমুআ'হ-এর দিবসে মৃত্যু হয় তার জন্যে শহীদের ফল লিখিত হবে এবং সে কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে (হোমায়েদ)। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে মুসলমান জুমুআ'হ-র দিনে অথবা রাতে মারা যায়, আল্লাহ্'তায়ালা অবশ্যই তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্ত রাখবেন। (আহমাদ, তিরমিযী, দিদারেজুন্নবুয়ত)।

তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) সূত্রে একটি বড় হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-এর উপস্থিতিতে নবী করীম (সাঃ) কীভাবে হযরত আলী (রাযিঃ) কে জুমুআ'হ-এর রাতের বিশেষ সালাতের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। কুরআন হিফয্ করার জন্যে ঐ সালাতের পর নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করে হিফয্ করা শুরু করতে এবং তিন, পাঁচ অথবা সাত সপ্তাহ এমন আমল করতে ও প্রথম রাক'আতে সূরা ইয়াসীন, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও সূরা দুখান, তৃতীয় রাক'আতে সূরা ফাহিতা ও আলিফ-লাম-মীম তানযীল এবং চতুর্থ রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা মুলক্ পাঠ করতে বলেছেন। তাশাহহুদ পাঠের পর খুব ভালভাবে আল্লাহ্র হামদ করা এবং এরপর রাসূল করীম (সাঃ) ও অন্যান্য সব নবীর উপর ভালভাবে দরুদ পাঠ এবং এরপর সকল মুমিন পুরুষ-নারীর জন্যে এবং ঈমানসহ মৃত্যুবরণকারী সবার জন্যে ইসতিগফার করা। এরপর নির্দিষ্ট দু'আ পাঠ করতে হবে। মহানবী (সাঃ) কসম করেছেন ঃ 'হে আবুল হাসান! তুমি তিন অথবা পাঁচ অথবা সাত সপ্তাহ এরূপ করবে। আল্লাহ্র ইচ্ছায় তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে। ঐ সত্তার শপথ, যিনি আমাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, এ দু'আটি কোনো মুমিনকে বিফল মনোরথ করে না'।

উল্লেখ্য যে, হযরত আলী (রাঃ) কুরআন হিফয্ করতে গিয়েও বারংবার ভুলে যাচ্ছিলেন। তাই মহানবী (সাঃ)-এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। উপরোক্ত আমলের পর হযরত আলী (রাঃ) কুরআন হিফয্ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে জানানো হয়েছে।

ইমাম যাইলায়ী (রহঃ) হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, আরাফার দিন যদি শুক্রবারে পড়ে তাহলে ঐ হাজ্জ শুক্রবার ছাড়া অন্য দিনের সত্তরটি হাজ্জের চেয়ে উত্তম হবে। এ ক্ষেত্রে নিয়মিত হাজ্জ ও দরিদ্রদের সাপ্তাহিক হাজ্জ তথা জুমুআ'হ একত্রিত হয়ে যায় বিধায় একে হাজ্জ-ই-আকবর বলা হয় (ইরশাদুস সারী)। ইমাম নাবাবী (রহঃ) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আরাফা দিবস যদি শুক্রবারে হয় তবে আরাফায় অবস্থানকারী সকল হাজীকে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন। মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাযুক্ত 'মিরকাত'-এ মুল্লাহ্

www.pathagar.com

আলী কারী (রহঃ) ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) সূত্রে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেন, 'জুমুআ'হ হচ্ছে গরীবদের হাজ্জ্ব সমাবেশ'।

হাদীসে ইয়াওমুল জুমুআ'হ ও সালাতুল জুমুআ'হ ঃ তাৎপর্য, গুরুত্ব, ফযীলত এবং করণীয় নির্দেশ

শুক্রবার জুমুআ'হ-র সালাত সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এত বেশি হাদীস আছে যে, তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। এ থেকে বুঝাও যায় ঐ দিবস এবং ঐ সালাতের মর্তবা। নিম্নে এগুলি তুলে ধরা হল।

(১) নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআ'হ-র রাতে সূরা দুখান তিলাওয়াত করবে তার জন্যে ৭০ হাজার ফিরিশতা সকাল পর্যন্ত ইস্তিগফার করতে থাকবে (তিরমিযী)। আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, জুমুআ'হ-র রাতে যে ব্যক্তি সূরা দুখান পাঠ করবে, তার (সগীরা) গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। তাবরানীতে হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) সূত্রে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি জুমুআ'হ-র রাতে অথবা দিনে সূরা দু'খান পাঠ করবে, আল্লাহ্ এটির বিনিময়ে তার জন্যে জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।

(২) হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জুমুআ'হ-র দিন সূরা কাহ্ফ পড়বে, তার জন্যে দুই জুমুআ'হ-র মধ্যবর্তী সময়ে চেহারায় এক নূর চমকাবে এবং দুই জুমুআ'হ-র মধ্যখানে যে গুনাহ হবে তা মাফ করে দেওয়া হবে (নাসায়ী, বায়হাকী, ইবনে মারদুওয়ায়াহ)।

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জুমুআ'হ-র দিন ফযরের সালাতে সূরা আলিফ লাম মীম পাঠ এবং সূরা হাল আ'তা আলাল ইনসানে পড়তেন (বুখারী)।

(৪) মুহাম্মদ ইবনে নুমান (রাযিঃ) সূত্রে মারফূ পদ্ধতিতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি শুক্রবার নিজের পিতা-মাতার অথবা তাদের যে কোনো একজনের কবর জিয়ারত করবে, তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং তাকে পিতা-মাতার বাধ্য সন্তান হিসেবে লিখে দেওয়া হবে (বায়হাকী)।

(৫) ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) শায়খ আবুল হাসান ইবনে আলী (রহঃ)-এর বরাতে একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জুমুআ'হ-র রাতে তার মৃত উম্মতের জন্যে হাদিয়া পাঠাতে অর্থাৎ দু'আ পাঠ ও কবর জিয়ারত করতে জীবিত উম্মতদেরকে তাগাদা দিয়েছেন। এতে করে মৃত উম্মত এবং জীবিত দু'আ-কারী উভয়েই আল্লাহ্র অনুগ্রহ পাবে।

(৬) আবু দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, শুক্রবার দিনে তোমরা আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ কর, কেননা এ দিনটি হচ্ছে ফিরিশতাদের উপস্থিতির দিন। আর যে কেউ আমার উপর দরুদ পাঠ করলে তা শেষ করা মাত্রই আমার নিকট পেশ করা হয়। বর্ণনাকারী (আবু দারদা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার মৃত্যুর পরও কি? রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, (হ্যাঁ, মৃত্যুর পরও) আল্লাহ্তাআলা তো মাটির

www.pathagar.com

জন্যে নবী রাসূলদের দেহ ভক্ষণ করাকে হারাম করে দিয়েছেন। বস্তুত আল্লাহ্‌র নবী হায়াতুন্নবী এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রিয্‌কপ্রাপ্ত হচ্ছেন (ইবনে মাজাহ, মিশকাত)।

(৭) হুযুর আকরাম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, পাঁচটি নেক আমল এমন—যে ব্যক্তি একদিনে সেসব পালন করবে, আল্লাহ্‌তাআলা তাকে জান্নাতবাসী করবেন— ১. রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা, ২. জানাযায় শরীক হওয়া, ৩. সাওম পালন করা, ৪. জুমুআ'হ-র সালাত আদায় করা, ৫. গোলাম আযাদ করা (ইবনে হিব্বান)। দেখা যাচ্ছে, শুক্রবার জুমুআ'হ-র সালাত আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দিনই অপর চারটি শর্ত পূরণ করতে হবে। এতে শুক্রবার এবং জুমুআ'হ-র সালাতের মর্তবার গভীরতা বুঝানো হয়েছে।

(৮) রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ফরমান, কিয়ামতে সব দিন নিজ নিজ অবস্থার উপর আনীত হবে। কিন্তু জুমুআ'হ-র দিনকে এক নূরানী এবং উজ্জ্বল চেহারার সাথে আনা হবে। আহ্‌লি জুমুআ'হ (জুমুআ'হ-র সালাতের পাবন্দ) জুমুআ'হ-র দিনকে নবপরিণীত-নবপরিণীতার মতো ঘিরে তার আলোকে চলতে থাকবে। তাদের রং বরফের ন্যায় অত্যন্ত সাদা হবে এবং তাদের শরীর মেশকের মতো খুশবুদার হবে। এসব লোক কর্পূরের টিলার উপর টহল দিতে থাকবে। তাদের দেখে সব মাখলুক তাজ্জব হয়ে যাবে এবং বার বার দেখবে। এমনকি তারা জান্নাতে দাখিল হয়ে যাবে। কোনো ব্যক্তি তাদের মর্যাদায় পৌঁছাতে পারবে না সেসব মুয়ায্‌যিন ব্যতীত, যারা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে পাঁচ ওয়াক্ত আযান দিত (তাবারানী, ইবনে খোযায়মা)।

(৯) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও আখিরাতে ঈমান রাখে, তার জন্যে জুমুআ'হ-র সালাত ফরয্‌। যে ব্যক্তি নিজের জন্যে বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে সেটি তরক করে, তার প্রতি আল্লাহ্‌ বিমুখ হন (মিশকাত, দারুকুৎনী)।

(১০) আবু হুরায়রা ও ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, তারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে স্বীয় মিম্বরে দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে শুনেছেন; মানুষ যেন জুমুআ'হ বর্জন করা থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় আল্লাহ্‌তাআলা তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেবেন। অতঃপর তারা গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে (মুসলিম, ইবনে মাজাহ)।

(১১) যে ব্যক্তি বিনা কারণে বা ওযরে তিনটি জুমুআ'হ ত্যাগ করলো, সে ব্যক্তি যে গ্রন্থ মুছে যায় না বা পরিবর্তিত হয় না, তাতে মুনাফিক বলে লিখিত হলো (মিশকাত, নাসায়ী, তাবরানী)।

(১২) যে ব্যক্তি অবহেলা করে তিনটি জুমুআ'হ তরক করে, আল্লাহ্‌ তার হৃদয়ে মোহর করে দেন (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

(১৩) ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি একাধারে তিনটি জুমুআ'হ ছেড়ে দিল সে ইসলামকে তার পশ্চাতে নিক্ষেপ করলো (আবু ইয়া'লা)।

(১৪) আবদুল্লাহ্‌ ইবনে বুসর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি জুমুআ'হ-র দিন মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে মস্‌জিদে আসল।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, বসে যাও, তুমি তো মানুষকে কষ্ট দিলে আর দেরী করে আসলে (আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)।

(১৫) মুআয ইবনে আনাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, 'জুমুআ'হ-র দিন যে ব্যক্তি লোকদের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে এসে জায়গা দখল করলো, সে জাহান্নামের দিকে পৌঁছাতে একটি পুল বা সেতু তৈরি করে নিলো। (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)।

(১৬) যে ব্যক্তি জুমুআ'হ-র দিন খুত্‌বার সময় কাতার ডিঙ্গিয়ে অগ্রসর হয়, সে ব্যক্তি জাহান্নামের মধ্যে আপন নাড়ীভুঁড়ি টানতে থাকবে (আহমাদ, তাবরানী)।

(১৭) মসজিদে এক জোটের দু'জন একত্রে বসা থাকলে তার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির বসা উচিত নয় (বুখারী)।

(১৮) ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, জুমুআ'হ-র দিন ইমামের খুতবা পাঠের সময় যে ব্যক্তি কথা বলে, তার দৃষ্টান্ত হলো ঐ গাধার ন্যায়, যে পুস্তকের বোঝা বহন করে। আর যে ব্যক্তি তাকে চুপ করতে বলে, তার জন্যও জুমুআ'হ-র পরিপূর্ণ সাওয়াব নেই (বুখারী, আহমদ, মুসলিম, বাযযার, তাবরানী)।

(১৯) জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাযিঃ) একদিন জনৈক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ তোমার জুমুআ'হ হয়নি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রশ্ন করলেন, হে সা'দ! তুমি কেন এ কথা বলছ? সা'দ বললেন ঃ কেননা সে আপনার খুত্‌বা পাঠের সময় কথা বলছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন বললেনঃ সা'দ সত্যই বলেছে (আবু ইয়া'লা, বাযযার)।

(২০) আমি জুমুআ'হ-র সালাতকে ফরয্ করে দিয়েছি। যে ব্যক্তি বিনা কারণে ইচ্ছাপূর্বক এটি তরক করে, আল্লাহ্‌তাআলা তার অন্তরের শান্তিকে দূর করে দেবেন। তাকে আপন বরকত হতে বিমুখ করবেন এবং যে পর্যন্ত না সে তাওবা করে এবং আল্লাহ্‌তাআলা তার তাওবা কবুল করেন, সে পর্যন্ত তার সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্জ্ব কিছুই কবুল হবে না। (ইবনে মাজাহ)।

(২১) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে বান্দাহ্‌র পা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধুলিমলিন হয়েছে, তার উপরে (জাহান্নামের) আগুন হারাম। (তিরমিযী)।

(২২) আমার মন বলছে যে, আমার বদলে আর কাউকে সালাত পড়াতে দিই আর নিজে ঐসব লোকের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিই যারা জুমুআ'হ-র সালাতে না এসে বাড়ি বসে আছে (মুসলিম)।

(২৩) আবু উমামা (রাযিঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জুমুআ'হ-র দিনের গুসল মানুষের চুলের গোড়া থেকে তার পাপসমূহকে টেনে বের করে আনে (তাবরানী)।

(২৪) জুমুআ'হ-র দিন বিশেষভাবে মিসওয়াক করবে (বুখারী)।

(২৫) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জুমুআ'হ-র সালাতে যাওয়ার আগে তার নখ ও গোঁফ কাটতেন (মসনদে-বাযযার, তাবরানী, মা'আরিফ)।

www.pathagar.com

২৬। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জুমুআ'হ-র ফযিলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআ'হ-র দিনে গুসল করলো, পাক-পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার পুরোপুরি ব্যবস্থা করলো, তারপর তেল ও খুশবু লাগালো এবং সকাল সকাল তথা আউয়াল ওয়াক্তে মস্‌জিদে গিয়ে পৌঁছালো এবং দু'জনকে পরস্পর থেকে হটিয়ে দিলো না অর্থাৎ তাদের কাঁধ ও মাথার ওপর দিয়ে কাতার ডিঙ্গিয়ে অথবা দু'জন বসে থাকা লোকের মাঝখানে গিয়ে বসে পড়ার ভুল করলো না, বরঞ্চ যেখানে জায়গা পেলো সেখানেই চুপচাপ বসে পড়লো, নীরব থাকলো এবং সুন্নাত সালাত আদায় করলো যা আল্লাহ্ তার অংশে লিখে রেখেছেন, তারপর খতীব যখন মিম্বরে এলেন তখন নীরবে বসে খুতবা শুনতে লাগলো, তাহলে এমন ব্যক্তির ঐসব গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে যা সে বিগত জুমুআ'হ থেকে এই জুমুআ'হ পর্যন্ত করেছে (বুখারী, মুসলিম)।

২৭। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমুআ'হ-র দিনে ভাল করে গুসল করলো ও গুসল করালো, সকাল সকাল পায়ে হেঁটে মস্‌জিদে গেল, ইমামের কাছে বসল, খুতবা শুনলো, কোন নিরর্থক কথা বললো না, তার প্রত্যেক কদমের পরিবর্তে এক বছরের ইবাদাতের সাওয়াব লিখা হবে— সালাতের এবং সাওমের (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

২৮। জুমুআ'হ-র দিবসে চুল ও নখ কাটতে, অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করতে, মিসওয়াক করতে, ভালভাবে গুসল করতে, উত্তমরূপে তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন করতে, তেল লাগাতে, খুশবু ব্যবহার করতে, পরিচ্ছন্ন কাপড় পরতে, হেঁটে মস্‌জিদে আসতে, তিজারত ও জাগতিক স্বার্থ পরিহার করতে, আউয়াল ওয়াক্তে মস্‌জিদে পৌঁছাতে, সুন্নাত ও ফরয্ সালাত আদায় করতে, নীরবে খুতবা শুনতে, অন্য মুসল্লীকে না ডিঙ্গাতে এবং কষ্ট না দিতে বলা হয়েছে (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, আহমদ, তাবরানী, মা'আরিফ)।

২৯। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইরশাদ করেন, হে মুসলমানগণ! আল্লাহ্তাআলা এ দিনটিকে তোমাদের জন্যে ঈদের দিন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। অতএব এ দিনে তোমরা গুসল করবে, খুশবু থাকলে তা অবশ্যই ব্যবহার করবে এবং মিস্‌ওয়াক অবশ্যই করে নেবে (ইবনে মাজাহ্)

৩০। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, জুমুআ'হ-তে আগমনকারীদের তিন প্রকার ভূমিকা হয়ে থাকে—

১। একদল ঐসব লোক যারা বৃথা বাক্য ব্যয় করে। তাদের অংশে এসব অর্থহীন কথা-বার্তা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। ২। দ্বিতীয় ঐসব লোক যারা এসে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতে থাকে। আল্লাহ্ চাইলে তাদের দু'আ কবুল করবেন। আর না চাইলে করবেন না। ৩। তৃতীয় ঐসব লোক যারা এসে চুপচাপ বসে যায়, না তারা মুসলমানদের ঘাড় ডিঙিয়ে যায়, আর না তারা কারো মনে কোনো কষ্ট দেয়। এসব তাদের জন্যে পরবর্তী জুমুআ'হ এবং আরো তিন দিনের গুনাহ্র কাফ্ফারা স্বরূপ হয়। (আবু দাউদ, মালিক, ইবনে মাজাহ্)।

www.pathagar.com

৩১। রাসূল-ই-আকরাম (সাঃ) বলেন, জুমুআ'হ সালাতের জন্যে আউয়াল ওয়াক্তে মস্‌জিদে যাওয়া মুস্তাহাব। তিনি বলেন যেমন করে পাক হওয়ার জন্যে লোক গুসল করে তেমনিভাবে কেউ যদি জুমুআ'হ-র দিন ভালভাবে গুসলের ব্যবস্থা করলো এবং প্রথম ওয়াক্তে মস্‌জিদে পৌঁছালো, সে যেন একটি উট কুরবানী করলো। তারপর যে পৌঁছালো সে যেন একটি গরু কুরবানী করলো। তারপর যে পৌঁছালো সে যেন একটি শিংওয়ালা বকরী কুরবানী করলো, তার পর যে পৌঁছালো সে যেন একটি ডিম কুরবানী করলো। তারপর যখন খতীব খুতবার জন্যে বেরিয়ে আসেন, তখন ফিরিশতাগণ দরজা ছেড়ে দেন এবং হাজিরা বই বন্ধ করে খুতবা শোনার জন্যে এবং সালাত আদায়ের জন্যে মস্‌জিদের ভিতরে বসে পড়েন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত)।

এই হাদীসের একটি ব্যাখ্যা রয়েছে। বছরে একবার ঈদুল আজহা আসে। জুমুআ'হ-র দিবস সপ্তাহে একবার। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ঈদুল আজহায় দু'টি দায়িত্ব মানুষের উপর ওয়াজিব করেছেন। একটি হলো সালাত, অপরটি কুরবানী। ইয়াওমুল জুমুআ'হ বা শুক্রবারে একইভাবে জুমুআ'হ-র সালাত কে ফরয্-ই-আইন করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়টি তথা প্রত্যেক সপ্তাহে কুরবানী কষ্টদায়ক হতো। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন রহম করে মানুষের জন্যে সহজ উপায় করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি আউয়াল ওয়াক্তে জুমুআ'হ-র সালাতের জন্যে আসবে সে উট-কুরবানীর সাওয়াব পাবে। এরপর যে আসবে সে গরু কুরবানীর সাওয়াব পাবে। এরপর যে আসবে সে বকরী কুরবানীর সাওয়াব পাবে। তারপর যে আসবে সে মুরগী কুরবানীর এবং তারপর যে আসবে সে ডিম কুরবানীর সাওয়াব পাবে। আর সবশেষে যারা আসবে তারা সালাতের সাওয়াব পাবে, কিন্তু কুরবানীর সাওয়াব তাদের আমলনামায় লেখা হবে না।

এভাবে শুক্রবার জুমুআ'হ-র সালাতে আউয়াল ওয়াক্তে যাবার জন্যেই তাগিদ দেওয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আল হাদীসে এবং তা করা হয়েছে আল কুরআনের সূরা জুমুআ'হ-য়— ৬২ঃ৯ আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্দেশিত হুকুমের পরিপ্রেক্ষিতে।

৩২। ইয়াওমুল জুমুআ'হ-তে একটি বিশেষ মুহূর্তের মর্তবার কথা এবং সে সময় মুমিন বান্দাহ্‌দের যে কোনো দু'আ কবুল হবার খুশ-খবরী আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) হাদীসে দিয়েছেন।

আবু হুরায়রা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জুমুআ'হ-র দিনের বৈশিষ্ট্যের আলোচনা কালে বলেন, এতে এমন একটি সময় রয়েছে যে, কোনো মুসলমান যদি ঐ সময় আল্লাহ্‌র কাছে কোনো কিছু প্রার্থণা করে আল্লাহ্ অবশ্যই তার দু'আ কবুল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কথাটি বলার সময়, নিজ হাতের ইশারায় সময়টি যে স্বল্প তা বুঝাচ্ছিলেন (বুখারী ও মুসলিম)।

মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফের বর্ণনায়, সময়টি হলো ইমামের মিম্বরে বসা থেকে ফরয্ সালাত শেষ হওয়া অবধি। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ আবু মূসা আশ্‌আরী (রাযিঃ)-এর পুত্র আবু বুরদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) প্রশ্ন করলেনঃ তুমি কি তোমার পিতা (আবু মুসা

www.pathagar.com

আশ্‌আরী)-কে জুমুআ'হ-র দিনের দু'আ কবুলের মুহূর্তটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছো? আমি বললাম, হাঁ। আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি ঃ দু'আ কবুলের সময়টি হচ্ছে ইমামের মিম্বরে বসার সময় থেকে শুরু করে সালাত শেষ হওয়া অবধি (মুসলিম ও আবু দাউদ)। হযরত হাসান বসরী (রহঃ)সহ অনেক আলীম এ বর্ণনার ভিত্তিতে মত দেন যে, দু'আ কবুলের বিশেষ মুহূর্ত ওটিই।

এদিকে তিরমিযী শরীফের আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, এ সময়টি হলো আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত অবধি। হাদীস এমন ঃ হযরত আনাস (রাযিঃ) সূত্রে নবী করীম (সাঃ) বর্ণিত যে, তিনি ইরশাদ করেন ঃ জুমুআ'হ-র দিন দু'আ কবুলের সম্ভাবনাময় সময়টি তোমরা আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তালাশ কর (তিরমিযী)।

জানা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জুমুআ'হ-র দিন আসরের পরে সময়টির ব্যাপারে খুব সচেতন থাকতেন এবং ফাতিমা (রাঃ) এ সময় যিক্‌র ও দু'আয় মশগুল হতেন। দেখা যায়, বুখারী শরীফের অপর এক রেওয়ায়েতেও খুতবা দেওয়া থেকে সালাত শেষ হওয়ার সময়টুকু ছাড়াও আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত বিস্তৃত সময়কেও ঐ বিশেষ সময়ের অন্তর্ভুক্ত বলে জানানো হয়েছে। এসবের মাধ্যমে জুমুআ'হতুল মুবারকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে এ ব্যাপারে যত্নবান হতেই তাগিদ করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীসে।

৩৩। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় যেহেতু জুমুআ'হ-র দিনের দু'আ কবুলের সময় বা মুহূর্তকে সুনির্দিষ্ট না করে এর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং এর ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, সেহেতু হাদীসের ব্যাখ্যাকালে মুহাদ্দিসগণ ইয়াওমুল জুমুআ'হ বা শুক্রবারের ঐ শুভ মুহূর্তকে পাওয়ার জন্যে অনেকগুলি সম্ভাবনাময় সময়ের কথা নির্দেশ করেছেন। এই সময়গুলি হচ্ছে ঃ (১) ফযরের নামাজের সময়, (২) সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত, (৩) আসরের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, (৪) মিম্বর হতে ইমাম নেমে এসে সালাতের তাকবীরে তাহরীমা বলা পর্যন্ত, (৫) সূর্যোদয়ের পরবর্তী সময়, (৬) সূর্যোদয়ের মুহূর্ত, (৭) দিনের শেষ প্রহর, (৮) সূর্য ঢলে যাবার পর হতে ছায়া আধা হাত বিস্তৃত হওয়া পর্যন্ত, (৯) সূর্য ঢলে যাবার পর এক হাত হওয়া পর্যন্ত, (১০) বা একহাত হওয়া পর্যন্ত, (১১) ঠিক সূর্য ঢলার মুহূর্ত, (১২) জুমুআ'হ-র আযানের সময়, (১৩) ঢলে যাবার পর হতে জুমুআ'হ-র সালাত পর্যন্ত, (১৪) সালাত সমাপ্তি পর্যন্ত, (১৫) বা সূর্যাস্ত পর্যন্ত, (১৬) ইমাম মিম্বরে আরোহণ থেকে অবরোহণ পর্যন্ত, (১৭) ইমাম সালাত শেষে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত, (১৮) মিম্বরে আরোহণ থেকে সালাত সমাপ্তি পর্যন্ত, (১৯) আযানের পর হতে সালাতের শেষ পর্যন্ত, (২০) মিম্বরে বসার পর হতে সালাত শেষ পর্যন্ত, (২১) বেচাকেনা হারাম হওয়া থেকে হালাল হওয়া পর্যন্ত, (২২) আযানের নিকটতম সময়, (২৩) খুতবা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, (২৪) খুতবা শুরুর মুহূর্ত, (২৫) দুই খুতবার মধ্যবর্তী সময়, (২৬) মিম্বর হতে অবরোহণের সময়, (২৭)

www.pathagar.com

ইকামাত দেওয়ার সময়, (২৮) ইকামাত হতে সালাত শেষ পর্যন্ত (২৯) জুমুআ'হ-র সালাত আদায়ের সময়, (৩০) আসরের সালাতের সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, (৩১) আসরের সালাতের মধ্য হতে, (৩২) আসরের পর হতে সালাতের মুস্তাহাব সময়ের পূর্ব পর্যন্ত, (৩৩) আসরের সালাতের পর হতে, (৩৪) আসরের শেষ সময় এবং (৩৫) সূর্যাস্তের মুহূর্ত (ফয়জুল কালামের টীকা দ্রষ্টব্য)।

মুহাদ্দিসগণের বিভিন্ন মতের সংযোজনে প্রদত্ত এই তালিকা থেকে জুমুআ'হ-র দিবসের নিশ্চিতভাবে দু'আ কবুলের মর্তবাপূর্ণ মুহূর্তটি লাভে উৎসুক যে মুমিনেরা, তাদেরকে বস্তুত শুক্রবার সুব্হে সাদিক থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অত্যন্ত সচেতনভাবে সালাত, যিক্র, ক্বুরআন তিলাওয়াত, দু'আ চাওয়াসহ আল্লাহ্র ইবাদাতে কাল কাটাতে হবে।

(৩৪) হাদীসে আরো আছে যে, প্রতিশ্রুতির দিবস রোজ কিয়ামত এবং যে দিনের জন্যে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে সেটি আরাফাতের দিন বুঝায়। যে দিন সাক্ষ্য দেয়, সেটি শুক্রবার। এর চেয়ে ভালো দিনে সূর্য উদিত বা অস্তমিত হয় না। সেই দিনে এমন একটি সময় আছে, যে সময়ে কোনো মুমিন বান্দাহ্ আল্লাহ্র নিকট কোনো উত্তম জিনিসের প্রার্থণা করে, আল্লাহ্ তা পূরণ করেন। অথবা সে যদি কোনো কিছু হতে আশ্রয় প্রার্থণা করে, তবে তিনি তাকে আশ্রয় প্রদান করেন (তিরমিযী, আহমাদ)।

(৩৫) জুমুআ'হ দিবস ও এর সালাতের গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরো বলেন, দুনিয়াতে আমাদের আগমন সকলের শেষে হলেও, কিয়ামতের দিনে আমরা সকলের আগে মাগফিরাত পাবো। ইহুদী-নাসারাদেরকে আমাদের পূর্বে কিতাব ও হিদায়াত দেওয়া হয়েছিলো এবং আমাদেরকে পরে। তাদের সকলের উপরই জুমুআ'হ-র সম্মান ফরয্ করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা এতে মতভেদ করলো এবং আল্লাহ্ আমাদেরকে এর উপর অটল থাকার তওফীক দেন। সুতরাং দিনের দিক থেকে অন্যান্য জাতি আমাদের পিছনে। ইহুদীরা একদিন পর, নাসারারা দুই দিন পর (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)।

প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা

(১) বাংলাদেশে এখন পরিবেশ-পরিস্থিতি যা তাতে করে সন্দেহের খুবই সঙ্গত কারণ রয়েছে। যদি শুক্রবার এখনকার মতো সাপ্তাহিক ছুটি না হয়ে ঔপনিবেশিক শাসনামলের ন্যায় সরকারী কর্ম দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়, বা অর্ধদিবস ছুটি ঘোষিত হয়, বা জুমুআ'হ-র সালাতের জন্যে ওই দিন অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য খোলা রেখে এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা, বা দুই ঘণ্টার জন্যে বিরতি বা ছুটি দেওয়া হয়, যেমনটি ১৯৯৭ সালে এসে সরকারী নীতি-নির্ধারকদের কথায়, আচরণে ও দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, তাহলে শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে কেন তা মেনে নেওয়া হবে? বেতন কমিশনের টার্মস অফ রেফারেন্সে না থাকা সত্ত্বেও তাদের কর্তৃক অযাচিতভাবে প্রলুব্ধ হয়ে, প্ররোচনায় পড়ে, বা শাসকগোষ্ঠীর বদ খেয়ালে শুক্রবারকে ওয়ার্কিং ডে ঘোষণা করে, শনিবার ও রোববারকে সাপ্তাহিক ছুটি দিবস করতে পরামর্শ প্রদান করা

www.pathagar.com

হয়েছে। কোন্ বদ মতলবে এ কাজ করা হয়েছে? কিংবা যেভাবে সরকার অযাচিতভাবে অলসতা ও ফাঁকিবাজিকে প্রশ্রয় দিয়ে অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্ত নিয়ে দুই দিনের ছুটি ঘোষণা করেছেন, তাতে করে কি এ কথা বুঝা যাচ্ছে না যে, শুক্রবারের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে একটি চক্রান্ত ভেতরে ভেতরে চলছে? আবার কিছু কিছু পত্র-পত্রিকায় ভাড়াটে লেখকেরা যেভাবে ছুঁচোর নৃত্য শুরু করেছে এবং শুক্রবারের ছুটির বিরুদ্ধে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলা শুরু করেছে, তা কি পর্দার অন্তরালে লুকিয়ে রাখা বদ-চিন্তারই কূটকৌশলপূর্ণ প্রাথমিক উন্মোচন নয়?

(২) শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটি শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে ব্যাপক গণমানুষ কি বাতিল করতে বলেছে যে, তাদের সম্মতি না নিয়ে, একেবারেই অনাবশ্যকভাবে তাদের উপর তাদের ধর্ম, ঈমান, আকাঙ্ক্ষা, কাম্য দায়-দায়িত্ব এবং স্বস্তি-শান্তির বিরোধী বিধর্মী ইহুদী-নাসারা শির্ক ও কুফরভিত্তিক কালচার আর ছুটি দিবসকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? কেন প্রকৃত জনমতের কোনো মূল্য নেই রাষ্ট্র শাসকবর্গ ও তাদের তাঁবেদারদের কাছে? গণতন্ত্র, জনমত, ঈমান-আকীদা, রাষ্ট্রীয় সংবিধান— কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ মুসলমানের ইচ্ছাকে পায়ে দ'লে কাফির-মুশরিকদের ইচ্ছাকে, তাদের কালচার ও শিরকী বিধানকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেবার কোনো অধিকার কারো আছে কি? আর মুসলিম জাতি তা সহ্য করবে কেন? কেন তারা আল্লাহ্র বিধান ও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ্ ছেড়ে দিয়ে শিরক্ ও কুফরীর সাথে তাল দেবে?

(৩) শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করলে বা অর্ধদিবস করলে বা দেড়/দুই ঘণ্টার বিরতি রাখলে কীভাবে অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন জাগতিক প্রয়োজন ও আয়-উপার্জনের বিশাল কর্মক্ষেত্রের কাজ বাদ দিয়ে অর্ধদিবস ছুটি বা সাময়িক বিরতি নিয়ে মুসলমান ভাইগণ ব্যস্ততা, কর্ম সমাধার মানস, জাগতিক প্রয়োজনের প্রাধিকার, রুজি-রোজগারের ফিকির, ক্লান্তি ও অবসাদ, ক্লায়েন্টের তাগিদ, উপরওয়ালার নির্দেশ ও বিশেষ দাবী— এ সব ছেড়ে পূর্ণ নিষ্ঠা ও সময় ব্যয়ের সাথে সালাত আদায় করবে? কীভাবে বিরক্তি, ক্লান্তি, অবসাদ, অফিস থেকে বেরোনোর ঝামেলা, অফিসে বা কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাবার তাগিদ, দুপুরে ক্ষুধা নিবারণের সমস্যা, প্রাকৃতিক কর্ম সমাধার বাস্তব বাধা ও পরিবেশের অভাবজনিত পরিস্থিতি, ঘামে ভেজা কাপড়-চোপড়ের সমস্যা, অপবিত্র শরীর, ইস্তিনজা-ওয়াজুর সমস্যা, পরিপূর্ণ তাহারাতের নিশ্চয়তা বিধান ইত্যাদি সবকিছুর সুষ্ঠু মোকাবেলা করে এবং এরপরও যথেষ্ট সময় পেয়ে শুক্রবারের ফরয্ জুমুআ'হ সালাত ঠিকভাবে আদায় করতে সক্ষম হবে?

(৪) আল কুরআনের সূরা জুমুআ'হ-তে তিজারাত, ব্যবসা-বাণিজ্য, জাগতিক স্বার্থ, বৈষয়িক ফিকির ছেড়ে যেভাবে আযান শোনা মাত্র আউয়াল ওয়াক্তে যাবতীয় প্রস্তুতি সমাধাসহ পবিত্র হয়ে মস্জিদে জুমুআ'হ-র সালাত আদায়ের জন্যে ত্বরা করে চলে যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা কীভাবে পালন করা সম্ভব, যদি মুসলমানের দেশে, সংবিধান অনুযায়ী 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' রাষ্ট্রীয়

www.pathagar.com

মৌলনীতি হবার পর, ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম হবার পর এবং 'সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস হবে যাবতীয় কার্যকলাপের ভিত্তি'—এ কথা ঘোষণা দেবার পরও শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করা হয়, বা অর্ধদিবস করা হয়, বা দেড়-দুই ঘণ্টার জন্যে কেবল সালাত আদায়ের বিরতি দেওয়া হয়? এ ক্ষেত্রে চারদিকে সমস্যা রয়েছে— প্রথমত. মুসলমানরা পারবে না পরিপূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে বা আদৌ সালাত আদায় করতে। দ্বিতীয়ত. রাষ্ট্র ও শাসন কাঠামোর শুক্রবারের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব ও সিদ্ধান্ত এবং এ কারণে কালচার ও পরিবেশে ইসলাম বিরোধী, মুসলমান বিরোধী, কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী বাতাবরণ তৈরি হবে। তৃতীয়ত. মুসলমানদেরকে জাগতিক ফিকিরে আটকে রেখে, নানাভাবে পরিবেশজনিত প্রভাব এবং সুযোগের অনুপস্থিতিজনিত অবস্থায় বাস্তবে নিরুৎসাহিত করা হবে জুমুআ'হ-র দিবসের পবিত্রতা রক্ষা, করণীয়সমূহ সমাধা ও সুষ্ঠুরূপে সালাত আদায়ের ত্রিবিধ দায়িত্ব পালনে গাফিল করে তুলে। চতুর্থত. কুরআনের নির্দেশ ও সুন্নাহর প্রদর্শিত আকীদা-আমলকে হালকা করে ফেলা হবে। এতে করে মুসলমানদের তৌহিদ, তাকওয়া, তাহারাত, তাজকিয়ার পরিপূর্ণ জীবনবোধকে এবং তমদ্দুনকে লক্ষ্য ও মর্মচ্যুত করে আনুষ্ঠানিকতার পথে প্রবাহিত করে শেষাবধি পরিত্যাগের সীমানায় পৌঁছে দেওয়া হবে। তাই সঙ্গত প্রশ্ন ঃ তৌহিদী জনতা কেন এই ধর্ম বিনাশী, আত্মহননকারী, উম্মাহ ধ্বংসকারী রাস্তায় পা বাড়াবে? কেন তারা শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটির বিরুদ্ধে কোনো গুঢ় বদ মতলবকে বাস্তবায়িত হতে দেবে?

(৫) যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকেই জুমুআ'হ-র জন্যে প্রস্তুতি নিতেন এবং উম্মতকে তাগিদ দিয়েছেন তা করতে; যেখানে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে অর্থাৎ জুমুআ'হ-র রাতে বিশেষ সালাত, যিক্‌র, কুরআন তিলাওয়াতে, দু'আ ইত্যাদিতে সময় ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে; যেখানে ওই রাতে এবং জুমুআ'হ-র দিনে কুরআনের বিভিন্ন সূরা বিশেষভাবে পাঠের তাগিদ দেওয়া হয়েছে; যেখানে জুমুআ'হ-র রাত ও দিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দু'আ কবুলের মুহূর্ত তালাশ করে তা কাজে লাগানোর তাগাদা দেওয়া হয়েছে; যেখানে জুমুআ'হ-র রাত-দিনে বিশেষভাবে যিক্‌র ও দরুদ পাঠে ব্যস্ত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; যেখানে জুমুআ'হ-র দিন চুল-নখ-অবাঞ্ছিত ঝামেলা পরিষ্কার ইত্যাদির পর ভালোভাবে গুসল করা, ওয়াজু করা, তাহরাত অর্জন, পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান, তেল ও সুগন্ধি লাগানো, দান-খয়রাত করা, রাতে-দিনে মা-বাবাসহ অন্যদের কবর যিয়ারত করা, অন্যদেরকে প্রস্তুতি নিতে ও সালাতে আসতে উৎসাহিত করা, আউয়াল ওয়াক্তে মস্‌জিদে পায়ে হেঁটে যাওয়া, যথেষ্ট আগে যাওয়া যাতে করে ইমামের যতো কাছাকাছি পারা যায় বসা যায়, কাউকে ডিঙ্গিয়ে বা কষ্ট দিয়ে বা দু'জনের মাঝে না বসতে হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা, সুন্নাত সালাতসমূহ আগে-পরে আদায় করা, দু'বারের খুতবা নীরবে শোনা, অন্তর দিয়ে খুশু-খুজুসহ সালাত আদায় করা— এসব করতে বলা হয়েছে; যেখানে তিজারাত, জাগতিক স্বার্থ ও ফিকির সবকিছুকে হারাম করে, নিষিদ্ধ করে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে ইয়াওমুল

www.pathagar.com

জুমুআ'হ-র পবিত্রতা রক্ষা ও সালাতুল জুমুআ'হ-র ফরয্ আদায় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে শুক্রবারের ছুটি বাতিল হলে, বা অর্ধদিবস হলে, বা দেড়-দুই ঘন্টার বিরতির ব্যবস্থা হলে কীভাবে আল কুরআন ও সুন্নাহ নির্ধারিত ও নির্দেশিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব? অবশ্যই তা সম্ভব নয়। আর ওই পরিস্থিতিতে কেন মুসলমানের দেশে, শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ তৌহিদী জনতা আজকের দিনে সাপ্তাহিক ছুটির রেওয়াজ পালনকালে শুক্রবার ছাড়া অন্য কোনো দিনকে মেনে নেবে?

কাজেই উপরোক্ত বিশ্লেষণের পর সকল দিক বিবেচনায় রেখে আমাদের দাবী হচ্ছে—

(১) বাংলাদেশে সাপ্তাহিক সরকারী ছুটি কেবল শুক্রবারই থাকবে।

(২) শনিবারও ছুটি— এটি ছিলোও না, কেউ চায়ওনি। এটি অযাচিতভাবে দেওয়া হয়েছে অহেতুক বিতর্ক, বিভক্তি তৈরি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের বদ খেয়ালে।

(৩) শনিবার বা রবিবার ছুটিকে মুসলমানরা তাদের ধর্ম, আল কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ, তাদের ঈমান-আকীদার বিরুদ্ধে বলেই গ্রহণ করবে না। আল্লাহ্‌র বিশ্রাম (?, নাউজুবিল্লাহ্)-এর গল্পের 'সাবাত'কেন্দ্রিক শনিবার এবং প্রভু যীশুর রিজারেকশনের কল্প কাহিনী ও ট্রিনিটির ঘোষণা-নির্ভর রবিবার মুসলমানদের কাছে একেবারেই অর্থাৎ শতকরা একশ' ভাগ পরিত্যাজ্য। শনিবার ও রবিবারের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ছুটি প্রদান শিরক্ ও কুফরীর নামান্তর। আর শুক্রবারের ছুটি বাতিল করা মুসলমানদের সাথেই শত্রুতা, আল্লাহ্ ও রাসূল (সাঃ) কর্তৃক ঘোষিত সাপ্তাহিক ঈদ দিবসের সাথেই শত্রুতার বহির্প্রকাশ।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী বান্দাহ্ হিসেবে তৌহিদী জনতা শুক্রবারের বিরুদ্ধে কোনো ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র মেনে নেবে না। আর সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে শুক্রবারের কোনো বিকল্পও নেই।

আল্লাহ্ হাফিজ।

২১-২৫ রবিউল আউয়াল ১৪১৮, ১২-১৬ শ্রাবণ ১৪০৪, ২৭-৩১ জুলাই ১৯৯৭

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

শুক্রবারের সংস্কৃতি, সাপ্তাহিক ছুটি ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শুক্রবার ও জুমুআ'হ-এর সালাতের জীবনবোধ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত আল কুরআন এবং প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নাহ ও হাদীস অনুযায়ী তৌহিদ-নির্ভর ইসলামী জিন্দেগী কায়েমের জন্যে উম্মতী মুহাম্মদী সার্বক্ষণিক ও সচেতন প্রচেষ্টা চালায় ঈমান ও আমলের তথা বিশ্বাস ও কর্ম বাস্তবায়নের দ্বিমাত্রিক অথচ একই পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববীক্ষাভিত্তিক জীবন চর্চার মাধ্যমে। মুহূর্ত, সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর, দশক, যুগ, শতাব্দী, কাল এবং কাল-উত্তীর্ণ জীবন প্রবাহে উম্মতী মুহাম্মদীর তথা মুমিন মুসলমানদের এই ঈমান ও আমল এবং উভয়ের অবিচ্ছেদ্য সংযোগে সৃষ্ট কালচার বা সংস্কৃতি তাদেরকে পথ দেখায়, টিকিয়ে রাখে এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে চিনতে, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে আর তাঁর দেওয়া পূর্ণাঙ্গ বিধান অনুযায়ী জীবন চালাতে এবং প্রতিটি নিঃশ্বাসে তাঁর শুক্‌রিয়া আদায় করে বেঁচে থাকতে শেখায়।

সর্বাবস্থায় ঈমান এবং দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও যিক্‌র-এর সাথে সাথে সালাতুল জুমুআ'হকেন্দ্রিক ইয়াওমুল জুমুআ'হ বা শুক্রবারের চব্বিশটি ঘণ্টা প্রতি সপ্তাহে উপরোল্লিখিত ইসলামী বিশ্বদৃষ্টি এবং মুসলিম সংস্কৃতির প্র্যাকটিক্যাল ডিমোনসট্রেশন দিয়ে যায়। শুক্রবারকে ঘিরেই মুমিন মুসলমানদের ঈমান ও আমল যাচাই-বাছাই, পরিচ্ছন্নকরণ ও দৃঢ়করণ; আল কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবিক ইসলামী জিন্দেগীর বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ড এবং তা সৃষ্ট জীবনবোধের সচেতন লালন-পালন, সযত্ন সংরক্ষণ, উত্তরোত্তর পরিবর্ধন আর ব্যক্তি থেকে সামষ্টিক এবং জাতীয় থেকে বিশ্ব মানবিক স্তরে এর প্রবাহকে বজায় রেখে প্রতি স্তরে কার্যকর প্রতিষ্ঠা দান এবং সেসবের সুফল প্রাপ্তির সর্বোচ্চ প্রয়াস-প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা হয়।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে শুরু করে শুক্রবারের পুরো দিন এই ইসলামী জীবনবোধের ঈমান ও আমল, বিশ্বাস ও কর্ম প্রয়াস, কর্মচেতনা ও কর্ম বাস্তবায়নের প্রবাহ মুসলমানদের জাগতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। দ্বীন ও দুনিয়ার একই সামগ্রিক উদ্দেশ্যভিত্তিক পরিচর্যা, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া এবং চিরস্থায়ী আখিরাতের জিন্দেগীকে একযোগে পরিচ্ছন্ন, শুভ, সুন্দর, কল্যাণময়, মানবিক ও আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন করে তোলার সযত্ন প্রয়াসই শুক্রবার ও জুমুআ'হ-এর সালাতের প্রেরণা। অবিচ্ছিন্ন হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল ইবাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সমাধা করে এবং আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে মেনে, তাঁর দেওয়া সর্বোচ্চ বিধান মোতাবিক চলে, তাঁর কাছে

www.pathagar.com

আত্মসমর্পণ করে, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে পরিপূর্ণ ইসলামী দ্বীনি জিন্দেগী ও ইনসানিয়াত কায়েমের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবন, সমষ্টি জীবন, জাতীয় জীবন এবং বিশ্বমানবতার পরিসরে কলুষমুক্ত, পরিচ্ছন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইয়াওমুল জুমুআ'হ ও সালাতুল জুমুআ'হ-এর মহত্তম উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, দাবী, কর্মসূচী, কর্মপ্রচেষ্টা এবং বাস্তবায়ন সাধনা।

এই বিশ্বদৃষ্টি ও জীবনবোধকে উপলব্ধি করতে, আয়ত্তে আনতে, সে মত কাজে নামতে এবং তদনুযায়ী জীবন চালাতে চূড়ান্ত আন্তরিক নিয়ত, সামর্থ্য, সঙ্গতি ও বাস্তবায়ন প্রয়াস নিয়ে এগিয়ে আসতে না পারলে শুক্রবারের মর্তবা এবং জুমুআ'হ-র সালাতের প্রকৃত তাৎপর্য এবং এর সাংস্কৃতিক-নৈতিক বোধকে বুঝা যাবে না। এ ব্যাপারে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্-নির্ভরতা এবং আল কুরআন ও সুন্নাহর নীতি-নির্দেশনা অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়াটাই প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। এ তার ঈমানের এসিড টেস্ট, আমলের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা এবং মুসলমানত্বের বাস্তব ওজন পরিমাপকরণ। সুতরাং আজকের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রতিটি মুসলমান ব্যক্তিগতভাবে, মুসলমানেরা সমষ্টিগতভাবে এবং শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ মুসলমানের সমাজে ইতিবাচক সাংবিধানিক লক্ষ্য ও নির্দেশনার উপস্থিতিতে রাষ্ট্র, সংসদ, শাসক-প্রশাসক, রাজনীতিক এলিট, আলীম-উলামা আর সামগ্রিকভাবে মুসলিম জনতা শুক্রবার ও জুমুআ'হ-র সালাতকে আল কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত স্পিরিট অনুযায়ী দেখবেন, এমনটি আশা করাই সর্বাধিক সঙ্গত। এক্ষেত্রে ইসলামী জীবনবোধ তথা আল কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে এবং এর পরিপূর্ণ রূপ, দাবী ও কর্মসূচী সম্পর্কে পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা নিয়ে, রাষ্ট্র ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে, সংকীর্ণ জিদ মিটিয়ে, প্রকৃত অর্থে অশিক্ষিত ও অর্বাচীন হাতে গোনা নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের প্রশ্রয় দিয়ে, সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংককে খুশী রেখে, কিংবা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বাস্তব কর্মকাণ্ডকে আড়াল করে তাদেরকে তোয়াজ করার মানসে, অথবা দেশাভ্যন্তরে নিতান্তই বিরোধী শক্তিকে ঘাঁটানো ও তাদেরকে কুপোকাৎ করার নোংরা মানসে যদি শুক্রবারের পবিত্রতা ও সর্বাগ্রগণ্য দাবীকে অস্বীকার করা হয়, জুমুআ'হ-র সালাতকে তাৎক্ষণিক আনুষ্ঠানিকতায় রূপান্তরের অপপ্রয়াস নেওয়া হয়, তবে তা হবে মুসলমান হিসেবে, জাতি হিসেবে, মানব সমষ্টি হিসেবে আমাদের সম্মিলিত আত্মহননের সামিল। ইসলামী কালচার ও জীবনবোধকে ছেড়ে দিয়ে, আল কুরআন ও সুন্নাহ্র নীতি-নির্দেশনাকে অগ্রাহ্য করে নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে শিরক্ ও কুফরীকে লালন করে আমরা মুসলমান হিসেবে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, এই মুসলমান সমাজে-রাষ্ট্রে-দেশে স্বীয় স্কন্ধে জোয়াল লাগাবো, পায়ে বেড়ী দেবো, গলায় ফাঁস পরবো এবং আত্মপরিচয় লুপ্ত করে মানবেতর কুফরী বিশ্বাস ও জীবনকে বাছাই করে নিয়ে ক্রমেই চলে যাবো আত্মধ্বংসের বিবর রচনা করে, তা কোনোমতেই হতে পারে না। তৌহিদী জনতা, মুসলমান জাতি কোনো অবস্থাতেই এই অর্বাচীন রাষ্ট্রীয় আয়োজন এবং ষড়যন্ত্রকে মেনে নিয়ে নিজেদেরকে ধ্বংস করতে পারে না। না চাইতেই শুক্রবারের একদিনের ছুটির স্থলে শনিবার ছুটিসহ দু'দিন সাপ্তাহিক ছুটি দিয়ে অনাবশ্যক বিতর্ক সৃষ্টি এবং অলসতা ও ফাঁকির মধ্যে জাতিকে ডুবিয়ে দেওয়া, নাস্তিক ও কুফরী মতাবলম্বী হাতেগোনা ইসলামের শত্রুদের তরফ থেকে শনিবার ও রবিবারকে সাপ্তাহিক ছুটি করার জন্যে দাবী উত্থাপন, সাপ্তাহিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় ও সংবাদ প্রকাশ; ১৯৯৭-এর বেতন কমিশন

www.pathagar.com

কর্তৃক টার্মস অফ রেফারেন্সে না থাকা সত্ত্বেও শুক্রবারের ছুটি বাতিল করা; শনি ও রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি দেওয়ার জন্যে সুপারিশ এবং সবশেষে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, তাঁর নীতি-নির্ধারক ও সচিবদের বৈঠকে শুক্রবারের বদলে বা একে অর্ধেক করে দিয়ে রবিবার ছুটি দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৮ আগস্ট ১৯৯৭, শুক্রবার)— এসবই প্রমাণ দেয় বদ মতলবের। বুঝা যাচ্ছে, অচিরেই হয়তো বা শুক্রবারের ছুটি বাতিল করা হবে। কিংবা তৌহিদী জনতার প্রতিরোধের আশংকায় অর্ধেক ছুটি করার বিধান দেওয়া হবে। আর মুষ্টিমেয় আলীম নামধারী ভাড়াটে লোক যোগাড় করা হবে এর অনুকূলে ফতোয়া দেওয়ার জন্যে। শনিবার আর রবিবার বা কেবল রবিবার পূর্ণাঙ্গ ছুটির দিকেই এগোবে সরকার। চাটুকার বুদ্ধি ব্যবসায়ী, ইসলাম সম্পর্কে অশিক্ষিত মোল্লা, ধড়িবাজ সংবাদপত্র কর্মী কিছু সংখ্যক পাওয়া যাবে শাসকগোষ্ঠীর সিদ্ধান্তের অনুকূলে চীৎকার করার জন্যে। বিনিময় নিয়েই তারা এ কাজ করবে। অজ্ঞতা, জিদ, প্রভু ভক্তি, তথাকথিত শত্রু বিনাশের অন্ধকার দর্শনই এহেন অসৎ মতলববাজীর পিছনে ক্রিয়াশীল থাকছে ও থাকবে। আমাদের এসব আশংকা সত্য না হলেই ভাল। তবে আলামত সুবিধার নয়। তৌহিদী জনতাকে তাই বড়ই হুঁশিয়ার ও দায়িত্ব সচেতন থাকবে হবে। মনে রাখতে হবে, রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সময় সাপ্তাহিক ছুটির বিধানই ছিল না। সে সময় সপ্তাহের সাতদিনই মুসলমানরা পরিশ্রম করতেন। আজকের বিশ্বে সাপ্তাহিক ছুটির রেওয়াজ চালু আছে এবং ইসলাম এ ব্যাপারে হারাম বা নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেয়নি বলে এটি গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। তবে আমাদের এই দরিদ্র পশ্চাদপদ দেশে অলসতা, শ্রমবিমুখতা, কর্ম ফাঁকি বন্ধ করার জন্যে এ যাবৎকার চালু থাকা শুক্রবারই হবে একমাত্র সাপ্তাহিক ছুটির দিন। শনিবারকে বাতিল করতে হবে, কেননা ঐ ছুটি শিরক্ ও কুফরযুক্ত। রবিবারেও ছুটি হতে পারবে না, কেননা সেটিও শিরক্ ও কুফরযুক্ত।

জুমুআ'হ বার ও জুমুআ'হ-এর সালাতের সংস্কৃতি ঃ তাৎপর্য অনুধাবন

সালাত শব্দটি উদ্ভূত 'সাল্লিয়্যুন' শব্দ থেকে যার অর্থ হচ্ছে বক্রতাকে উত্তাপ দিয়ে সোজা করা। সালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ্র উত্তাপে নশ্বর মানুষের বক্রতা দূর হয়ে সে খাঁটি ঈমানদার হয়ে ওঠে। আর সালাত-এর অপর আদি শব্দ 'সিলাতুন' মানে হচ্ছে সম্পর্ক ঃ সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সঙ্গে বান্দাহ্র সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অর্থাৎ খালিক (স্রষ্টা)-এর সঙ্গে মাখলুক (সৃষ্টি)-এর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, যিক্র ও কুরআন তিলাওয়াত, অন্যান্য নেক আমলের মধ্যে আল্লাহ্ ও রাসূলের (সঃ) নীতি-নির্দেশের বাস্তবায়নের সাথে সাথে প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকেই শুক্রবারের রাত শুরু হয় এবং শুক্রবারের দায়-দায়িত্ব পালন ও জীবন চেতনার অনুসরণ শুরু করে মুসলমানরা। শুক্রবার দুপুরে জুমুআ'হ-র সালাত হয়। শুক্রবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলে জুমুআ'হ বারের ধর্ম নির্ধারিত কর্মকাণ্ড।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে বেশি বেশি যিক্র, কুরআন পাঠ ও বুঝা, বেশি বেশি সালাত আদায় করতে এবং তাসবিহ পাঠ করতে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীসে। তিনি নিজেও তাই করতেন। বেশি বেশি করে দরুদ পড়তে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়সহ অন্যদের

www.pathagar.com

কবর জিয়ারত ও তাদের জন্যে মাগফিরাত কামনা করতে। এ সময় থেকে শুরু করে দান-খয়রাত করতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে আচরণে, কথায়, কাজে বিশেষভাবে নম্রতা আনতে; আল্লাহ্‌র দিকে নিজেকে রুজু করতে। বলা হয়েছে ইসলামী জিন্দেগী কায়েম এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাসিলের মধ্যে অন্যান্য দিনের পাশাপাশি এ সময় থেকে ঈমান ও আমলে পরিচ্ছন্ন সংযোগ তৈরি করতে।

শুক্রবার ভোর থেকেই অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত শেষ রাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে সুবহি সাদিকের সময় ফরজের সালাত আদায় করার পর থেকেই জুমুআ'হ বার ও সালাতুল জুমুআ'হ-র লক্ষ্যে প্রস্তুতিকে পূর্বাপেক্ষা আরো এগিয়ে নিতে হবে। বলা হয়েছে, শুক্রবার সকালেই বিশেষভাবে পরিচ্ছন্ন হতে, তাহারাত অর্জন করতে। এতদুভয়ের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। শুক্রবার সকালে মিসওয়াক করতে এবং চুল, নখ ও গোঁফ কাটতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে শরীরের অবাঞ্ছিত কেশ কর্তন বা সাফ করতে ও ইসতিন্‌জা ও প্রক্ষালন-এর কাজ সারতে। বলা হয়েছে ভালভাবে গুসল করতে। সুস্থাবস্থায় সবাই ওজু করতে, অসুস্থ হলে তায়াম্মুম করতে। বলা হয়েছে জাহিরী, বাতিনী তাহারাত অর্জন করতে। বলা হয়েছে শারীরিক, মানসিক পবিত্রতা হাসিল করতে। অতঃপর পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করতে, সতর ভালভাবে ঢাকতে, তেল ও সুগন্ধ ব্যবহার করতে। বলা হয়েছে সালাতের স্থান ও জায়নামাজকে পরিচ্ছন্ন করতে। বলা হয়েছে দান করতে, আল্লাহ্‌র স্মরণে যিক্‌র করতে, কুরআন তিলাওয়াত ও দরুদ পাঠ করতে। বলা হয়েছে সুআচরণ করতে, বিনীত ও নম্র হতে। বলা হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়ে থাকা থেকে দ্রুত বিরত হতে, সালাতের নিমিত্ত সেসবকে হারাম বিবেচনা করে। বলা হয়েছে শুক্রবার জাগতিক ফিকির ও স্বার্থ, সংকীর্ণ লাভালাভের দিকে বেশি না ঝুঁকতে, প্রাধিকার দেওয়া হয়েছে জাগতিক কায়-কারবার ছেড়ে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হওয়াকে। বলা হয়েছে মস্‌জিদে জামায়াতে সালাতুল জুমুআ'হ আদায়, খুতবা শ্রবণ, যিক্‌র-এ লিপ্ত থাকতে। আরো জানানো হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্‌ই সবার এবং সব রকম রিযক্‌ এর সার্বভৌম মালিক। বলা হয়েছে, তাঁর কাছে যা আছে এবং যা তিনি দেবেন মুমিনদেরকে তা জাগতিক সবকিছুর চেয়ে কল্পনাতীতভাবে বহুগুণে উত্তম। অর্থাৎ শুক্রবার এবং জুমুআ'হ-এর সালাতে আল্লাহ্‌র দিকেই বিশেষভাবে রুজু থাকতে বলা হয়েছে। এটিই মানুষের জন্যে সর্ব অর্থে মঙ্গলজনক।

প্রতিদিনের, প্রতি মুহূর্তের প্রচেষ্টার সাথে সাথে শুক্রবার ও জুমুআ'হ-র সালাতকে কেন্দ্র করে নাফস্‌কে নিয়ন্ত্রণ করে নাফস্‌-ই-মুতমাইন্না হাসিল করতে বলা হয়েছে। স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাজকিয়া হাসিল করতে, তাওয়াক্কুল ও তাকওয়ার ভিত্তিতে জীবনকে পরিচালনার দিকে এগিয়ে নিতে।

শুক্রবার জাগতিক কায়-কারবার ছেড়ে, চালু থাকলে বন্ধ করে, জাগতিক ফিকিরকে দূরে ঠেলে ও হারাম করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ছুটতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে আউয়াল ওয়াক্তে স্বস্তি ও দৃঢ়তার সঙ্গে অথচ ধীর পদক্ষেপে সালাতের উদ্দেশ্যে যিক্‌রসহ মস্‌জিদের দিকে যেতে। মস্‌জিদে বিনয়ী থাকতে বলা হয়েছে। জামায়াতের সারি ভাঙ্গা, বিরক্ত করে দু'জনের মাঝে বসা, ঘাঁড় ডিঙিয়ে সামনে যাওয়া এগুলোকে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে আগে গিয়ে আগে বসতে, পরে গেলে পিছনে বসতে। আগে গেলে কুরবানী বড় হবে, পিছনে গেলে ক্ষুদ্র হবে। সুন্নাত সালাত আদায় করে

www.pathagar.com

ইমামের খুতবা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে নিশ্চুপ থেকে শুনতে বলা হয়েছে। ফরয সালাত খুশু-খুজুর সঙ্গে আদায় করে পুনরায় সুন্নাত ও নফল আদায় করতে বলা হয়েছে। খুতবা সংক্ষিপ্ত অথচ সারবস্তুতে পূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মুসল্লীদের বলা হয়েছে তা থেকে শিখতে। বলা হয়েছে সালাত বড় করতে, ক্বিরায়াত বেশি পড়তে। অতঃপর যিক্‌র ও দু'আ করতে বলা হয়েছে। জানানো হয়েছে যে, শুক্রবার মুসলমানদের ঈদ। সালাতুল জুমুআ'হ মুসলমানদের সাপ্তাহিক সম্মিলন এবং ভাব বিনিময়, ঐক্য প্রতিষ্ঠা, সাংগঠনিক দক্ষতা, শৃঙ্খলা, সমস্যা সমাধান ও শিক্ষা অর্জনের মাধ্যম।

বলা হয়েছে, অন্যান্য দিনের পাশাপাশি বিশেষ করে শুক্রবার মানুষের সুরত বা বস্তুগত আকৃতি এবং রুহু বা অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিকে পুরোপুরি আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করে দিতে। বলা হয়েছে শুক্রবারের দু'আ কবুলের অনির্দিষ্ট মুহূর্তটি অনুসন্ধানে এবং তার ফায়দা লাভের জন্যে আল্লাহ্‌র যিক্‌র-ফিকিরে সময় অতিবাহিত করতে।

"আকিমুস সালাতা লি যিক্‌রী" (সূরা ত্বা-হা—২০ ঃ১৪) সালাত কায়েমের সর্বাধিক বড় সোশ্যাল ডিমোনসট্রেশন মুসলমানদের জীবনে দেওয়া হয়েছে শুক্রবার ও জুমুআ'হ-র সালাতকে কেন্দ্র করে। আল কুরআনের ঘোষণানুযায়ী "কুল ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়াইয়া ওয়া মাসাতী লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" (সূরা আল আন'আম—৬ ঃ ১৬২)। অর্থাৎ বল, আমার সালাত আমার ইবাদত বা ত্যাগ বা কুরবানী আমার জীবন ও আমার মরণ নিবেদিত শুধু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্যেই। আরো বলা হয়েছে "ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশায়ি ওয়াল মুনকার, ওয়ালা যিক্‌রীল্লাহি আক্‌বর" (সূরা আনকাবুত—২৯ ঃ ৪৫) অর্থাৎ অবশ্যই সালাত নির্লজ্জতা ও অপবিত্রতা থেকে বিরত রাখে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। এখন এসব দাবীর সবচেয়ে বড় সামাজিক প্রতিফলন ঘটানো যায়, স্বীকৃতি দেওয়া যায়, বাস্তবায়ন করা যায় শুক্রবারের মস্‌জিদ ও জামায়াতভিত্তিক নির্দিষ্ট ওয়াক্ত ও নিয়ম-নির্ভর জুমুআ'হ-এর সালাতের পরিপূর্ণ ও আন্তরিক আদায়ের মাধ্যমে। এই জুমুআ'হ-এর সালাত কায়েমের মাধ্যমেই সমগ্র মুসলিম উম্মাহর দেহ-মন ব্যক্তিক ও সামষ্টিকভাবে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হয়, তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণ হাসিল করে।

মুসলমানদের জন্যে সাপ্তাহিক ঈদ ও গরীবদের জন্যে হাজ্জ হচ্ছে শুক্রবারের জুমুআ'হ-এর সালাত। আর আল্লাহ্‌র জন্যে মুসলমানদের সাপ্তাহিক সর্ববৃহৎ ঐক্যবদ্ধ রুজু, আত্মসমর্পণ, সালাত, সাক্ষাতকার, মুহাব্বাত, নৈকট্য অর্জনের বহিঃপ্রকাশ ইয়াওমুল জুমুআ'হ-এর সার্বজনীন সামাজিক ইবাদাত সালাতুল জুমুআ'হ। এই দিনে এই সালাতেই সর্ববৃহৎ প্রমাণ তুলে ধরা হয় কাফির-মুশরিক, ইহুদী-খ্রীষ্টান ও নাস্তিকদের সঙ্গে মুসলমানদের মৌলিক ও চূড়ান্ত পার্থক্যের। জীবনবোধে, আচরণে, তাহারাতে, প্রস্তুতি ও যিক্‌র-ফিকিরে, সালাতের নিয়মবিধি ও অন্তঃসারে কাফির-মুশরিকদের সঙ্গে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠে সালাতুল জুমুআ'হ-র অনির্বচনীয় ও অনুপম সংস্কৃতির মাধ্যমে।

তাহারাত-এর ক্ষেত্রে যেমন ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাবসহ সবকিছু মেনে, পালন করে পবিত্রতা অর্জন করতে হয় শরীরে, মনে, বস্ত্রে, তেমনি সালাতের ক্ষেত্রে আহকাম,

www.pathagar.com

আরকান মানতে হয়। মানতে হয় ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব। এভাবে সালাত হয়ে ওঠে কেবল পড়ার বিষয় নয়, কায়েমের বিষয়। সালাত হয়ে ওঠে কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারক। এভাবে সালাত হয়ে ওঠে অন্তরের আলো, চোখের শান্তি, দ্বীনের স্তম্ভ, আল্লাহ্‌র সঙ্গে মুমিনের একান্ত সাক্ষাতকার ও আলাপ। এভাবে সালাত হয়ে ওঠে আল্লাহ্‌র কাছে চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ, তাঁর সর্বাধিক নৈকট্য অর্জন, তাঁর সঙ্গে মিশে যাওয়া। শুক্রবারের জুমুআ'হ-এর সালাতে এ অবস্থাসমূহের মর্তবা উপলব্ধ হয়, যদি তা আনুষ্ঠানিকভাবে না করে আন্তরিকভাবে সময় নিয়ে, ওয়াক্ত ও নিয়ম মোতাবিক আদায় করা হয়, আগে-পরের আল্লাহ্‌র হুকুম পালন ও দায়-দায়িত্ব সমাধাসহ।

সপ্তাহের প্রতিদিনের মতো তো বটেই, সেই সঙ্গে আরো বেশি করে শুক্রবারের জুমুআ'হ-এর সালাতে মুসলমানদেরকে যত্নবান হতে হয়। কেননা এ দিনে সারা দুনিয়ায় তাদের মস্‌জিদভিত্তিক সামাজিক জামায়াত এর মাধ্যমে সালাত আদায়ের ভিতর দিয়ে ইসলাম, এর আকীদা ও আমল গ্রহণ করার সামাজিক পরীক্ষা সমাধা হয়। একমাত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশে এসব সমাধা হয়। সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছেও তা মুসলমানদের অনুপম ধর্মচেতনা ও দর্শনের এবং আল্লাহ্‌প্রিয়তার প্রমাণ।

এ জন্যে ইকামত-ই-সালাত তথা সালাত কায়েম করার সর্বোচ্চ অবস্থা ও সুযোগ হচ্ছে শুক্রবারে জুমুআ'হ-র সালাত। সালাত, দু'আ, তাসবীহ, যিক্‌রি ইলাহী সবচেয়ে বেশি মূল্যবান এই দিনে।

সালাতের আদব-আরকান এবং যাবতীয় শর্ত পূরণপূর্বক, স্বস্তি, প্রশান্তি, ধীরতা, স্থিরতা, চূড়ান্ত আল্লাহ্‌মুখীনতা ও আত্মসমর্পণসহ জুমুআ'হ-এর সালাত আদায় করতে হয়। বলা হয়েছে সালাতের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ খুশু-খুজু, বিনয় ও নিষ্ঠা এবং এভাবে আত্মবিস্মৃতি ও আল্লাহ্‌র স্মরণই তাৎপর্যপূর্ণ।

জুমুআ'হ-র সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে মুসলমানরা কুনূত তথা সালাতের বাতিনী দিকের উপর খুবই গুরুত্ব দেয়, কেননা আল কুরআনে আল্লাহ্ সালাতে কুনূতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই কুনূতের ভিতর শর্তের মধ্যে নিশ্চুপ থাকা, বন্দিগী করা, প্রার্থণা ও দু'আ করা, ইবাদাত করা, দাঁড়িয়ে থাকা, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা, স্বীয় দৈন্যতা প্রকাশ অন্যতম। সালাতের মধ্যে মানবিক ও জাগতিক প্রয়োজন একবারেই বর্জনীয়। এটি কেবল আল্লাহ্‌র। তাই তাঁর যিক্‌র, ক্বিরায়াত, তাসবীহ, ইস্তিগফার, তাশাহহুদ, সালাত— এগুলির ক্ষেত্রে নিশ্চুপ, নিঃশর্ত ও একাগ্র হতে হবে। সালাতে খুশুর মাধ্যমে দেহ অবনমিত থাকবে, আওয়াজ স্তিমিত হবে, মনোভঙ্গি বিনম্র হবে, দৃষ্টি নিম্নমুখী হবে।

সালাতের মাধ্যমে তাবাত্তুল সম্ভব হয় অর্থাৎ মানবিক সবকিছু, বস্তুগত সবকিছুর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়ে আল্লাহ্‌র নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া যায়। জুমুআ'হ-র সালাতে এটির সামষ্টিক, সামাজিক ও মুসলিম উম্মাহভিত্তিক বিশ্বজনীন প্রতিফলন ঘটে। 'ইন্নিওয়ায্‌যাহাতু...' বলার সাথে সাথে এটি শুরু হয় এবং তাকবির-ই-তাহরিমা বা তাকবির-ই-উলা বলার পর মুসল্লীদের রাফি ইয়া দাইন বা দুই হাত উঠানোর সঙ্গে সঙ্গে এটি চূড়ান্ত রূপ পায়। কিয়াম, নিয়ত, সানা বা আল্লাহ্‌র প্রশংসা, তাআউজ মাধ্যমে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা, তাসমিয়া বা তাঁর নামে সূচনা অর্থাৎ কল্যাণ বাণী পাঠ, সূরা

www.pathagar.com

ফাতিহা, ক্বিরাআত, রুকু, তাসমী বা কাওমা, তাহমীদ, সিজদাহ, কুউদ, কাদায়ি আখিরাহ্ ইত্যাদি আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত কালচার, যার সামাজিক চর্চা হয় জুমুআ'হ-এর সালাতে। সালাতের তাদাররুও সর্বোচ্চ প্রতিফলন ঘটায় জুমুআ'হ-র সালাতে। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে মুসলমানরা রোনাজারী, দৈন্যতা এং বিনয়ের সঙ্গে প্রার্থণা করে। জুমুআ'হ-এর সালাতে মুসলমানরা সম্মিলিতভাবে একনিষ্ঠা, নিবিড় মনোযোগ এবং আল্লাহ্র স্মরণ দ্বারা 'হুযুরি কলব' বা একাগ্রচিত্ততার প্রমাণ দেয়। সালাতের এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। ফাহ্ম ও তাদাব্বুরের মাধ্যমে জুমুআ'হ-র সালাত ও খুত্বা বুঝার ও উপলব্ধির চেষ্টা করা হয়। এরূপে যথাযথভাবে কিয়াম, ক্বিরায়াত পাঠ, রুকু, সিজদাহ, ইতমিনান ও শান্তির সঙ্গে সালাত সমাধা করা হয়। এভাবে সালাতে চুরি বন্ধ করার সম্মিলিত সামাজিক অভ্যাস ও চেতনা গড়ে তোলা হয়; সালাতের হালতে আল্লাহ্কে হাজির-নাজির বলে মানা হয়; তাঁকে প্রত্যক্ষণের অনুভূতি এবং তাঁর প্রত্যক্ষণের সদা বাস্তবতা ফুটে উঠে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এভাবেই অর্জিত হয়।

ইয়াওমুল জুমুআ'হ-তে দিবসের কর্মপ্রবাহ এবং সালাতুল জুমুআ'হ এভাবে মুসলিম জাতিকে, উম্মতী মুহাম্মদীকে আল্লাহ্ ভীতি, তাকওয়া ও পরহিজগারীর দিকে আকৃষ্ট করে। তাদের ঈমান দৃঢ় করে, আকীদাকে মজবুত ভিত্তি দেয়, আমলকে সঙ্গতিপূর্ণ ও সৎ করে তোলে। সামাজিকভাবে ও জাতিগতভাবে তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জিত হয় এ পথে সারা জীবন ধরে; সভ্যতা ও রুচিও নির্মিত হয়। জুমুআ'হ-র সালাত সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়; সালাতে ও জীবনে নিয়মনিষ্ঠা গড়ে তোলে। সচেতনতা এনে দেয় তা মুসলমানদের মনে। মুসলমানদের বিশেষ স্বাতন্ত্র্যসূচক অনুপম বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। মনের প্রশান্তি ও মধ্যপন্থা এনে দেয়। কাতারবন্দীর ব্যবস্থাপনা এবং জামায়াতে সালাত আদায়ের শৃঙ্খলা গড়ে তোলে। কুরআন তিলাওয়াতের তারতীল ও ফিকির মনে এনে দেয়। যিক্র ও তাহবীহ-এর দিকে দৃষ্টি জাগ্রত করে। আগ্রহী, মনোযোগী ও দায়িত্বশীল করে তোলে। খুশু তথা বিনয় ও নম্রতা এনে দেয় সালাতের ভিতরে এবং সালাতের পাশাপাশি জীবনাচরণে। এটিকেট বা শিষ্টাচার এবং আল্লাহ্র নিকট টোটাল সারেন্ডার বা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ সামাজিকভাবে শিখিয়ে দেয় জুমুআ'হ-এর সালাত। মুসলমানদের পারস্পরিক মহব্বত ও ভালবাসার কালচার তৈরি করে দেয় এই জুমুআ'হ-এর সালাত। তাদের মধ্যে সহমর্মিতা ও সমবেদনার বোধ জাগ্রত করে। একতা ও ঐক্যবদ্ধতা গড়ে তোলে এবং সেই সঙ্গে পারস্পরিক সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ, নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য আর নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সঞ্চার করে। জুমুআ'হ-র সালাত গর্ব-অহংকার-বিদ্বেষ দূর করে তার বাস্তব প্রক্রিয়ায়। এটি স্বাস্থ্য রক্ষা ও ব্যায়ামের সুযোগ সৃষ্টি করে। জুমুআ'হ-এর সালাত নৈতিকতার বোধ জাগ্রত করে; ধনী-অধনী নির্বিশেষে মর্যাদার মানদণ্ড গড়ে তোলে যার ভিত্তি হয় ইলম্ ও তাকওয়া। মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক দেখা-সাক্ষাত, আলাপ-পরিচয়, বন্ধুত্ব-প্রীতির সুযোগ এনে দেয় জুমুআ'হ-র সালাত। পারস্পরিক আর্থিক, সামাজিক, রাজনীতিক, ব্যক্তিক, সামষ্টিক, সাংস্কৃতিক সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা, বিচার-বিবেচনা, পরামর্শ আদান-প্রদান, মত বিনিময় এবং ন্যায্য সমাধান ইত্যাদি সম্ভব হয় জুমুআ'হ-এর সালাতের সম্মিলনের সুযোগে। সহিষ্ণুতা, প্রত্যাশা ও আত্মবিশ্বাসের অফুরন্ত উৎস জুমুআ'হ-এর সালাত। সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্য, সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার জন্মলাভ ইত্যাদি সম্ভব হয় জুমুআ'হ-

www.pathagar.com

এর সালাতের প্রক্রিয়ায়। মুসলমানদের এই মস্‌জিদভিত্তিক সম্মিলিত সালাতের প্রক্রিয়ায় জ্ঞানের আদান-প্রদান, শিক্ষা ও সংস্কার লাভ, পরিণামদর্শিতা অর্জন এবং সম্মিলিতভাবে সমতালে অগ্রগতি লাভ সম্ভব হয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের স্মরণ, তাঁর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাঁর নৈকট্য লাভ এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন— এসব জুমুআ'হ-র সালাতের প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশি করে অর্জিত হয়। মুসলমানদের কালচার গড়ে উঠে শুক্রবার ও জুমুআ'হ-র সালাতকে কেন্দ্র করে। জুমুআ'হ-র দিনে আযানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে আসতে মানুষকে আহ্বান জানানো হয়।

মুসলমানরা সালাতের মধ্যে প্রধান যে কাজগুলি করে, যা পাঠ করে, যেসব posture বা অবস্থান নেয়, শুক্রবারে জুমুআ'হ-র সালাতে সেটিই তারা করে সকল মস্‌জিদে, দেশে-বিদেশে, সারা দুনিয়ায়, সামাজিকভাবে সম্মিলিত হয়ে জামায়াতে ও সারিবদ্ধ হয়ে, নেতা-ইমামের নির্দেশে একসাথে ওয়াক্ত, ক্রম, পর্যায় ও নিয়মমাফিক সমাধা করে। এ সবের তাৎপর্য যে কত সুগভীর তা খানিকটা বিশ্লেষণ থেকেই বুঝা যায়।

জুমুআ'হ-এর সালাতে মুসলমানরা যখন একযোগে সারা দুনিয়ায় তাওয়াজ্জুহ পাঠ করে তখন তারা সম্মিলিতভাবে সবাই সকল দিক থেকে, সকল জাগতিক স্বার্থ ও ভাবনা থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল আল্লাহ্‌র দিকে একনিষ্ঠ চিত্তে দাঁড়ানোর ওয়াদা করে, যে আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা। তারা ঘোষণা দেয় একযোগে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে যারা অন্যকে শরীক করে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। লক্ষ্য করুন, কী প্রচণ্ড বৈপ্লবিক ও অনুপম শপথ। এটি কেবল সালাতের সময়ই নয়, পুরো জীবনে বিশ্বাস ও বাস্তব কর্মে আনতে হবে। এই হচ্ছে আল্লাহ্‌র দাবী, এই হচ্ছে আল কুরআন ও সুন্নাহ্‌র নীতি-নির্দেশ। একেই ঈমান বলে। আর এর চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠাকারীই কেবল মুসলমান, অন্য কেউ নয়।

কিবলামুখী হয়ে তাকবীর-ই-তাহ্‌রীমার মাধ্যমে আল্লাহু আকবর বলে দু'হাত উঠিয়ে মুসলমানগণ সামাজিক সবকিছু চিন্তা, স্বার্থ ও কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে, নিষিদ্ধ করে কেবল আল্লাহ্‌র সম্মুখে হাজির হবার এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণের ঘোষণা দেয়।

এরপর হাত বেঁধে নিযামবন্দী হবার পর সালাত পাঠের মাধ্যমে সকল প্রশংসা জানায় আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর একত্ব ও লা শরীক অবস্থাকে স্বীকৃতি দেয়। মুসল্লীদের অন্তরে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অনুভব এ সময় জাগ্রত হয় এবং নিজেদের দীনতা ও সীমাবদ্ধকে স্বীকার করে নেয় তারা সম্মিলিতভাবে। এরপর তাআউজ পাঠ করার মাধ্যমে মুসলমানরা অভিশপ্ত শয়তানের হাত থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থণা করে। তাসমিয়া পাঠের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র দয়া ও করুণায় কর্মসূচনার বা সালাতের সূচনা করে। সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নামে শুভ সূচনার শিক্ষা এ থেকে পাওয়া যায়। ইসলামী সংস্কৃতির এবং মুসলিম জীবন প্রবাহের সর্বাধিক সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যমণ্ডিত বাক্য এটি। এক সূক্ষ্ম, পরিশীলিত ও চিরায়ত সৌন্দর্য, ন্যায্যতা, কল্যাণময়তা এবং নির্ভরতা এর মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

এরপর সূরা ফাতিহার মাধ্যমে সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ্‌র, একথা ঘোষণা দেয় সমগ্র মুসলিম উম্মাহ। তারা কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদাতেরই ঘোষণা দেয়, তাঁরই সাহায্য প্রার্থণা করে। তারা শেষ বিচার কাল পর্বের মালিক আল্লাহ্‌র কাছেই সিরাতুল মুসতাকীম তথা সরল সোজা পথের প্রার্থণা জানায়, পুরস্কৃত-অনুগৃহীতদের পথ সন্ধান করে। আল্লাহ্‌র

www.pathagar.com

অভিশাপপ্রাপ্ত, ভ্রান্ত-ভ্রষ্টদের পথ নয়। অর্থাৎ শিরক্, কুফরী, ইসলাম বিরোধিতা, আল কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধিতা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার দু'আ করে তারা সম্মিলিতভাবে। এরপর ক্বিরায়াত-এর মাধ্যমে আল্লাহ্র বাণী ও নির্দেশকেই জেনে নেয় তারা; শিক্ষা নেয় তারা এ থেকে, আমল ও জীবন ঠিক করার উদ্দেশ্যে। এরপর রুকু-সিজদাহ্-র মাধ্যমে তারা চরমভাবে আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর প্রশংসা করে, তাঁর আশ্রয় চায়। তাশাহুদের মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রশস্তি ও পবিত্রতা ঘোষণা করে তারা এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ কামনা করে।এরপর তারা রাসূল (সাঃ)-এর উপর দরুদ পেশ করে। এরপর দু'আ মাসূরার মাধ্যমে তারা জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থণা করে। তারা জীবন ও মৃত্যুর অনিষ্ঠ থেকে, অন্যায় কাজ ও ঋণের বোঝা থেকে বেঁচে থাকার জন্যে আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করে। এরপর সালামের মাধ্যমে দু'কাঁধের মালাইকাসহ সকলের জন্যে আল্লাহ্র তরফ থেকে শান্তি ও বরকত কামনা করা হয়। এটি হয় সালাত অন্তে আল্লাহ্তাআলার অসীম শক্তি, কুদরত ও মমত্ব থেকে মানুষের জন্যে তোহ্ফা বিশেষ।

জুমুআ'হ-র সালাতের সূরত অত্যন্ত সৌন্দয্যমণ্ডিত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ। এর মধ্যে মুসলমানদের ইবাদাতের সমন্বিত রূপ পরিস্ফুট হয়। এতে সাওমের ত্যাগ ও পরিশুদ্ধি, বায়তুল্লাহ শরীফে হাজ্জের তাৎপর্য, যাকাতের অর্থময়তা, জিহাদের গুরুত্ব এবং হিজরতের বাস্তবতা পাওয়া যায়।

এ ছাড়া জুমুআ'হ-এর সালাতে ইমামের খুত্বা সালাতের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মর্যাদা সমধিক। এ সময় কথা বলা, অন্য কিছুতে ব্যস্ত থাকা, অনুপস্থিত থাকা, সালাত, দরুদ, যিক্র ইত্যাদি সবকিছু নিষেধ। অর্থাৎ খুত্বা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, বুঝতে হবে, হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, তা থেকে শিক্ষা নিতে হবে এবং তা কাজে লাগাতে হবে।

খুতবার দু'টি অংশ। খুতবার মধ্যে আল্লাহ্র হাম্দ ও শুকরিয়া, নবী করীম (সাঃ)-এর গুণাবলী, তৌহিদ ও রিসালতের সাক্ষ্য, দরুদ, নসীয়ত, কুরআনের আয়াত, হাদীস, সাহাবা-ই-কিরামের মর্যাদা, মুসলমানদের কর্তব্য, মুসলিম উম্মাহ্র কল্যাণ ও উন্নয়ন ভাবনা থাকে। তাদের উন্নতি ও কাফির-মুশরিকদের ধ্বংসও কামনা করা হয়। খুতবায় দ্বীনের নির্দেশ এবং এর উপর আমল করার বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়। সেই সঙ্গে 'আমর বিল মারুফ'-এর প্রতি উৎসাহ দান এবং 'নাহি আনিল মুনকার'-এর ব্যাপারে নিষেধ বা সতর্ক করা হয়। জামায়াতে অনাচার দূরীকরণ এবং সংশোধন, সমাজকল্যাণমূলক কার্যে উদ্বুদ্ধকরণ, মুসলমানদের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক, আত্মিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামষ্টিক জীবনের সমস্যা খুতবায় তুলে ধরা হয় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র-শাসক ও সরকারের মৌল পলিসি ম্যাটার সম্পর্কে জ্ঞাত করা হয়। কুরআনের নীতি-নির্দেশও শিক্ষা দেওয়া হয় খুত্বায়। এরপর দ্বিতীয় খুত্বায় মুসলমানদের সাধারণ সমস্যা আলোচনায় নবী করীম (সাঃ)-এর উপর দরুদ, আসহাব-ই-রাসূলের এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্যে আল্লাহ্র রহমত কামনা করা হয়।

www.pathagar.com

জুমুআ'হ শব্দটি জামউন শব্দ থেকে উদ্ভূত যার মানে হচ্ছে সম্মিলিত বা একত্রিত হওয়া। এই অর্থেই শুক্রবার জুমুআ'হ-র সালাতে মুসলমানরা মস্‌জিদে একত্রিত হয়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, আল কুরআনের ঘোষণায় এবং রাসূল করীম (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথেই এটি সংঘটিত হয় সমগ্র মুসলিম উম্মাহ-এর জীবনে সপ্তাহে একদিন শুক্রবার দুপুরে, যুহরের সালাতের পরিবর্তে। এর বৈশিষ্ট্য মুসলমানদের সমবেত হওয়া, দেখা-সাক্ষাত, ভাবের বিনিময়, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। এর অর্থ মুসলমানদের ঐক্য, শৃঙ্খলা, সাংগঠনিক যোগ্যতা, নীতি ও সময়নিষ্ঠা, তাদের শিক্ষা ও সংস্কার, ভ্রাতৃত্ব ও সমতা এবং অহংবর্জিত সারল্য। ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা, ইসলামের লব্ধ সাফল্যকে সংরক্ষণ, শিক্ষার প্রসার, চিত্ত ও চিন্তার পরিশুদ্ধি, চরিত্র গঠন, আল কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সমাজ ও জীবন নির্মাণ জুমুআ'হ-র সালাতের অন্তর্নিহিত দর্শন। এটি আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত একটি সামষ্টিক ইবাদত, সম্মিলিত সালাত, যিক্‌র, তাসবীহ ও দু'আ অনুষ্ঠান। আগের সপ্তাহের মুসলমানগণের কাজের এবং সমাজ-রাষ্ট্রের পরিচালনা কার্যের পর্যালোচনা ও পরবর্তী সপ্তাহের প্রস্তুতি গ্রহণের সর্বোত্তম সুযোগ এটি। মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চেতনা জাগ্রত করে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও উম্মাহনির্ভর বন্ধনকে সংহত ও সুদৃঢ় করার জন্যে এটি একটি সাপ্তাহিক সামাজিক সম্মেলন বিশেষ। মুসলমানরা যে সবকিছুর উপর আল্লাহ্‌র আহ্বানকে একমাত্র প্রাধিকার দেয়, এটি তারই প্র্যাকটিক্যাল ডিমোনসট্রেশন। এটি আল্লাহ্‌র কাছে সামষ্টিক আত্মসমর্পণের প্রমাণ। এটি তৌহিদের ভিত্তিতে ঐক্যের সর্বাধিক সুন্দর সাপ্তাহিক ব্যবস্থাপনা। এটি মুসলমানদের ঈদ, গরীবদের হাজ্জ এবং আল্লাহ্‌ কর্তৃক বিশেষ মর্তবাযুক্ত করে মুসলমানদের জন্যে নির্ধারিত সালাত, যাকে ধারণ করে শুক্রবার। 'আসসালাতু মিরাজুল মুমিনীন' অর্থাৎ সালাত মুমিনদের জন্যে মিরাজস্বরূপ। জুমুআ'হ-র সালাতে হাদীসের এই বাণী অত্যন্ত বরকতময় হয়ে আসে মুসলিম উম্মাহ্‌র জীবনে।

উপরের আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, আজকের বিশ্ব পরিস্থিতিতে ইসলামের টিকে থাকা, আল কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন চালানো, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, শিক্ষা, সংহতি ও কল্যাণের স্বার্থে চলতি রেওয়াজ অনুযায়ী সাপ্তাহিক ছুটি দিবস থাকতে হলে, তা কেবল শুক্রবারেই গ্রহণযোগ্য, অন্য কোনো দিন নয়। ইসলামী সংস্কৃতি ও তমদ্দুন, আল্লাহ্‌র নির্দেশ, রাসূল (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথ এবং কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী চলতে হলে ইয়াওমুল জুমুআ'হ ও সালাতুল জুমুআ'হ-এর সর্বাগ্রগণ্য দাবীকে কোনোমতেই অস্বীকার করা যাবে না এই প্রায় নব্বই শতাংশ মুসলমানের দেশে। আমাদেরকে কুফর-শিরক্‌ আর ঈমান-তৌহিদের মধ্যে যে কোনো একদিককে বাছাই করতে হবে। নিশ্চিতভাবে কুফর-শিরক্‌ পরিত্যাজ্য এবং এ ক্ষেত্রে মাঝামাঝিও কোনো অবস্থান নেই। তাই ঈমান-তৌহিদকে চাইলে শুক্রবারই থাকবে এবং চিরস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হবে আমাদের এবং বিশ্ব মুসলিমের জন্যে একমাত্র পূর্ণ সাপ্তাহিক ছুটি দিবস। কোনো অবস্থাতেই শনিবার ও রবিবার বা কেবল রবিবার নয়। মুসলমান হলে এটি আমাদের বাংলাদেশী সমাজে মানতে হবে, যেমন তা মানতে হবে দুনিয়ার যে কোনো মুসলিম দেশে। মুসলমান দেশে, মুসলমানদের মধ্যে, মুসলমান শাসক হয়ে, ইসলামের কথা বলে কুফর ও শিরক্‌ করার

www.pathagar.com

অধিকার কারো নেই। কোনো অধিকার নেই তাদের শুক্রবারের জুমুআ'হ-র সালাতকে তাৎক্ষণিক, তাৎপর্যহীন শুষ্ক আচারসর্বস্ব আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত করার। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের সম্মিলিত দায়িত্ব হচ্ছে তৌহিদের প্রতিষ্ঠা; জুমুআ'হ-র সুগভীর তাৎপর্যবাহী সংস্কৃতিকে রক্ষা করা। আর সে কারণে শুক্রবারই থাকবে বাংলাদেশে সরকারী ছুটি দিবস।

আল্লাহ্ হাফিজ।

৪ রবিউস সানি ১৪১৮, ২৫ শ্রাবণ ১৪০৪, ৯ আগস্ট ১৯৯৭,

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংবিধান, অন্যান্য যুক্তি, সাপ্তাহিক ছুটি এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সংবিধানের ব্যাখ্যা এবং সাংবিধানিক সূত্রের সন্ধানে

এ্যারিস্টটল বলেছেন, 'Constitution is the way of life that the state has chosen for itself'. অর্থাৎ সংবিধান হচ্ছে সেই ধরনের জীবন পদ্ধতি যা রাষ্ট্র নিজের জন্যে বাছাই করে নিয়েছে। এই ব্যাখ্যানুযায়ী এবং বাংলাদেশের সংবিধানের Premble বা প্রস্তাবনা অনুযায়ীঃ

১) আমরা বাংলাদেশের জনগণ, জাতীয় স্বাধীনতার ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি;

২) বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং এর রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য; এবং

৩) আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করে সমবেতভাবে গ্রহণ করলাম।

বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনারও পূর্বে একেবারে প্রথম পৃষ্ঠার শুরুতে লিখিত রয়েছে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" এই অনুপম তাৎপর্যমণ্ডিত বাক্যটি।

প্রস্তাবনার দ্বিতীয় প্যারায় "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" স্থাপনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

সংবিধানের প্রথম ভাগে 'প্রজাতন্ত্র' শিরোনামায় ২ (ক) ধারায় বলা হয়েছে; "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে"।

'সংবিধানের প্রাধান্য' উপশিরোনামায় ৭ (১) ধারায় বলা হয়েছে ঃ "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে"। ৭ (২) ধারায় বলা হয়েছে ঃ "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে"।

www.pathagar.com

সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে ৮ (১) ধারায় বলা হয়েছে ঃ "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ..." এর কথা।

৮ (১ ক) ধারায় বলা হয়েছে ঃ "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যকলাপের ভিত্তি"।

'গণতন্ত্র ও মানবাধিকার' উপ-শিরোনামায় ১১ নাম্বার ধারায় বলা হয়েছে; "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে"।

সংবিধান ২৫ (২) ধারায় বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবে"।

উপরের সাংবিধানিক উদ্ধৃতিসমূহের গভীরতর পাঠের মাধ্যমে যে সত্য বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে ঃ

প্রথমতঃ নীতিগতভাবে ও ন্যায়ত সংবিধানের প্রস্তাবনার তিনটি উদ্ধৃত অংশ, প্রস্তাবনারও পূর্বে সংযোজিত সর্বপ্রাধান্যশীল 'বিসমিল্লাহ্' এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির ৮ (১), ৮ (১ ক) এবং ১১ নাম্বার ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র, সরকারী কর্মকাণ্ড ও জনজীবন চলবে 'বিসমিল্লাহ্', 'আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' নিয়ে। অর্থাৎ আল কুরআন ও সুন্নাহ-এর ভিত্তিতে বাংলাদেশের যাবতীয় কার্যকলাপ চলবে। জনগণ প্রস্তাবনায় এ বিষয়ে সমর্থন দিচ্ছে। যদিও এসব কোর্টে এনফোর্সেবল নয়। কিন্তু তা সর্বোচ্চ দিক-নির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত।

দ্বিতীয়তঃ ২ (ক) ধারায় 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম'— এই বিধান অনুযায়ী ব্যাখ্যা দাঁড়ায় আল কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী রাষ্ট্র চলবে।

তৃতীয়তঃ ৭ (ক) ধারা অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে কেবল এই সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে।

৭ (২) ধারা অনুযায়ী জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং এর সাথে অসমঞ্জস যে কোনো আইন বাতিল হয়ে যাবে।

১১ ধারায় গণতন্ত্রের সমর্থন করা হয়েছে। ২৫ (২) ধারায় 'রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ ও জোরদার করতে সচেষ্ট হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এই দ্বিতীয় অংশের যাবতীয় দিকের ব্যাখ্যা যেমন—রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম, গণতন্ত্র, সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ, জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ সংবিধানের সর্বোচ্চ আইন হওয়া ও প্রাধান্যশীল হওয়া এবং কেবল এরই গ্রহণযোগ্যতা দ্বারা বস্তুতঃ বাংলাদেশের প্রায় নব্বই শতাংশ মুসলিম জনতার ধর্ম বিশ্বাস ইসলাম এবং আল কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী চলার ব্যবস্থা করা আছে। এগুলির মধ্যে ১১ এবং ২৫ (২) ধারা বাদে ২ (ক), ৭ (১), ৭ (২) ধারাগুলি কোর্টে এনফোর্সেবল বা আদালতে বলবৎযোগ্য।

www.pathagar.com

এখন ন্যায়ত ও নীতিগত সমর্থন এবং আদালতে কার্যকারিতার শর্তে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনতা (জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ) যদি শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি বহাল রাখতে চায় কেবল সংবিধান, গণতন্ত্র এবং তাদের চূড়ান্ত ক্ষমতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে তাহলে সেই দাবী অস্বীকার করার সাধ্য রাষ্ট্রের কারো নেই, তাকে অগ্রাহ্য করার অধিকার ও সুযোগ সরকারের নেই। সরকার তাই কীভাবে সংবিধান লংঘন করে, জনমতের তোয়াক্কা না করে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ আইন ভেঙে, জনগণের চূড়ান্ত ক্ষমতা ও সংবিধানের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে এবং এমনকি কাউকে পূর্বে না জানিয়ে, জাতীয় সংসদকেও তোয়াক্কা না করে কেবল এক ঘোষণার মাধ্যমে রাতারাতি না চাইতেই বদ মতলবে শুক্রবারের সাথে শনিবারও সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে? ১৯৯৭ সালে সরকারের এ কাজ সম্পূর্ণ অবৈধ। ইসলামী আকীদা ও তমদ্দুন অনুযায়ী শুক্রবারই ছুটি হতে পারে; শনিবার ও রবিবার নয়। সরকারের কোনো অধিকার নেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ (শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ)-এর ধর্ম, অধিকার, মত ও ইচ্ছাকে পদদলিত করার। সুতরাং শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটি বহাল রাখার দাবী ও অধিকার বাংলাদেশের মুসলিম জনতার জন্যে সর্বাধিক ন্যায্য ও আইনানুগ অধিকার। বাংলাদেশের যে কোনো মুসলমান কোর্টে যেতে পারে সংবিধান লংঘন করে সাপ্তাহিক ছুটি বিষয়ক সরকার গৃহীত চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং ন্যায় বিচার চেয়ে।

বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের অবস্থান ও মত

এ কথা সবাই জানেন যে, বহু শত বছরের মুসলিম শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশে এবং আজকের বাংলাদেশ নামক অঞ্চলেও শুক্রবারই ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিবস। ঔপনিবেশিক বৃটিশ শক্তি মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাদেরকে শেষ করার জন্যে খ্রীস্টীয় শিরক্ ও কুফর এবং এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রবিবারকে হলিডে হিসেবে চাপিয়ে দেয়। পাকিস্তানী আমলেও তৎকালীন অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক সরকার এটি চালু রাখে, যদিও তৎকালীন পূর্ব বাংলার স্কুল, কলেজসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাপ্তাহিক ছুটি ছিল শুক্রবারেই এবং গ্রাম বাংলার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও শুক্রবারকেই জুমুআ'হ-র সালাত আদায়সহ ছুটির দিন হিসেবে ভোগ করতো। সেই সঙ্গে পাকিস্তান আমল থেকেই এ দেশের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনতার প্রবল দাবী ছিল শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটি দিবস ঘোষণা করার। ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বরে তৎকালীন সামরিক সরকার জন ইচ্ছাকে স্বীকৃতি দিয়ে শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটি দিবস হিসেবে সরকারীভাবে ঘোষণা দেয়। বস্তুতঃ জনতার মধ্যে এর পক্ষে ব্যাপক সমর্থন লক্ষ করে এবং জনতার মধ্যে স্বীয় গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে জনরোষ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যেই সামরিক সরকার এ কাজ করে। তথাপি এ কাজ অর্থাৎ শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটি অত্যন্ত বেশি জনসমর্থন পেয়েছিল। জনগণের সকল অংশ এটি মেনে নিয়েছিল সানন্দে, তারা এর বিরুদ্ধে এতটুকু প্রতিবাদও জানায়নি। ১৯৮২ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত বিগত ১৫ বছরে শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটি চালু থেকেছে এবং এখনো আছে। কিন্তু এত অদল-বদল, এত দাবী-দাওয়া, এত দফা-কর্মসূচী, এত ম্যানিফেস্টো প্রোগ্রাম ও

www.pathagar.com

রূপরেখা, এত আন্দোলন-সংগ্রাম সত্ত্বেও কোনোদিন, কোনোভাবে সামান্যতম মাত্রায়ও শুক্রবার সম্পর্কে কোনো মহলে এবং জনতার মাঝে কোনো আপত্তি ওঠেনি। এতে সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট হয়েছে, যে জনগণ শুক্রবারকেই স্বাগত জানিয়েছে, অন্য কোনো দিন ছুটি তারা চায়নি।

কেবল এই ১৯৯৭ সালে এসে সরকার ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের এবং বিভ্রান্তি ও অহেতুক ফিত্না তৈরির বদ মতলবে সাপ্তাহিক ছুটির ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত চাপিয়েছে জনতার উপর, তারা না চাইতেই। এখন শুক্রবার ও শনিবার অহেতুক দু'দিন সাপ্তাহিক ছুটি দেওয়া হয়েছে। এদিকে বেতন কমিশনের অযাচিত সুপারিশ, ভাড়াটে দু'চারজন বুদ্ধি ব্যবসায়ী, ভাড়াটে ক'জন তথাকথিত আলীম, দু'একজন সাংবাদিক দিয়ে শুক্রবারকে বাতিল করে শনি ও রবিবারকে বা কেবল রবিবারকে সাপ্তাহিক ছুটি দিবস ঘোষণা দেওয়ার জন্যে কৃত্রিম দাবী তোলা হচ্ছে। ভাড়াটে মতলববাজ যারা দাবী তুলছেন, তারাও জানেন যে, তাদের সঙ্গে জনগণ নেই, জনমত তাদের একেবারেই বিরুদ্ধে। তবুও রাষ্ট্র ও সরকারী শক্তির স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের সাথে তাল দিচ্ছেন তারা সম্ভবতঃ বৈষয়িক প্রাপ্তিযোগের কারণে। সরকারের বর্তমান নেতিবাচক ও চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত এসেছে এবং ভবিষ্যতের আরো বিতর্কমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা চলছে ভ্রষ্ট, সুবিধাবাদী ও নীতিহীন কোনো গণবিচ্ছিন্ন আমলা থেকে মন্ত্রীত্বে উত্তীর্ণ ট্যাভেলের উদ্যোগে এবং তার সহযোগী অসৎ বুদ্ধি ব্যবসায়ী দু'চারজনের যোগসাজশে। সরকার এদের ফাঁদে পা দিয়েছে বিভ্রান্ত হয়ে, সংকীর্ণ বিবেচনায় ও জিদ করে।

বাংলাদেশে সাপ্তাহিক ছুটি কেবল শুক্রবার বহাল রাখা এবং শনি ও রবিবার ছুটি দিবস ঘোষণার বিরুদ্ধে যে বিশাল জনতার মত রয়েছে,তা একটি সৎ গণভোট সমাধা করতে পারলে পরিষ্কার হয়ে যেতো। কিন্তু হায়, গণভোট, নির্বাচন ও জনমতকেও ধ্বংস করা হয়েছে আমলা ও এনজিও যোগসাজশ এবং উৎকোচ, অস্ত্র ও সন্ত্রাসের দ্বারা।

এ সত্ত্বেও সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবারের পক্ষে এবং শনি ও রবিবারের বিপক্ষে বাংলাদেশের বর্তমান জনমতের একটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট প্রতিফলন পাওয়া গেছে দেশের প্রথম শ্রেণীর প্রভাবশালী সাপ্তাহিক পত্রিকা 'যায়যায়দিন'-এর ডিমোক্রেসি ওয়াচ নামক প্রতিষ্ঠানের সোশ্যাল সার্ভে কর্তৃক পরিচালিত জনমত জরীপে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পেন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত ডক্টরেটধারী এক বিশেষজ্ঞের প্রদত্ত ট্রেনিং এবং বিশ্ব বিখ্যাত জনমত জরীপ প্রতিষ্ঠান গ্যালাপ পোল-এর টেকনিক্যাল নো-হাও নিয়ে পরিচালিত সাপ্তাহিক ছুটি বিষয়ক জরীপের ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে, উত্তরদাতাদের শতকরা ৭৩ জন মনে করেন যে, সাপ্তাহিক ছুটি বিষয়ক বর্তমান সরকারের ইতঃমধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত অগণতান্ত্রিক। এছাড়া শতকরা ৬৬ জন শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসেবে পেতে চান (দ্রষ্টব্যঃ যায়যায়দিন, ১৭ জুন ১৯৯৭ সংখ্যা, পৃঃ৭-৮ এবং যায়যায়দিন ২৪ জুন ১৯৯৭ সংখ্যা পৃঃ-২৬)।

এমতাবস্থায় সরকারের কোনো অধিকার নেই সংবিধানকে লংঘন করে, রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে অগ্রাহ্য করে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণকে অস্বীকার করে, সংবিধানের সর্বোচ্চ আইনকে না মেনে, জনগণের ক্ষমতার অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশকে পাশ কাটিয়ে, জনমতকে পদদলিত করে সাপ্তাহিক ছুটি দিবস সম্পর্কে গণবিরোধী সিদ্ধান্ত দেওয়ার। কোনো অধিকার নেই সরকারের শুক্রবারকে বাতিল করে শনিবার ও

www.pathagar.com

রবিবার করার বা কেবল রবিবার করার। অথচ এহেন দাবী করানো হচ্ছে গণবিচ্ছিন্ন মতলববাজ বিভিন্ন ক্ষেত্রের কতিপয় ট্যান্ডেল দ্বারা। জনগণ একে প্রতিরোধ করবে যে কোনো মূল্যে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাপ্তাহিক ছুটি

বিগত ২১ মার্চ ১৯৯৭ তারিখ পত্রিকার মাধ্যমে চারটি ব্যবসায়ী সংগঠন রবিবারকে সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণার জন্যে সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে কোনো প্ররোচনা রয়েছে কি? কেননা, ১৯৮২ সালে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষিত হওয়ার পর থেকে ১৯৯৭ এর মার্চের শুরু পর্যন্ত— এই ১৫ বছরে কেউ কখনো শুক্রবার বাতিল করে শনি ও রবিবার বা কেবল রবিবারের পক্ষে দাবী তোলেনি। ব্যবসায়ীরা এতদিন কোনো দাবী তুললেন না, লাভ-লোকসানের হিসেব কষলেন না, অথচ এখনি তাদের বোধোদয় হলো যখন সরকার ছুটির ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত চাপালেন। ১৯৮২ সালে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণার পর থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত বিগত ১৫ বছরে কেবল শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি হবার কারণে ব্যবসায়ীদের ব্যবসার কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, জাতীয় ক্ষেত্রে কতটুকু লোকসান হয়েছে, তা ব্যবসায়ী সমিতির কর্ণধাররা তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে জানাননি। যদি বাস্তবে তাদের লোকসান হতো, তাহলে তারা কাউকে ছেড়ে কথা বলতেন না এবং অনেক আগেই তাদের প্যানডোরার বাক্স খুলতেন। অপরপক্ষে বাংলাদেশে সাপ্তাহিক ছুটি গত ১৫ বছর ধরে শুক্রবার হবার পরও এবং পাশ্চাত্যের দেশসমূহে শনি-রবিবার হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, রপ্তানি বাণিজ্য ও আয়, শিল্প কারখানা ও অন্যান্য সেক্টরের সমৃদ্ধি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কীভাবে এটি হলো? বিদেশী ট্রেড ডেলিগেশন এখানে গত ক'বছরে যতগুলি এসেছে তারাও শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটিকে সমস্যা রূপে তুলে ধরেনি। কেউ কোনো দাবী ওঠায়নি। কেননা বাস্তবে শুক্রবারের কারণে কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং বাস্তব চিত্র ভিন্ন সত্য তুলে ধরে।

বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের স্ট্যাটিসটিক্যাল ডিভিশন কর্তৃক জানুয়ারী ১৯৯৭-এ প্রকাশিত ১৯৯৬ সালের স্ট্যাটিসটিক্যাল পকেটবুক অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ঃ

(১) ১৯৯০-৯১ সালে রপ্তানি হয়েছে ৬০২৭২ মিলিয়ন টাকার।
১৯৯১-৯২ সালে রপ্তানি হয়েছে ৭৪১৯৮ মিলিয়ন টাকার।
১৯৯২-৯৩ সালে রপ্তানি হয়েছে ৮৮২১৫ মিলিয়ন টাকার।
১৯৯৩-৯৪ (প্রভিশনাল) সালে রপ্তানি হয়েছে ১০২৩২৯ মিলিয়ন টাকার।

(২) মাথাপিছু রপ্তানি (টাকা)
১৯৯০-৯১ সালে ৫৫০
১৯৯১-৯২ সালে ৬৬৬
১৯৯২-৯৩ সালে ৭৭৯

www.pathagar.com

১৯৯৩-৯৪ সালে ৯১৮

(৩) আরেক হিসেবে রপ্তানির বাৎসরিক মাত্রা দেখা যাচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

বছর	রপ্তানি (কোটি টাকায়)
১৯৮১-৮২	১২৩৯
১৯৮২-৮৩	১৮০২
১৯৮৩-৮৪	২০১৪
১৯৮৪-৮৫	২৬২২
১৯৮৫-৮৬	২৭৪০
১৯৮৬-৮৭	৩৩৬৮
১৯৮৭-৮৮	৪১১৬
১৯৮৮-৮৯	৪২৬৯
১৯৮৯-৯০	৫১৪১
১৯৯০-৯১	৬০২৭
১৯৯১-৯২	৭৪২০
১৯৯২-৯৩	৮৮২১
১৯৯৩-৯৪ (প্রভিশনাল)	১০২৩৩

(৪) পাঁচটি আইটেমের রপ্তানির হিসেব নিম্নরূপ ঃ

(ক) পণ্য	বছর	মিলিয়ন টাকায়
প্রন এ্যান্ড শ্রীম্পস	১৯৯০-৯১	৫০১৭
	১৯৯১-৯২	৫৩৫৯
	১৯৯২-৯৩	৬৯৯৭
	১৯৯৩-৯৪ (প্রভিশনাল)	৯৯৪৫

(খ) পণ্য	বছর	মিলিয়ন টাকায়
টী বা চা	১৯৯০-৯১	১৫৪৪
	১৯৯১-৯২	১২৯৬
	১৯৯২-৯৩	১৫৫৫
	১৯৯৩-৯৪	২১৭৩

(গ) পণ্য	বছর	মিলিয়ন টাকায়
লেদার এ্যান্ড	১৯৯০-৯১	৪৪২২

www.pathagar.com

লেদার	১৯৯১-৯২	৪৯৮১
ম্যানুফ্যাকচার	১৯৯২-৯৩	৫২৭৪
	১৯৯৩-৯৪ (প্রভিশনাল)	৫৯৩৭

(ঘ) পণ্য	বছর	মিলিয়ন টাকায়
রেডিমেইড	১৯৯০-৯১	২৯৯৪১
গার্মেন্টিস	১৯৯১-৯২	৩৯৭৭০
	১৯৯২-৯৩	৫১১১৭
	১৯৯৩-৯৪ (প্রভিশনাল)	৫৯৫১৪

(ঙ) পণ্য	বছর	মিলিয়ন টাকায়
অন্যান্য	১৯৯০-৯১	৫৮৯৩
	১৯৯১-৯২	৭৮২১
	১৯৯২-৯৩	৮৭৪৯
	১৯৯৩-৯৪ (প্রভিশনাল)	৮৯৫৪

(৫) বাংলাদেশ থেকে কয়েকটি দেশে রপ্তানির হিসেব নিম্নরূপ ঃ

মিলিয়ন টাকায়

দেশ	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪ (প্রভিশনাল)
বেলজিয়াম	২৭২৮.৮	৩০২৪.৭	৩১৮৭.৩	৩৯২৪.৩
বার্মা	৯.৪	৫৭.৮	২৬৮.৩	৬১৫.৬
কানাডা	১০০৫.৭	৯৯৯.১	১৪৮৭.৪	২২০৫.১
ফ্রান্স	৩২৩৭.৮	৪১৮৭.৬	৪৫০৮.২	৬৩৬৬.৯
জার্মানী	৫৭৭৮.০	৬১১৮.৭	৭২৬৭.৫	৯৫৯৫.৫
হংকং	৬৮০.০	১৪২৭.৮	২০২০.৬	২৬৮৬.১
ভারত	১৯৫.৯	৪৮.৯	৯৪.৭	৬৭৬.৩
ইন্দোনেশিয়া	৭০.৩	৩৪০.৯	৫৪০.৯	৫৭২.৬
ইরান	১১৩৩.০	২১১২.৭	১৩৬৮.৫	১৩৮৩.১
ইতালী	৩২৮৫.৫	৪৪৭৫.৩	৪৩৫১.৪	৫৩০৯.৮
জাপান	২০৫৬.৫	২০৯৩.৪	২৩৫৭.৮	২৩৭১.৩
নেদারল্যান্ডস	১৯৫২.৩	২৩২৭.৬	২৮১৪.৯	২৯৯৫.৯

www.pathagar.com

পাকিস্তান	৯৬৭.১	১২৪৭.৯	১০৯৯.৫	১০৭৯.৪
থাইল্যান্ড	৪৬.৪	৪২৪.৯	৫৬৬.৫	৬৩১.৩
তুরস্ক	৫২০.০	৭২০.৯	৯২৮.৫	৭৬৮.৬
যুক্তরাজ্য (UK)	৪৬৪৭.৩	৪৩৪৩.৫	৬৩২৬.১	৮৩৬০.৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA)	১৭৪০৭.৯	২৫১৯১.৩	৩২০৯৪.৭	৩৪৯৩৮.৭
প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন	১০৩৬.৪	৭১৯.৬	১০৫৪.৬	১১৪৭.৭
অন্যান্য দেশ	৬১০৭.৩	৭৩৯৩.৬	৯১৩০.৮	১০৩৭০.৯

(এ ক্ষেত্রে সকল দেশের হিসেব নেই)

উপরের সারণীগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে, শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকা অবস্থায় গত কয়েক বছরে রপ্তানি বাণিজ্যের সকল দিকে, সকল পর্যায়ে অগ্রগতি ঘটেছে, উন্নতি ও সমৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। এভাবে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত স্ট্যাটিসটিকস্ অনুযায়ী সকল সেক্টরে উৎপাদনশীলতা বর্তমান বাজার মূল্যের হিসেবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেক্টরগুলি হচ্ছে ঃ কৃষি, বৃহৎ ও ক্ষুদে শিল্প, নির্মাণ শিল্প, ইলেকট্রিসিটি-গ্যাস-ওয়াটার ও স্যানিটারী সার্ভিসেস, ট্রান্সপোর্ট- স্টোরেজ এ্যান্ড কমিউনিকেশন, হোলসেল ও রিটেইল ট্রেড, ব্যাংকিং এ্যান্ড ইনসিওরেন্সসহ অন্যান্য সেক্টর। এ সময়ের ডোমিস্টিক সেভিংস ও ন্যাশনাল সেভিংস বেড়েছে। এ সময়ের মধ্যে বৈদেশিক সাহায্য যথা ফুড এইড, কমোডিটি এইড, প্রজেক্ট এইড, গ্র্যান্টস্, লোন ইত্যাদির উল্লেখযোগ্য কমিটমেন্ট ও ডিসবার্সমেন্ট হয়েছে। প্রিন্সিপাল ডোনারদের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল ইতিবাচক। এ সময়ের মধ্যে ডেট রিপেমেন্টও হয়েছে ক্রমবর্ধমান মাত্রায়।

উপরের চিত্রসমূহ থেকে এটি স্পষ্ট যে বিগত বছরগুলিতে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকা সত্ত্বেও এবং পাশ্চাত্যে শনিবার ও রবিবার ছুটি থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, লেন-দেন, আমদানি-রপ্তানি ক্ষেত্রে এডজাস্টমেন্টের কোনো সমস্যা হয়নি। দেখা যাচ্ছে, রপ্তানি বাণিজ্যে সমৃদ্ধি ঘটেছে ফি বছর। আর লোকসান হলে ব্যবসায়ীরা অনেক আগেই প্রতিবাদ করতো। অতএব অতি সম্প্রতি শুক্রবারের ছুটি বাতিল এবং শনি-রবিবারের পক্ষে যে যুক্তি দেখানো হচ্ছে তা বাস্তবে ধোপে টেকে না। এর পশ্চাতে সৎ উদ্দেশ্য আছে কি?

এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন মহাদেশে মুসলিম দেশসমূহের পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের দাবী

www.pathagar.com

প্রথমতঃ লক্ষণীয় যে, দু'তিনটি বাদে এশিয়ার কোনো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে সপ্তাহে দু'দিন ছুটি নেই। এমন অযাচিত বিলাসিতাকে তারা প্রশ্রয় দেয়নি। অতএব বাংলাদেশে দু'দিন ছুটি অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর সর্ব বিবেচনায়।

দ্বিতীয়তঃ বিশ্বের ৪০টির অধিক মুসলিম রাষ্ট্রে কেবল শুক্রবারই সাপ্তাহিক ছুটি দিবস বহাল (দৈনিক ইনকিলাব, ২৩ মার্চ ১৯৯৭)। মুসলিম এ সকল রাষ্ট্রের বলতে গেলে সবক'টির ব্যাংকিং সেক্টরের কর্মতৎপরতা ও পরিধি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ব্যবসায়িক আদান-প্রদান, লেন-দেন আমাদের দেশ অপেক্ষা অধিক। অথচ তাদের ক্ষেত্রে শুক্রবার এবং পাশ্চাত্যে শনি-রবিবার ছুটি থাকা সত্ত্বেও পূর্বোল্লিখিত মুসলমান দেশগুলির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেন-দেনে তো কোনোরকম বিঘ্ন দেখা যাচ্ছে না। কাজেই বাংলাদেশে বদ মতলবে জনমতকে অগ্রাহ্য করে শুক্রবারের ছুটির সঙ্গে কেন শনিবার ছুটি দেওয়া হবে, আর কেনই বা শুক্রবারের ছুটি বাতিল করে শনি-রবিবার বা কেবল রবিবারের দাবী ওঠাবে একেবারেই হাতে গোনা মতলববাজরা? কেন জনতা তাদের ন্যাকা আবদার মেনে নেবে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের (শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ) মতামতকে দূরে ঠেলে দিয়ে, স্বীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, ও তামুদ্দনিক প্রাধিকারকে বিসর্জন দিয়ে? পৃথিবীর কোন্ দেশে এমন অর্বাচীন, মতলবী ও আত্মঘাতী দাবী ওঠে, মতলবের খেলা চলে? একটি উদাহরণও দেখানো যাবে না।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫ (২) ধারা তথা "রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন"— এর প্রতি যথোচিত মর্যাদা দিয়ে সরকার কেবল শুক্রবারের ছুটি চালু থাকা ৪০টিরও অধিক মুসলিম রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশেও কেবল শুক্রবারই সাপ্তাহিক ছুটির বিধান বহাল রেখে এবং শনিবার বাতিল করে আর রবিবারের মতলব ছেড়ে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, জনমত ও সংবিধানকে সমুন্নত রাখবেন, এটিই হচ্ছে আজকে দেশব্যাপী ন্যায্য দাবী। অন্য সকল ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে গালি দিয়ে এবং তাকে অনুসরণ না করে (কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণাসহ) কেবল নওয়াজ শরীফের সিদ্ধান্তে পাকিস্তানের রবিবার ছুটির অনুকরণে আত্মঘাতী কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করা বাংলাদেশের জন্য শুভ হবে না।

যেসব স্বার্থান্ধ চাটুকার আমলা ও মতলবী বুদ্ধি ব্যবসায়ীদের প্ররোচণায়, কুপরামর্শে ও দুরভিসন্ধিতে মজে গিয়ে সরকার দু'দিন ছুটির নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের কারণে ও তাদের অর্বাচীন সিদ্ধান্তের ফলে অর্থনীতি, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষা ক্ষেত্রের যে ক্ষতি ইতোমধ্যে হয়েছে ও হচ্ছে, যে তেলেসমাতি কারবার শুরু হয়েছে; কর্মবিমুখতা, অলসতা ও ফাঁকিকে যেভাবে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত করা হয়েছে, তার সুদূরপ্রসারী কুফল দেশ, জাতি ও জনগণের সমূহ ক্ষতির মাধ্যমেই টের পাওয়া যাবে অচিরেই। ইতোমধ্যেই এর আলামত দেখা যাচ্ছে। দেশের অর্থনীতি ও সামগ্রিক কর্মকাণ্ড এবং উন্নয়ন প্রয়াসকে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেশী ভারতেও কেবল একদিনের সাপ্তাহিক ছুটি রয়েছে। তবে আমাদের কেন দু'দিন? কে চেয়েছে এমনটি?

www.pathagar.com

দু'দিন ছুটির কুফল

২৯মে ১৯৯৭-এর সরকারী নির্বাহী আদেশে ৩১ মে থেকে দু'দিন সাপ্তাহিক ছুটির ঘোষণা কার্যকর কথা হয়েছে। সরকার যুক্তি দেখিয়েছে, এর ফলে (১) সরকারী ব্যয় হ্রাস পাবে, (২) কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়বে, (৩) দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং (৪) কর্মচারীবৃন্দ স্ত্রী-সন্তানসহ সুখে সংসার করতে পারবে। প্রশ্ন হচ্ছে ঃ এই দু'দিন ছুটি ঘোষণার আগে কি সরকারী ব্যয় সাপ্তাহিক ছুটি একদিন থাকায় খুব বেড়ে গিয়েছিল? কর্মচারীদের দক্ষতা কি কমে গিয়েছিল? দেশের উৎপাদন কি হ্রাস পেয়েছিল? কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কি সংসারে সময় দিতে পারছিলো না? যদি এসব না হয়ে থাকে এবং অবশ্যই হয়নি, তাহলে সরকার এমন সিদ্ধান্ত এককভাবে নিল কেন?

সরকার মুখে সংবিধান এবং জনগণের ক্ষমতার কথা বললেও ভোটের সময় ভোটারের পদযুগল স্পর্শ করলেও বাস্তবে কেবল সুবিধাভোগী সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তোষণকেই নীতি হিসেবে নিয়েছে। তাদের আরাম-আয়েশই দেখছে। দু'দিন ছুটি হওয়ায় কল-কারখানায় কাজ কমেছে, উৎপাদন কমেছে। ব্যাংক-বীমা, পোস্ট অফিস দু'দিন বন্ধ থাকায় আর্থিক লেনদেন ও যোগাযোগ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। দেশের থানা, জেলা, বিভাগীয় প্রশাসনে, পরিদপ্তর-অধিদপ্তর-মন্ত্রণালয়ে জরুরী কাজগুলি ঢিমে তেতালে চলছে। সরকারী অফিস-আদালতে, সচিবালয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অলসতা ও ফাঁকির প্রবণতা আরো বেড়েছে। অনেকেই বৃহস্পতিবার আধা বেলা কোনমতে অফিসে থেকে এর পরপরই নিজের গ্রামের বাড়ির দিকে বা দূরের ঠিকানায় চলে যাচ্ছে। দু'দিন ছুটি কাটিয়ে রবিবার ১২টার পর অফিসে আসছে। এরপর খানিকটা সময় অফিসে থেকে ক্লান্তি দূরীকরণ, বাজার-হাট, ব্যক্তিগত যোগাযোগের অজুহাতে চলে যাচ্ছে। এভাবে বৃহস্পতিবার আর রবিবারের গৃহযাত্রার খেলায় অফিস আদালতের কাজের ক্ষেত্রে মারাত্মক অনাচার দেখা দিয়েছে। তাছাড়া দু'দিন ছুটি পেয়ে বড় কর্তারা স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সরকারী গাড়ীতে বেড়িয়ে পেট্রোল খরচসহ ড্রাইভার ও গাড়ীর খরচ বাড়াচ্ছে। এখন সপ্তাহে কাজ হচ্ছে বস্তুত তিন দিন— সোম, মঙ্গল আর বুধ। আলস্য, অদক্ষতা, কর্ম ফাঁকি ও অনাচারকেই প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এভাবে। ইতোমধ্যে পুনঃসিদ্ধান্ত দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সপ্তাহের ছুটি কেবল শুক্রবার করায় একদিকে যেমন এই ক্ষেত্রের কর্মীদের সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রের কর্মীদের বৈষম্যের পাশাপাশি ছুটি বৈষম্য দেখা দিয়েছে, তেমনি এর ফলে না চাইতেই দু'দিন ছুটি ঘোষণার স্বেচ্ছাচারী আকস্মিক সিদ্ধান্তের অসারতা ও কুফল প্রমাণিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদলিপি ও সমালোচনামূলক নিবন্ধও বেরিয়েছে। লোকেরা যে যেভাবে পারছে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আমাদের মতো দরিদ্র দেশে দুই দিন সাপ্তাহিক ছুটি কাটানো গরীবের ঘোড়া রোগই বটে।

শুক্রবারের ছুটি ও পাশ্চাত্যের দু'দিন ছুটি ঃ অসার যুক্তি আরেক দিক

www.pathagar.com

কেউ কেউ বলছেন যে, বাংলাদেশে শুক্রবার ছুটি থাকায় এবং পাশ্চাত্যে শনি-রবিবার ছুটি থাকায় তিন দিন নাকি এ দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ থাকে না। আসলে এ যুক্তি অসার। কেননা টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল এবং ইন্টারনেটের সুযোগ আমাদের দেশেও চালু হওয়ায় উল্লিখিত দাবীর কোনো ভিত্তি থাকতে পারে না। উল্লিখিত যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ যখন-তখন, যেখান-সেখান থেকে কেবল এভেইলেবল হলেই সহজে, তাৎক্ষণিকভাবে ও অতি স্বল্প সময়ের সুযোগে ব্যবহার করা যায়। এভাবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ শুক্রবার ছুটি থাকলেও চালু থাকে বাস্তবে।

দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক সময় গ্রীনিচ মীন টাইম (জি.এম.টি.)-এর মানের সঙ্গে ঢাকা তথা বাংলাদেশের সম্পর্ক হচ্ছে— বাংলাদেশ সময় হচ্ছে জি.এম.টি.+৬ ঘণ্টা। এভাবে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের সঙ্গে লন্ডনের পার্থক্য ৬ ঘণ্টা। অর্থাৎ লন্ডনে যখন রাত ৪টা, তখন বাংলাদেশে সকাল ১০টা, লন্ডনে যখন ১০টা তখন বাংলাদেশে বিকেল ৪টা, আর লন্ডনে যখন ৪টা বাংলাদেশে তখন রাত ১০টা। অর্থাৎ লন্ডনে যখন বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত তখন আমাদের শুক্রবারের সকাল অফিস আওয়ার। আবার লন্ডনে যখন অফিস চলছে পুরোদমে, তখন আমাদের অফিস শেষ। হয় তখন পড়ন্ত বেলা বা রাত। আবার জি.এম.টি. থেকে যারা ৮ ঘণ্টা পিছনে অর্থাৎ জি.এম.টি.-৮ঘণ্টা যেমন লসএঞ্জেলেস। এর সঙ্গে বাংলাদেশের পার্থক্য ৮+৬=১৪ ঘণ্টার। অর্থাৎ ওদের যখন দিন, আমাদের তখন রাত। ওদের যখন ওয়ার্কিং আওয়ার, আমাদের তখন স্লিপিং আওয়ার। আর আমাদের কাজের সময়ে ওদের বিশ্রাম। একই অবস্থা সান ফ্রান্সিসকোর সঙ্গে বাংলাদেশের সময় সম্পর্কের ব্যবধানের। এভাবে নিউইয়র্কের সময় হচ্ছে জি.এম.টি.-৫ ঘণ্টা অর্থাৎ বাংলাদেশের সঙ্গে ১১ ঘণ্টার তফাৎ তথা পুরো রাত-দিনের ব্যবধান। আটলান্টা, বস্টন, ক্লীভল্যান্ড, ডেট্রয়েট, ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটনের সময় হচ্ছে জি.এম.টি.-৫ ঘণ্টা অর্থাৎ নিউইয়র্কের মতোই এদের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের রাতদিনের ব্যবধান। এদিকে ওয়েলিংটনের সময় জি.এম.টি.+১২ ঘণ্টা। অর্থাৎ বাংলাদেশের চেয়ে আরো ৬ঘণ্টা আগে। এদের সঙ্গে সময়ের তাল মেলানো, ওয়ার্কিং আওয়ার মেলানো, ট্রান্সজেকশন চালানো এ্যাডজাস্টমেন্টের বিষয়ই বটে।

অন্যভাবেও এ বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝা যায়। পাশ্চাত্যের আমেরিকা-ইউরোপের গড় প্রামাণ্য সময় ব্যবধান ১৪ ঘণ্টা থেকে ৬ ঘন্টা। এমনকি ১৭ ঘণ্টা ব্যবধানও লক্ষ্য করা যায়। যাহোক নিম্নে লসএঞ্জেলেস-লন্ডন-ঢাকার সময়ের ব্যবধান দেখুন।

(জি.এম.টি.)

লসএঞ্জেলেস	লন্ডন	ঢাকা
(১) বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৮টা	বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৩টা	শুক্রবার সকাল ৯টা
(২) বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৪টা	শুক্রবার দুপুর ১২টা	শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা
(৩) শুক্রবার সকাল ১১টা	শুক্রবার দিবাগত সন্ধ্যা ৭টা	শুক্রবার দিবাগত রাত তথা শনিবার দিবাপূর্ব রাত ১টা

www.pathagar.com

(৪) শুক্রবার দিবাগত রাত ৮টা	শুক্রবার দিবাগত রাত তথা শনিবার দিবাপূর্ব রাত ৪টা।	শনিবার সকাল ১০টা

আরো দৃষ্টান্ত আনা যায়। অস্ট্রেলিয়ার এ্যাডেলেইড এর সময় মান জি.এম.টি.-সাড়ে ৯ ঘণ্টা, আর বাংলাদেশ জি.এম.টি.+৬ ঘণ্টা। এদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য সাড়ে ১৫ ঘণ্টার। ওদের যখন দিন আমাদের তখন রাত। যেমন ওদের যখন সকাল ৯টা, আমাদের তখন রাত সাড়ে ১২টা। টরন্টোর সময় জি.এম.টি.-৫ ঘণ্টা, ভ্যাঙ্কুভার জি.এম.টি.-৮ঘণ্টা। এভাবে কলম্বিয়া জি.এম.টি.-৫ ঘন্টা, কোস্টারিকা জি.এম.টি.-৬ঘণ্টা, কিউবা জি.এম.টি.-৫ঘণ্টা। সামোয়া এবং টোঙ্গা হচ্ছে জি.এম.টি.- ১১ ঘণ্টা। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে বিরাট তফাৎ। একেবারেই রাত দিনের।

এহেন পার্থক্যসমূহ তুলে ধরে বুঝানো হলো যে, আমাদের যখন ওয়ার্কিং আওয়ার, পাশ্চাত্যের অনেক দেশে তখন স্লিপিং আওয়ার, কোথাও ডেড নাইট, আবার কোথাও বা সপ্তাহের অন্য বার চলছে। ঠিক তেমনি ওদের ওয়ার্কিং আওয়ারে আমাদের রাতের ঘুম চলছে। সুতরাং শুক্রবারের ছুটির কারণে যোগাযোগে অসুবিধা ঘটছে এবং সে কারণে শনি-রবিবার বা কেবল রবিবার করতে হবে— এমন যুক্তির বাস্তব ভিত্তি নেই। আসলে আজকের দিনে যোগাযোগ প্রযুক্তি ও নেটওয়ার্কের বিশাল উন্নতির ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে পাশ্চাত্যের দেশসমূহের যোগাযোগ ও বাণিজ্য ছুটি-দিবসের পার্থক্যের কারণে মোটেও থেমে থাকছে না। শুক্রবারের সাপ্তাহিক ছুটি এ ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে না। তাই শাক দিয়ে মাছ ঢাকা বা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানো যাবে না।

শুক্রবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, রিযক্ ও আল কুরআনের ঘোষণা

আল কুরআনের সূরা জুমুআ'হ-তে ৬২ঃ ৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "মুমিনগণ, জুমুআ'হ-র দিনে যখন সালাতের দিকে ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটি তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ"।

আবার জুমুআ'হ-র দিনে ব্যবসা-বাণিজ্য, কায়-কারবার, জাগতিক স্বার্থ ও ফিকিরকে নিরুৎসাহিত করে ৬২ঃ ১১ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"তারা যখন কোনো ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়া কৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বলুন ঃ আল্লাহ্‌র কাছে যা আছে, তা ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্‌ই সর্বোত্তম রিয্‌কদাতা।"

আবার সূরা আন নূরের ২৪ঃ ৩৭ আয়াতে আল্লাহ্‌র পছন্দ জানিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

"এমন লোকেরা যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে, সালাত কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।

এভাবে শুক্রবারে জাগতিক স্বার্থ ছেড়ে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হতে, তাহারাত অর্জন, যিক্‌র, তাসবীহ, সালাত, খুত্‌বা, দান-খয়রাত, দরুদ, মুসলিম সম্মিলন ও সংহতির দিকে দৃষ্টি দিতে এবং এসব কর্মে অতিবাহিত করতে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

আল কুরআনে আরো জানানো হয়েছে যে আসমান-জমিনে সবকিছুর রিয্ক-এর মালিক একমাত্র আল্লাহ্। তিনি যখন ইচ্ছা, যার জন্যে ইচ্ছা করেন, রিয্ক বাড়ান-কমান। রিয্ক-এর ঘাটতি ও প্রাচূর্য, রিয্ক দিয়ে বা না দিয়ে পরীক্ষা করা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন।

দ্রষ্টব্য ঃ সূরা আল আরাফ ৭ঃ১০, সূরা হুদ ১১ঃ ৬, সূরা রা'দ ১৩ঃ ২৬, সূরা হিজর ১৫ঃ ২০-২১, সূরা নাহল ১৬ঃ ৭১, সূরা বনি ইসরাইল ১৭ঃ ৩০, সূরা আনকাবুত ২৯ঃ ৬২, সূরা আর রুম ৩০ঃ ২৮, ৩৭, ৪০, সূরা সাবা ৩৪ ঃ ২৪, ৩৬, ৩৯, সূরা আল মুমিন ৪০ ঃ ১৩, সূরা আশ্ শূরা ৪২ ঃ ১২, ১৯, ২৭, সূরা আয্যারিয়াত ৫১ ঃ ৫৭-৫৮, সূরা আর মুল্ক ৬৭ ঃ ১৫, ২১।

অতএব রিয্ক-এর জন্যে সপ্তাহের ছয় দিন তালাশ-অনুসন্ধানে, উদ্যমে-প্রচেষ্টায়, কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকতে হবে। শুক্রবারকে আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী মূলতঃ তাঁর ধ্যানে ব্যয় করতে হবে এবং ঐ দিন ইসলামী জীবন ও মুসলিম উম্মাহর সংহতি দৃঢ়করণে ও কল্যাণে নিয়োজিত হতে হবে।

আল কুরআনের গভীর বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তক্দীর সৃষ্টির সাথে সাথে তদবীর-এর ব্যবস্থাও রেখেছেন। আল্লাহ্ ভাগ্যে বিশ্বাস করতে বললেও কাজ না করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে বলেননি। বলা হয়েছে, সৎভাবে পৃথিবীর সর্বত্র অনুসন্ধান করতে জীবনোপকরণ তথা রিযক্ লাভের জন্য। অর্থাৎ জীবন-যাপনের বৈষয়িক উপাদানসমূহ— বিত্ত, সম্পদ, সামর্থ্য, সঙ্গতি, স্বাস্থ্য, সুযোগ, কল্যাণ লাভের জন্যে সর্ববিধ ইলমের ব্যবহার, অনুসন্ধান, গবেষণা, পরিকল্পনা, উদযোগ, কর্মপ্রচেষ্টা ও আন্তরিক শ্রম নিয়োগ করতে হবে সততার ভিত্তিতে। তবে অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং অপরিমিত সম্পদ কুক্ষিগতকরণ ইসলামে নিষিদ্ধ। যাহোক, আল্লাহ্ বলেছেন মানুষ তাই পায় ও পাবে, যা সে শ্রম দিয়ে অর্জন করবে। মানুষ তাদের কর্মের সমষ্টি। মানুষের সৎ পরিশ্রমকে আল্লাহ্ ব্যর্থ হতে দেন না এবং যথাযোগ্য পুরস্কার দেন। এই পৃথিবীতে জাগতিক প্রয়োজন পূরণার্থে প্রদত্ত মানবিক শ্রমও ন্যায্য পুরস্কার পাবে। ইসলামে অসলতা, কর্মবিমুখতা, কর্মে ফাঁকি ও হতাশাকে তিরস্কার করা হয়েছে। এসব অপরাধ বিবেচনা করতঃ শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে সূরা আল-বালাদে ৯০ঃ ৪ আয়াতে বলেন ঃ "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর রূপে সৃষ্টি করেছি"।

শেষ কথা

উপরের সমগ্র বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, বিগত ১৫ বছর যাবৎ শুক্রবার ছুটি থাকার পরও দেশের অর্থনীতিতে, ব্যবসা-বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি ও লেন-দেনে, ব্যাংকিং সেক্টরে, শিল্প ও অন্যান্য সেক্টরের অর্জন, প্রসার, উৎপাদন, সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে কোনো বাধা হয়ইনি, বরং অগ্রগতি হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের নীতি-নির্দেশনা ও বিধানের সূত্র ব্যাখ্যায়ও এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যে, শুক্রবারই সাপ্তাহিক ছুটির একমাত্র গ্রহণযোগ্য উপায়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রায় ৯০ শতাংশ জনমতের প্রতিফলন ও প্রামাণ্য ছবিও আমরা পেয়েছি। শতকরা ৭৩ ভাগ ছুটি পরিবর্তনের জন্যে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিপক্ষে এবং শতকরা ৬৬ ভাগ শুক্রবারের পক্ষে।

এদিকে ইসলাম এবং গণতন্ত্রের দাবী অনুযায়ীও শুক্রবারই কেবল সাপ্তাহিক ছুটি থাকতে পারে। আবার শনিবারের অতিরিক্ত ছুটির কুফলও ইতোমধ্যে প্রমাণিত।

এছাড়া বিদেশের সঙ্গে বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের সঙ্গে বাণিজ্য যোগাযোগের অসুবিধার অজুহাতও যে ভিত্তিহীন, তা আমরা জি.এম.টি.-এর সঙ্গে বিভিন্ন দেশ ও বাংলাদেশের সময়মানের হিসাবটি তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছি। অতএব এক্ষেত্রেও শুক্রবারে মোটেও কোনো অসুবিধা নেই, কেবল কল্যাণই আছে। ওদিকে শনি ও রবিবারের ছুটি অপ্রয়োজনীয়, অকল্যাণযুক্ত, শিরক্ ও কুফর নির্ভর। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর নীতি-নির্দেশ হচ্ছে—মুসলমানদের জন্যে শুক্রবারকে বাছাই করা। আল্লাহ্ কাফির-মুশরিকদের সঙ্গে, অংশীবাদী ইহুদী-নাসারাদের সঙ্গে মুসলমানদের পার্থক্য নির্দেশকরতঃ তা বজায় রাখার হুকুম দিয়েছেন। রাসূল (সাঃ)ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা ছেড়ে তাঁর পরবর্তী উম্মতের একটি শ্রেণী ইহুদী-নাসারাদের অনুসরণ করবে হাতে হাতে, বিঘতে বিঘতে। এমনকি ইহুদী-নাসারারা গুঁই সাপের গর্তে ঢুকলে, তারাও তাই করবে (বুখারী— কুরআন ও সুন্নাহ্ অধ্যায়)। এরা অভিশপ্ত, এরা লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এরা হারাবে নিঃসন্দেহে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেছেন, "যে অন্য জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে"।

অর্থাৎ মুসলমানদেরকে তাদের ইসলামের অনুপম বৈশিষ্ট্য, মান, রুচিসহ পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধ; তাদের তৌহিদ-নির্ভর স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বাঁচতে হবে ব্যক্তিক, সামাজিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক, আত্মিক, নৈতিক, জাতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনে। অংশীবাদীদের শিরক্ ও কুফর, কাফির-মুশরিকদের অন্ধ অনুসরণ কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে চলা, রাসূল (সাঃ)-এর প্রদর্শিত পথের অনুসরণ, কুরআন ও সুন্নাহ-নির্ভরতা এবং এসবের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনই মুখ্য বিবেচনা। ইহজাগতিক ও পারলৌকিক— উভয় ক্ষেত্রের ভারসাম্যযুক্ত ন্যায়ানুগ উৎকর্ষ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ হাসিলই আমাদের লক্ষ্য। এ জন্যে তামুদ্দনিক সকল আগ্রাসন প্রতিরোধ করে শুক্রবারের সংস্কৃতিকে শক্তিশালী ও বিজয়ী করতে হবে এবং বহাল রাখতে হবে কেবল শুক্রবারেরই সাপ্তাহিক ছুটি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তওফিক দিন। আমীন। সুম্মা আমীন।

আল্লাহ্ হাফিজ।

৪-৫ রবিউস সানি ১৪১৮, ২৫-২৬ শ্রাবণ ১৪০৪, ৯-১০ অগাস্ট ১৯৯৭

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী

প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধকার, গবেষক, রাজনীতি বিশ্লেষক। গত ক'বছর ধরে ইসলামের উপর পড়াশোনা ও গবেষণা করছেন। ইসলাম বিষয়ক গবেষণাকর্ম প্রকাশ করা শুরু করেছেন। পত্র-পত্রিকা-সাময়িকীতে বহু সংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। শতাধিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার। পঁচিশটি গবেষণা গ্রন্থ এবং দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছে গত দু'দশকে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ এ্যান আনসার্টেইন বিগীনিং ঃ পার্সপেক্টিভস্ অন পার্লামেন্টারী ডিমোক্রেসী ইন বাংলাদেশ। তার শেষ দু'টি বই ঃ সাপ্তাহিক ছুটি ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ ভূ-রাজনীতি ও বিপন্ন সার্বভৌমত্ব।